শ্রীব্রজলীলামৃত।

(শ্রীপাদ্ রূপগোস্বামী কৃত "দানকেলিকৌমুদী" নাম্নী
ভাণিকার মর্ম্মানুবাদ।)



প্রণেতা ও প্রকাশক
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩১৩—১৩১৪ সাল।

শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী-পত্রিকায় প্রকাশিত।



প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়।
আনন্দাশ্রম, আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী

কলিকাতা;
১—১৫ ফর্ম্মা, ৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্,
অবসর প্রেসে শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত এবং
এই অর্দ্ধ ফর্ম্মা ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত পরৈগাঢ় লৌল্যৈকলভ্যা ।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়াতাং প্রথয়িতু মধুনামানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥

ভূমিকা।



সৌভাগ্যক্রমে আজকাল সমাজে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রগাঢ় অনুশীলন ও আদর যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শ্রীগোস্বামী গ্রন্থের বহুল প্রচার যে এক্ষণে বিশেষ আবশ্যক তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রীগোস্বামী গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীপাদ্ রূপগোস্বামী, শ্রীশ্রীগৌরভগবানের কৃপাশক্তিবলে ও নিভৃত সমাধিযোগে যে শ্রীগ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন সেই সকল লীলাগ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামূল্য উজ্জ্বলতম রত্ন। কিন্তু ঐ শ্রীগ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণে আবৃত বলিয়া উহাদের রসাস্বাদ গ্রহণে সমাজের সকল ব্যক্তি অধিকারী নহেন। অতএব উক্ত শ্রীগ্রন্থবর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলামৃত যাহাতে সকলেই অবাধে আস্বাদন করিবার সুবিধা পান, এই উদ্দেশে সম্প্রতি আমি উক্ত শ্রীপাদ্-কৃত প্রসিদ্ধ "দানকেলি কৌমুদী" গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ করিয়া "শ্রীব্রজলীলামৃত" নামে প্রকাশিত করিলাম। অবিকল অনুবাদ করিলে তাদৃশ সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল হইবে না বলিয়া মূলগ্রন্থের ভাব-গাম্ভীর্য্য যথাশক্তি রক্ষা করিয়া সুললিত নবন্যাস ধরণে লিখিত হইয়াছে। প্রেমরস-পিপাসু ভক্তগণ ইহা পাঠে যে অপার্থিব প্রেমানন্দ উপভোগ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু উপন্যাস-প্রিয় নব্য পাঠকগণও ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন, আশা করি।

মূল গ্রন্থখানি ভাণিকা অর্থাৎ ইহা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষোক্তি-বহুল, একাঙ্কে সমাপ্ত ক্ষুদ্র নাটিকা বিশেষ। এজন্য ইহাকে নবন্যাসে পরিবর্ত্তিত করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাবানুরূপ নূতন বর্ণনা সংযুক্ত করিয়া এবং আটটী প্রধান উচ্ছ্বাসে বিভক্ত করিয়া অথচ মূলগ্রন্থের উক্তি প্রত্যুক্তি ঠিক রাখিয়া গ্রন্থের পারিপাট্য বিধান করা হইয়াছে। এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীরাধা-মাধবের কেবল দানলীলা বিলাস বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগ্রন্থখানি বাস্তবিকই নিত্যোৎসবময়ী প্রেমলীলার সুধা-সরোবর, সুতরাং ইহার মর্ম্ম-রস পানে প্রেম-পিপাসু ভজন-বিজ্ঞ ভক্তগণ ভিন্ন মাদৃশ অনভিজ্ঞ অভক্তের আদৌ অধিকার থাকিতে পারেনা। তথাপি শ্রীগুরু কৃপায় ও ভক্তজনের আশীর্ব্বাদে

উক্ত শ্রীগ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ (কৃতকার্য্য না হইয়াও) প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে ইহা বিষয়গুণে ভক্তজনের প্রীতিজনক হইলে বা ইহাতে বৈষ্ণব সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া সুখী হইব।

গত সন ১৩১৩ ও ১৩১৪ সালে "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী" পত্রিকায় এই গ্রন্থখানি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ হওয়ায় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বান্ধা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুর্শিদাবাদ, গোকর্ণ পোঃ, গোবরহাটী নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ, "শ্রীগৌড়ভূমি" সম্পাদক মহাশয়ই শ্রীপাদ্ গোস্বামী গ্রন্থসমূহের এরূপ মর্ম্মানুবাদ প্রকাশের প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনি শ্রীপাদ্ রূপগোস্বামী প্রণীত "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধব" নাটকদ্বয়ের মর্ম্মানুবাদ যথাক্রমে "বিদগ্ধগোপাল লীলামৃত" ও "ললিতগোপাল লীলামৃত" নামে প্রকাশিত করিয়া বৈষ্ণব সমাজের অত্যুপকার সাধন এবং বাঙ্গলা ভাষার এক অভিনব ভাবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি অযোগ্য হইয়াও সেই মহাত্মার কৃপাদেশে তৎপ্রদর্শিত পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীগোস্বামী গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশে এই প্রথম ব্রতী হইয়াছি। এজন্য সেই মহাত্মজনের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম এবং যে সকল মহানুভব ব্যক্তি কৃপালিপি দানে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি—

পশ্চিমপাড়া,
আলাটী পোঃ,
জেলা হুগলী।
সন ১৩১৫ সাল।

শ্রীবৈষ্ণবপদরেণুপ্রয়াসী—

শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

প্রেমোচ্ছ্বাস।

এস হে পরাণ বঁধু! হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে।
সাজাইব ও বরাঙ্গ পীরিতির ফুল সাজে॥
শুনাইব কানে কানে আকুল বিরহ গান।
চাহ যদি—অকপটে সঁপে দিব এ পরাণ॥
শীতল স্নেহের কোলে আরাম লভ হে আসি।
উছলি উঠুক হৃদে প্রেমের মধুর হাসি॥
হেরি হেরি ও মাধুরী নয়নে প্রেমাশ্রু জল।
বহুক স্নিগধ-ধারে, ভাসুক মরমতল॥
ভালবাস তুমি, সখে! সে মুখ-পিয়াসী নই।
জীবনে মরণে যেন ও চরণে দাসী রই॥

বৈকুণ্ঠ।

হরি হে! নিবাস তব বৈকুণ্ঠ ভুবনে?
রমা দেবী সেবাদাসী, নিয়ত নিকটে বসি,
পূজেন চরণ তব অতি সযতনে।
ভকতি চন্দন মাখা প্রেমফুলদানে॥

তোমার না চারি কর হে মধুসূদন?
আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায়, চারি করে শোভা পায়,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সুচারু দর্শন।
প্রেমচক্ষে ভক্ত যাহা হেরে অনুক্ষণ॥

বৈকুণ্ঠে সতত যদি রবে নারায়ণ।
কিরূপে এ মর্ত্যভূমি, চলিবে বৈকুণ্ঠ-স্বামি!
অনুদিন কেন কর দিবেন তপন,
ফুটিবে আকাশে নিতি কেন তারাগণ?

তোমারি রচিত প্রভো! এ ধরণী শ্যামা।
দূরে কেন কর বাস, অচিরে পাইবে নাশ,
বিহনে উদ্যান-পাল আরাম-সুষমা,
থাকে কিহে দয়াময়! চির-মনোরমা?

ভুলেছি তোমায় নাথ! ঘটেছে বিকার,
বল হরি! দয়া করি, এই যে জগৎ হেরি,
অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী—স্বরূপ তোমার?
যার মাঝে আত্মারূপে করহে বিহার।

শব্দময় শূন্য বুঝি শঙ্খরূপ ধরে।
পদ্ম-চক্র-গদা মূর্ত্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে স্ফূর্ত্তি,
পেয়েছে কি রমানাথ! তব চারি করে?
বলনা প্রকাশি হরি! এ অধম নরে।

অনন্ত সবিতা কিহে বক্ষের ভুষণ?
ওই যে আকাশে তারা, বনমালা বুঝি তারা,
কুণ্ঠাশূন্য হৃদি নাথ! তব রম্য স্থান।
হ্লাদিনী রূপিণী রমা কিঙ্করী সমান।

জ্ঞানহীন মূঢ় হরি! সংসার-কাননে।
জানিনা ভজন স্তুতি, করি পদে এ মিনতি,
ত্যজনা এ পাপীতাপী নিরালম্ব জনে;
বৈকুণ্ঠেরে পাই যেন শেষের সে দিনে।

জীবাধম শ্রীজহরীলাল হালদার।
হেড্ মাষ্টার, আলাচীফুল।

শ্রীশ্রীব্রজলীলামৃত। (১)



প্রথম উচ্ছ্বাস।

প্রস্তাবনা।

১

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়নসদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥

যাঁহার সুধাভিস্যন্দী মধুর নাম রসিক ভক্তগণের রসনা-নিচয়কে সর্ব্বদা আকর্ষিত করিতেছে, যিনি স্বীয় স্বভাবগুণে ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দের ও সাধুমণ্ডলীর আনন্দ উদ্দীপন করিতেছেন এবং নিজ রূপমাধুরী দ্বারা সকলকে উৎসব প্রদান করিতেছেন, সেই সনাতনাত্মা—অর্থাৎ নিত্য শ্রীবিগ্রহ প্রভু শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরাধামাধবের নিত্য লীলাবিলাস-পীযূষ-পরিবেষণব্রত রসিক-মুকুটমণি শ্রীরূপগোস্বামী উক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি দ্ব্যর্থবোধক করিয়া অদ্ভুত রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ প্রথমতঃ স্বাভীষ্টদেব শ্রীগোবিন্দের অনুস্মরণ করিয়া পরিশেষে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকেও জয়যুক্ত করিয়াছেন। যথা—

যাঁহার রসনা সুললিত কৃষ্ণনামগানে সমাকৃষ্ট, যিনি স্বীয় শীলতা আচরণ দ্বারা সর্ব্বদা সাধুগণের আনন্দোৎপাদন করিতেছেন এবং "শ্রীরূপ" নামক যে আমি, আমাকে যিনি উৎসবদান করিতেছেন সেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু জয়যুক্ত হউন।

রসিক পাঠক! শ্রীরাধামাধবের রমণীয় লীলাবিলাস অমৃতের পারাবার—কূল নাই, তুলনা নাই—অনন্ত, অপার। এই অমিয়পাথারে যিনি যতটুকু ডুবিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ প্রেম-রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

---

(১) "দানকেলিকৌমুদীর" মর্ম্মাবলম্বনে লীলা-অংশ লিখিত।

বিষয়াসক্ত বহিরঙ্গ জীবের পক্ষে এই অপ্রাকৃত লীলাতত্ত্বের অনুশীলন অনধিকার-চর্চ্চা। রাগানুগা ভক্তিরসে যাঁহাদের হৃদয়-ভূমি পরিষিক্ত হইয়াছে, সেই ভজননিষ্ঠ প্রেমিকভক্তগণের উহা একমাত্র অধিগম্য—ভাব-সিদ্ধ ভক্ত রসিক-গণেরই আস্বাদনযোগ্য। শ্রীরাধার সহিত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মধুর ব্রজলীলা-বিলাস মানববুদ্ধির অতীত—নিত্যচিন্ময়। সুতরাং উহাতে প্রাকৃতভাবের আদৌ প্রবেশাধিকার নাই। কামপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়চারী ব্যক্তিগণের সমল-হৃদয়ে এই নিগূঢ় ব্রজলীলা বিষময় ফলোৎপাদন করে; কিন্তু ভক্তি-ভাবিত অমল-চিত্তে সর্ব্বদা প্রেমানন্দলহরীর প্রকটন করিয়া থাকে। অতএব পাঠক-গণ! সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই প্রেমলীলা-গাথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন—শ্রীকৃষ্ণচরণে অবিচলা ভক্তিলাভ ঘটিবে। যেহেতু সুললিত ব্রজলীলা গাঁথা প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননই প্রেমভজনের চরম সাধন। এই সর্ব্বসারতত্ত্ব অবগত না হইয়াই অসংযতচিত্ত অবুধগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলামাহাত্ম্যে প্রাকৃত কামলীলার আরোপ করিয়া নরকের পথ প্রসারিত করে। পিত্ত-বিকৃতব্যক্তির চক্ষে যেমন সকলই পীতবর্ণময় পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ—

"তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্।
আত্মোপম্যেন মনুজং ব্যাপৃন্বান তমবুধঃ॥"

অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় প্রাকৃতভাবে অনুভাবিত হইয়া বিষয়ে অনাসক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কেও কামাদি বিষয়সঙ্গী বলিয়া মনে করে।

অতএব শ্রীরাধামাধবের ব্রজ-বিলাস মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুগণের শ্রীগ্রন্থসমূহের আলোচনা কর্ত্তব্য। বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে ঐ সকল লীলাগ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত ভগব-চ্চরণে ক্রমশঃ আকর্ষিত হইয়া থাকে। এই সার ভরসা হৃদয়ে ধরিয়া আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী হইয়াও এই দুরূহ ব্রজলীলা-বর্ণনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করি-তেছি। যেমন পক্ষিগণ স্ব স্ব গতিশক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, আর পিপীলিকাও পক্ষলাভ করিয়া কিয়দ্দূর উত্থিত হয়; সেইরূপ অনন্ত ব্রজলীলা-কাশে মাদৃশ সঞ্জাতপক্ষ পিপীলিকার উড্ডয়নস্পৃহা বিচিত্র নহে। ভক্তগণ! অধম লেখকের এই দুরপনেয় ধৃষ্টতা নিজ গুণে মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন—অকিঞ্চনের মনোবাসনা পূর্ণ হউক।

॥ ১ ॥

বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সুধাপানাশায় প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধার মানস-চকোর সদা তৃষিত। ভগবতী যোগমায়াদেবী বিবিধ উপায়ে শ্রীরাধ কৃষ্ণে সম্ভোগ (মিলনানন্দ) ঘটাইয়া লীলার রসপুষ্টি সাধনকরেন। শ্রীরাধা সেই নিত্য নব প্রেমোৎসবে বিভোরা হইয়া ব্রজসুন্দরের ললিত লাবণ্য-সাগরে উদ্বেগে ঝাঁপ দিয়া পড়েন—ডুবিয়া কূল পান না। নিশিদিন শ্রীকৃষ্ণের নব-সঙ্গম-সুধামৃত পান করিতেছেন, তথাপি সে প্রেমাকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে বেগবতী—কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা, পলকে পলকে বৃদ্ধিশীলা। জটিলা যজ্ঞার্থ হবি-ভার লইয়া যাইতে শ্রীমতীকে অনুমতি করিয়াছেন, তাই তাঁহার হৃদয়ের কূলে কূলে আনন্দপ্রবাহ উথলিয়া উঠিয়াছে,—মনের অভিলাষ—

"সে হেন নাগর, গুণের সাগর
দরশ হইবে মোর।"

শ্রীমতী এই নিবিড় আনন্দ আবেগে বিহ্বল হইয়া বিনোদিনী সখিগণ সঙ্গে গোবর্দ্ধন-পথে গমন করিতেছেন। পৌর্ণমাসী দেবী অবসর বুঝিয়া দান-ঘাটে কৌশলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইলেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ দানগ্রহণ-চ্ছলে শ্রীরাধার গমন-পথ অবরোধ করিলেন, তখন সেই দানকেলি রসকলিত মহোৎসবে শ্রীরাধার উল্লাস-প্রবাহ ধৈর্য্য সেতুকে অতিক্রম করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উথলিয়া উঠিল—প্রমোদভরে কত ভাব-সুষমা স্তবকে স্তবকে পরিস্ফুট হইল। তাঁহার—

"অলপ পাটল অথির দৃগঞ্চল
তহিঁ জলকণ পরকাশ।
ধুনাইত ভ্রূধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ হাস॥"

কান্তের কমনীয় বিলাস-রসায়ন পান করিয়া শ্রীরাধার হর্ষোদয় হেতু এই যে ভাব-নিবহ যুগপৎ স্ফুরিত হইল; ইহাকেই কিলকিঞ্চিত ভাব কহে। যথা—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, মৃদুহাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সপ্তভাবের সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত ভাব কহে। অথবা—

ক্রন্দত্যবাষ্পমভয়ে ভয়মাতনোতি
ক্রোধঞ্চ নাটয়তি তৎক্ষণমেবহাস্যং।
আলম্ব্য হর্ষমবলা কিলকিঞ্চিতাখ্যং
ভাবং প্রকাশয়তি পুণ্যবতোঽন্তিকেষু॥

অর্থাৎ নয়নে অশ্রুকণা নাই অথচ রোদন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই, অথচ ভয় এবং যখনই ক্রোধ তখনই হাস্য, রসিকা নারী পুণ্যবান্ নায়কের নিকট আনন্দভরে এইরূপ কিলকিঞ্চিত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রাণকান্ত সন্দর্শনে শ্রীরাধার অন্তর হর্ষোৎফুল্ল; কিন্তু "আমি কুলবধূ, কি জানি পাছে কেহ দেখে" এই ভাবিয়া তাঁহার ইন্দীবর-নিন্দি নয়নপ্রান্ত অশ্রু-কণায় পরিষিক্ত—যেন প্রফুল্ল পঙ্কজদলে মকরন্দের উদ্গম। অবহিত্থা—অর্থাৎ মনোভাব গোপন করিবার নিমিত্তই শ্রীরাধার এই কপট রোদন। শ্রীকৃষ্ণ পথাবরোধ করিয়াছেন, গন্তব্য পথে যাইতে দিতেছেন না। হৃদয় আনন্দ-তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে, অথচ বাহিরে ক্রোধারুণের নববিভা বিভাসিত। এইজন্য তাঁহার নয়নান্তভাগ পাটলিত অর্থাৎ শ্বেতরক্তীকৃত। এস্থলে শুভ্রতা—মৃদু-হাস্য এবং আরুণ্য—ক্রোধের পরিচায়ক। রসিকতা দ্বারা তাঁহার নয়ন-কমল মধুর রসোদ্গমে উৎসিক্ত ও আয়ত হওয়ায় অভিলাষের ভাব প্রকাশ পাইল। "কি জানি কি হবে" এই চিন্তায় নয়নযুগল দরবিকসিত কমলকোরকের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ের ভাব জ্ঞাপন করিল এবং মধুরতা দ্বারা নয়ন-তারা ব্যাভুগ্ন অর্থাৎ ঈষৎ কুটিল হওয়াতে গর্ব্ব ও অসূয়ার ভাব পরিব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মিলনে শ্রীরাধা-কল্পলতায় এইরূপ সাতটি কেন—কোটি কোটি ভাব-কুসুম ফুটিয়া উঠে। লেখনীর সাধ্য কি, সে ভাব-মাধুরী ভাষায় প্রকা-শিত করে। সে ভাব-পারিজাতের মধুরতা উপলব্ধি করিতে কেবল ভাবসিদ্ধ ভক্তরসিকগণই সক্ষম—সে ভাব-নিবহ কেবল তাঁহাদেরই ধ্যানগম্য।

ভুবন-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বিমল অনুরাগ-প্রবাহ সর্ব্বক্ষণই ভাদ্রমাসের ভরানদীর ন্যায় কূলে কূলে পরিপূর্ণ—চিৎশক্তির বৃত্তিরূপ হেতু সর্ব্বব্যাপক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল—তরঙ্গে তরঙ্গে কত অপূর্ব্বতা বিকাশ করিয়া প্রবাহিত। ইহা মদীয়তাময়—অর্থাৎ "আমিই কান্তের" এই সুকুমার ভাবময়। মধুর স্নেহোত্থ বলিয়া গুরু হইয়াও গৌরবচর্য্যা বিহীন এবং মুহুর্মুহুঃ বাম্যলক্ষণভূষিত হইয়াও নিরুপাধি—অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। এই শ্রীরাধাভাবানু-

সারী কৃষ্ণানুরাগ-চন্দ্রিকায় যখন ভক্তের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়, তখন ভক্ত এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বাহ্যভাব হারাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন—পুলকভরে তাঁহার অঙ্গের প্রফুল্লতা পলকে পলকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কখন কৃষ্ণবিরহের দারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখ-পদ্ম মলিন ও শুষ্ক—চিত্ত বিচ্ছেদ-কুঠারাঘাতে বিদারিত, কখন বা তিনি গর্জ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হন, কখন বা ভূতলে পড়িয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণপদে প্রেম উপজাত হইলে প্রেমের স্বভাবে ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥ ২।৪৭।৩৮

কৃষ্ণ-প্রেম বিশ্রম্ভপ্রধান ও উৎকণ্ঠাপ্রধান এই দ্বিবিধরূপে ভক্তে ভাবোদগম করিয়া থাকে। সংযোগস্ফূর্ত্তিতারতম্যে বিশ্রম্ভপ্রধান প্রেমে পুলক, নৃত্য, গর্জ্জন, ধাবনাদি ভাব প্রকাশ পায় এবং বিশ্লেষ স্ফূর্ত্তি তারতম্যে দৈন্য, অনুতাপ, নির্ব্বেদাদি স্ফুরিত হয় বলিয়া উৎকণ্ঠা প্রধান প্রেমে ভক্তের মুখশোষ, বৈবর্ণ্য ভূপাত ও মূর্চ্ছাদি প্রকটিত হইয়া থাকে। অপার জলনিধি যেমন চন্দ্রোদয়ে আপনার বিস্ফারণ ও বিকার সম্বরণ করিতে পারে না, সেইরূপ সাধুমণ্ডলী কৃষ্ণকৃপাস্পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া প্রেমোদয়ে আপনাদের সাত্ত্বিকাদি বিকার সংবরণ করিতে পারেন না। শ্রীরাধা গোবিন্দের শ্রীচরণ-সরোজে এই নিরুপাধি প্রেমলাভ করাই জীবের চরমগতি। বিশ্ববিলক্ষণা কৃষ্ণকেলিচর্য্যা ব্যতীত এই সুদুর্ল্লভ প্রেমের অভ্যুদয় অসম্ভব। অতএব ভক্ত-রসিকের প্রেমানন্দবর্দ্ধন জন্য শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোবিন্দের এই নর্ম্মবিবাদ-লীলাভিনয় আরম্ভ হইতেছে। ভাবুক পাঠক! ভক্তি-ভাবিতসংযত মনে প্রেমের চক্ষে এই ব্রজলীলার মধুর অভিনয় সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হউন। অসংযত-চিত্ত অভক্ত জন! তোমার এ লীলানাট্য দর্শনে অধিকার নাই; কারণ শ্রীরাধামাধবের এই লীলানাট্য প্রাকৃত নয়নে দর্শন করিয়া মহা অপরাধী হওয়া অপেক্ষা নয়ন নিমীলিত করাই মঙ্গল।

॥ ২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের মনোজ্ঞা সুষমা নিত্যউল্লাসময়ী। শ্রীগোলকের অতুল সৌন্দর্য্য বৈভবও এই বন-মাধুরীর নিকট পরাভূত। অনন্ত মুখে অনন্তকাল বর্ণন করিয়াও শোভার অন্ত হয় না। প্রতি অঙ্গে—প্রতিলতাকুঞ্জে—পাতায় পাতায় অনন্তসৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার বিরাজিত। শ্রীযমুনার সলিলশীকর-সংসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রফুল্ল কুসুমকুলের সুবাস চুরি করিয়া যেন কত উল্লাসে—কত সোহাগে নবকিশলয়-ভারাবনতা বল্লরী রূপ নটকুমারীকে তালে তালে নৃত্য-কলা শিখাইতেছে। নবপত্রপল্লবান্বিত তরুকুলের মুকুলিত শাখা প্রশাখা-সমূহ ভূমিস্পর্শ করিয়া বৃন্দাবনের এক অপূর্ব্ব মহিমা ঘোষণা করিতেছে। শাখায় শাখায় পাখী সকল নবীনপত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া সুললিত স্বরলহরী তুলিতেছে। কলরসিক কোকিলকুল মাধুরী-মাখা মধুরালাপে দিগ্বধূগণকে প্রমোদিত করিতেছে। ফুলে ফুলে কেলিপর চটুল ভৃঙ্গ কখন নলিনী-সম্ভাষণে উড়িয়া যাইতেছে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া মধুর গুঞ্জনে ফুটন্ত-মল্লিকার হাসি ভরা মুখে আনন্দভরে চুম্বন করিতেছে। মরি! মরি! কি, মনোহর দৃশ্য। তরু-শাখে শিখিনীর সুন্দর নৃত্যরঙ্গ—আবার তরুতলে কুরঙ্গশিশুর বিচিত্র ক্রীড়া-ভঙ্গী, সকলই সুন্দর—সকলই মনোহর।

সেই দিব্য তরুলতাপরীত সুরম্য ব্রজকাননপথে এক ভুবনমোহিনী রমণী জনৈক ব্রজরাখালের সহিত কথা কহিতে কহিতে গমন করিতেছেন। রমণীর বদন-কমল প্রীতিপ্রফুল্ল—হৃদয়ে আনন্দ রাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কুরঙ্গ-নয়নের সুরঙ্গ দৃষ্টি স্নিগ্ধ অথচ তীব্র। রমণী সহাস্য মুখে কহিলেন "সুবল! এই মঙ্গলবার্ত্তায় তোমাকে প্রফুল্লমুখ দেখিতেছি না কেন?"

এই কাঞ্চন-গৌরাঙ্গী প্রেম-পরিপ্লুতা রমণী শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃন্দাদেবী। সুবল বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে মুগ্ধের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সোৎসুকে কহিলেন—"বৃন্দে! আমি এই প্রসঙ্গের কিছুই অবগত নহি। অতএব পরিস্ফুট করিয়া বল।"

এই প্রশ্ন-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবীর হৃদয় উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। আনন্দের পর আনন্দতরঙ্গ তুলিয়া প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—"অদ্য শ্রীরাধা গুরুজনের অনুজ্ঞায় প্রিয় সখিগণ সঙ্গে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞ-মণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন * বিক্রয় করিতে গমন করিবেন।" সুবল কহিলেন,—

* হৈয়ঙ্গবীন—সদ্যঃ নবনীতজাত ঘৃত।

"বৃন্দে! এ সুসংবাদ শ্রীকৃষ্ণ জানেন কি?" বৃন্দা। সান্দিপণি-জননী পৌর্ণমাসী দেবীর উপদেশে গর্গ-দুহিতা নান্দী এই সমাচার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছেন।

বৃন্দার বিচিত্রবার্ত্তায় সুবল উল্লাসে পুলকিত হইয়া কহিলেন—"বৃন্দে! এমন লঘু প্রয়োজনের নিমিত্ত গুরুজন নিখিল-মাধুরী-বরীয়সী রাধিকাকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন কেন?

বৃন্দা। মুনিগণ বলিয়াছেন যে দিবস গোপাঙ্গনা সকল যজ্ঞার্থ মনোহর হৈয়ঙ্গবীন স্বয়ং লইয়া উপহার দিবেন, সেই দিবসেই তাহাদের অভীষ্টার্থ সুসিদ্ধ হইবে। ইহাই এ যজ্ঞের প্রক্রিয়া।

সুবল। কোন্ মহৎ ব্যক্তির এই যজ্ঞ?

বৃন্দা। খ্যাতনামা বসুদেবের।

সুবল সকৌতুকে কহিলেন—"মধুপুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি বনমধ্যে কেন যজ্ঞারম্ভ করিলেন?"

বৃন্দা বিষণ্ণ বদনে কহিলেন—"বুঝিতে পারিলে না সুবল! মৃতকল্প দুষ্ট কংস জীবিত থাকিতে কি প্রকারে মথুরায় যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে। সেই জন্য বসুদেব গর্গের জামাতা ভাগুরীকে নিজ প্রতিনিধিস্বরূপে যজ্ঞে নিয়োজিত করিয়াছেন।"

সুবল মনে মনে বিচার করিয়া সহাস্যে কহিলেন—"এ যজ্ঞ যে অভিচারের * উদ্দেশ্যে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

বৃন্দা সুবলের এই অলীক যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া আবেগময়ী ভাষায় কহিলেন—"না না সুবল! এ যজ্ঞ পরম শান্তিকর। ইহাতে স্বপুত্র অপেক্ষা মিত্রনন্দন শ্রীগোবিন্দের ও নিজপুত্র বলরামের নিখিলানিষ্ট শান্তিফল!

সুবল কৌতুকাবেশে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাঁহার প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত নয়ন-মুকুরে শ্রীরাধা শ্যামের ভবিষ্য মধুর মিলনের মধুর আলেখ্য অভিরঞ্জিত হইল। আনন্দ বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ—ধীরে ধীরে কহিলেন—"আহা! প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের চির-হৃদয়-সঞ্চিত দানকেলী বিলাস লালসা এত দিনে সিদ্ধ হইল। অদ্য শ্রীকৃষ্ণ কেলিঘট্টের অধিকারী হইয়া শ্রীরাধিকা প্রভৃতি হইতে দানগ্রহণরূপ মধুর লীলা প্রকটন করিবেন।"

---

* অভিচার—হিংসাকর্ম্ম মারণ উচ্চাটনাদি।

শ্রীরাধামাধবের মিলন-চতুরা দূতী সখী বৃন্দা, সুবলের ভাবান্তর দেখিয়া ভাবিলেন—"আহা! ব্রজরাখালকুলের কৃষ্ণানুরাগ কি চমৎকার! আত্মসুখকে পদ-দলিত করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখে সুখী; তাহাতে ঐশ্বর্য্যের অনুভব নাই—মাধুর্য্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—কেবল নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা। আহা! এমন না হইলে কি ভক্ত হয়? ভক্তের হৃদয় নিরন্তর ভাবে পূর্ণ—অন্য কিছু ভাবিবার অবসর কোথায়? তাই সুবল এই বিলাস-মাধুর্য্যের প্রসঙ্গমাত্র শ্রবণ করিয়াই একান্ত কৃষ্ণগত-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছে।"—ভাবিতে ভাবিতে বৃন্দারও আয়ত-চক্ষে জল-ধারা পড়িল—যেন হৃদয় নিহিত প্রেম-প্রবাহ স্ফীত হইয়া নয়নপথে প্রবাহিত হইল। অন্য প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া কহিলেন—"আইস সুবল! এক্ষণে আমরা মানস-গঙ্গা-তীরে অবতরণ করি।"

এই বলিয়া উভয়ে তরল-তরঙ্গ-রঙ্গিণী মানস-গঙ্গার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সুবল স্তম্ভিত হইয়া উৎকর্ণ হইলেন। মানস গঙ্গার উপকণ্ঠবর্ত্তী বনভূমি হইতে এক বীণা-বিনিন্দিত মধুর-কাকলী সহসা তাঁহার চিত্তের ধৈর্য্য হরণ করিল। বিপুল আনন্দ সলিলে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠাকুল মনে চকিত-নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"বৃন্দে! ঐ শুন, দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী বনান্তরালে নিঃশঙ্ক কলহংসকুল কেমন সুমধুর কলধ্বনি করিতেছে!"

বৃন্দা মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"চঞ্চল! উহা মরালধ্বনি নহে,—পশুপ-বালাদিগের চরণ-বিলম্বী নূপুর-শিঞ্জন!" বলিতে বলিতে বৃন্দা অভিনিবেশ সহকারে বনপথের দিকে চাহিয়া আনন্দ-প্রফুল্ল মধুর কণ্ঠে পুনরায় কহিলেন,—"ঐ দেখ, উদ্দাম প্রেম-প্রবাহে প্রফুল্ল কমল-মালা কেমন বনপথে ভাসিয়া চলিয়াছে—না না, ঐ যে শ্যামল বনাকাশে তারকামালা-ভূষিত শারদশশী! ঐ দেখ সুবল! শ্রীরাধার নব-ঘনাকার কুন্তল-পাশোপরি অরুণ দুকূল কুণ্ডলাকারে বেড়া, তদুপরি অচঞ্চল হৈয়ঙ্গবীনপূর্ণ কনক-কলস যেন বৃহৎ তিমির-মণ্ডলোপরি ক্ষুদ্র অরুণ-মণ্ডল, তদুপরি স্থির বিদ্যুন্মণ্ডল শোভা পাইতেছে। মরি মরি! ঐ দেখ,—

"চলু বৃষভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ-ভেল পুলকিত,
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥

গুরুয়া নিতম্ব ভরে, পা খানি টলমল করে,
যেন মদমত্ত করিণী।
নোটন লোটায় পিঠে, কাঁকালী লুকায় মুঠে,
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়,
যমুনা-কিনারে দিল দেখা।"—পদকল্পতরু।

অনুরাগিণী ব্রজ-ললনাগণ যেন কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে সূত্রগ্রথিত পুত্তলিকার ন্যায় ব্রজপথে চলিয়াছেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, বাহ্যস্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত; কেবল প্রাণকান্তের প্রেম-সম্মিলন আশায় উন্মাদিনী। তাঁহাদের প্রতিপাদ-বিক্ষেপে মনোরমা সুষমারাশি ফুটিয়া উঠিতেছে—প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত সৌন্দর্য্য-কলা শোভা পাইতেছে। তাঁহাদের অনুপম মাধুর্য্যপুঞ্জে ব্রজকান্তার এক অনিন্দ্য-সুন্দর শ্রীধারণ করিয়াছে। হর্ষ-বিহ্বল সুবল অনিমেষ নয়নে সেই প্রেমোল্লাসময়ী শোভারাশি দেখিতেছেন, আর মনে মনে ব্রজাঙ্গনাগণের অনপেক্ষী অদম্য কৃষ্ণানুরাগের প্রশংসা করিতেছেন। ভাবজড়িত স্বরে কহিলেন,—"আহা! দেখ দেখ! কি সুন্দর! চঞ্চলা সহচরীগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উদ্দীপিতা রাধা-ইন্দ্রধনুলতা স্বীয় মাধুর্য্যমণি-ভূষণে শ্যামল বৃন্দাবনরূপ জলদ-মণ্ডলীর কেমন সৌন্দর্য্য রচনা করিতেছেন!"

বৃন্দা অবলোকন করিয়া কহিলেন—"সুবল! শ্রীরাধার অসামান্য রূপ-মাধুর্য্য সম্বন্ধে সহসা এরূপ বিচিত্র ভাবোদয় অসম্ভব নহে।"

বলিতে বলিতে সহসা এক সলজ্জ-ভাবাগমে বৃন্দা স্তম্ভিতা হইয়া পড়িলেন। তরল মেঘাবৃত শারদশশীর মত বৃন্দার ব্রীড়া-কুঞ্চিত বদনখানি ঈষৎ মলিনাভ হইয়া উঠিল। নতমুখী হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"সুবল! শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা লক্ষ্মীকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিয়া এই সামান্যা রমণী বৃন্দাকে যথেষ্ট গৌরব প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি এই বৃন্দা যাঁহার দাসী হইবারও যোগ্যা নয়, সেই ভুবনসুন্দরী শ্রীরাধার নিরুপম রূপ-মাধুর্য্যকে উপেক্ষা করিতে, এ সংসারে কে সমর্থ হইবে?"

প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধন বৃন্দার হৃদয়-দর্পণে, প্রসঙ্গমাত্র শ্রীরাধার মাধুরীমূর্ত্তি

অনুবিম্বিত হইল। সপ্রেম-বিলোল-দৃষ্টিতে সুবলের দিকে চাহিয়া বীণা-বিনিন্দিত মধুরস্বরে কহিলেন—"আহা!

রাধিকার মনোলোভা, প্রফুল্ল বদন শোভা,
তুলনা যাহার নাহি আনে।
চন্দ্র কিংবা শতদল, তাহার উপমাস্থল,
কহে হেন কোন অগেয়ানে॥
সখা হে! সে বর-মাধুরী-সার।
সে সুঠাম মুখছবি, দূর হ'তে অনুভবি,
সৌন্দর্য্য-গরব হয় ছার॥
নিরমল সুধাশালী, পদ্মালী কি চন্দ্রাবলী, *
লাজে তারা ম্লান হ'য়ে যায়।
ত্রিভুবনে দেখ চাহি, তুলনা কোথায় নাহি,
রাধার তুলনা রাধিকায়॥

সুবল বিস্ময়ের সহিত কহিলেন—"সত্য বটে! মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার রূপ-লাবণ্য দূর হইতে অনুভব করিয়াই যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী ও লক্ষ্মীগণ আপনাদের সৌন্দর্য্য-গরিমা পরিত্যাগ করিয়া বিশীর্ণা হইয়া যাইতেছেন।

মিলন-চতুরা দূতীসখি বৃন্দা যুগল-মিলনের অমিয়োপম মধুরতা অনুভব করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন—শ্রীরাধা-সৌদামিনীর সহিত শ্যাম-নবঘনের মিলন সংঘটন করিয়া প্রেম-কলহে শান্তি-ধারা সেচন করিবার জন্য মনে মনে এক কৌশল স্থির করিলেন, কহিলেন—"সুবল! তুমি গোবর্দ্ধন শৈলোপরি শ্যাম-মণ্ডপের পৃষ্ঠভাগে শিখণ্ডমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাও, আর আমি এই সকল গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস-কৌশল দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে গমন করি।"

এই বলিয়া বৃন্দা সুবলের সহিত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

॥ ১ ॥

শ্রীরাধা-শ্যামের রহস্যকেলীরঙ্গস্থলী গোবর্দ্ধন-শৈলের শোভারাশি বর্ণনাতীত। গিরিচূড়ার বন্ধুরতার শোভা—সানুদেশের তরু-লতাদি ভূষিত সুস্নিগ্ধ

---

* পদ্মালী—পদ্ম + আলী = পদ্মশ্রেণী। পক্ষে পদ্মা + আলী = লক্ষ্মীসমূহ।
চন্দ্রাবলী—চন্দ্র + আবলী = চন্দ্রশ্রেণী। পক্ষে চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরী।

নয়ন-রঞ্জন শোভা, আবার তরল তরঙ্গভঙ্গা মানসগঙ্গার উপকণ্ঠবর্ত্তী শ্যামল সমতল দূর্ব্বাক্ষেত্রের শোভা, যে দিকেই নেত্রপাত কর সেই দিকেই দেখিবে—কত পবিত্রতামাখা স্বভাবশোভা শ্রীব্রজসৌন্দর্য্যের সীমা-গরিমা-মধুরিমা বিকাশ করিতেছে। শোভনাঙ্গী শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী সুষমার ন্যায় সখীচতুষ্টয়ে পরিবৃতা হইয়া চির কাব্যময় গোবর্দ্ধনের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাবণ্যের জীবন্ত ছবি তরুণী কিশোরী কৃষ্ণ-প্রেমোৎকণ্ঠায় উন্মাদিনী। মান-গৌরবকে চরণে ঠেলিয়া; ঘৃতের পশরা মাথায় করিয়া শ্যাম-নবঘন দর্শনের নিমিত্ত তৃষ্ণাতুরা চাতকীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে চলিয়াছেন। বসনাঞ্চল ভূমিতে লুঠাইয়া যাইতেছে—সম্বরণ নাই, দৃক্‌পাতও নাই। প্রেমিকা বালা প্রাণকান্তের বিলাস-মাধুর্য্যের মধুরভাবে বিভোরা। ভাবগদ্‌গদ মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"আহা! বনলেখার কি লোচন-লোভনীয়তা! ললিতে! দেখ দেখ! এই বনশ্রেণী ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজাঙ্কিত পদ-পঙ্‌ক্তি দ্বারা অলঙ্কৃতা ও উজ্জ্বলা হইয়া স্বাধীনভর্ত্তৃকা * নায়িকার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। কুসুমচয়নকালে উহার বিকাশোন্মুখ কলিকা সকল নখর দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় যেন বনসখীর পীনোন্নত স্তনমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের নখরাঙ্কিত রহিয়াছে। মরি! মরি! উহাকে কৃষ্ণ-সংভুক্তা নিজ সখীর ন্যায় দর্শন করিয়া অতীব সুখানুভব করিতেছি এবং তদ্দর্শনে আমারও হৃদয় প্রীতিভরে কম্পিত হইতেছে।"

ললিতা শ্রীরাধার এই বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য শ্রবণ করিয়াও 'না-শুনার' ভাব দেখাইলেন, যেন কতই অন্যমনস্কা। বুঝিলেন—বনাঙ্ক দর্শনে শ্রীরাধার গাম্ভীর্য্য বিগলিত হইয়াছে। লোহিতাধরে মৃদু হাসির লহরী তুলিয়া কহিলেন—"বিশাখে! দেখ দেখি, সদা সুধা-সংসিক্ত বেণু-মাধুর্য্য কেমন বিপরীত বৈচিত্র্য-কারী! আহা!

কি মোহন মুরলীর স্বর!
কি সুধা লহরী তুলি, দিগন্তে পড়িছে ঢলি,
মোহিত সকল চরাচর॥

---

* স্বাধীনভর্ত্তৃকা—পতি অনুরাগবশতঃ যাহার অধীন হইয়া থাকে এবং যে রমণী সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকা কহে।

কাননের পশু পাখি, অজ্ঞান চঞ্চল দেখি,
তারা ওই রয়েছে নীরবে।
আপন স্বভাবধর্ম্ম, ত্যজিয়া সকল কর্ম্ম,
মগ্ন যেন সমাধির ভাবে ॥
স্থিরমতি জ্ঞানী যারা, অধীর হয়েছে তারা,
ভাবান্তর ধরিয়াছে সব।
শুনিয়া বেণুর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ,
ভুলে যায় সকল গৌরব ॥

ললিতার এই মনোমুগ্ধকারিণী সুললিত গীতিকা শ্রীরাধার কর্ণগোচর হইল না। মুগ্ধা বালা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—"অদ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন নিশ্চয়ই অলক্ষিতে আসিয়া আমাদের গতিরোধ করিবেন।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"সখি ললিতে! সম্প্রতি আমাদের প্রস্থানাবসরে তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কি কথা কহিলে?"

ললিতা কহিলেন,—"অদ্য তোমাদের কোন এক অপূর্ব্ব লাভ উপস্থিত হইবে, সখি! এই কথাই বলিলাম।"

শ্রীরাধা মনে মনে এতক্ষণ যে কৃষ্ণ-দর্শন বাসনা করিতেছিলেন, ললিতার আশ্বাস বাক্যে তাহা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। অদ্য নিশ্চয়ই সেই দুর্ল্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন লাভ ঘটিবে—ভাবিয়া শ্রীরাধার অন্তরাত্মা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কষ্টে ভাব সঙ্গোপন করিয়া সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন—"ললিতে! কথাপ্রসঙ্গে মহাতাপসী সর্ব্বজ্ঞা পৌর্ণমাসীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও ত।"

ললিতা। কি কথা জিজ্ঞাসা করিব সখি!

শ্রীরাধা। নান্দীমুখী প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মে কি মহাব্রত করিয়াছিলেন।

ললিতা। তুমি ইহাঁদের মহাব্রতকারিতা কিরূপে জানিলে?

শ্রীরাধা। কি দুঃখের বিষয়, মুগ্ধে! তুমিও এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছ, বুঝিতে পারিলে না?

ললিতা। না সখি! আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীরাধা। আহা! যাঁহার দুর্ল্লভ গন্ধলেশ তোমাদের মত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেরও সুদূরবর্ত্তী, সুভাগিনী নান্দীমুখী প্রভৃতি সেই মন্দমন্দ-আন্দোলিত মকরকুণ্ডল-কিরণপরাগ-কন্দলী সুন্দর-মুখারবিন্দের আশ্চর্য্য মহামাধুরী-মক-

রন্দ সর্ব্বদা নেত্রভৃঙ্গ দ্বারা অনিবারিত রূপে পান করিতেছেন। ধন্য! ইহা কি প্রাক্তন কোন মহাব্রতাচরণের ফল নহে?

শ্রীরাধা সন্তপ্ত হৃদয়ের উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিলেন —"সখি! আমরা প্রিয়তমের অদর্শনজনিত দুঃখতুষানলে দিবানিশি জ্বলিতেছি, অতএব এক্ষণে সেই মহাব্রতে দীক্ষিতা হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, নান্দীমুখী প্রভৃতির পদবীলাভ যেন ভবিষ্যৎ জন্মে দুর্ল্লভ না হয়।"

এই বলিয়া শ্রীরাধা ব্রীড়াবিনম্র বদনখানি উত্তোলন করিয়া সখীদের প্রতি উদ্বেগসমাকুল দৃষ্টিপাত করিলেন। আহা! সে দৃষ্টি উজ্জ্বল মাধুরী-মাখা হইলেও তাহাতে যেন নিরাশার ক্ষীণ বিভা বিকাশ পাইতেছে। বুদ্ধিমতী বিশাখা শ্রীরাধার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্তিমিত হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য ঈষৎ-হাস্য করিয়া কহিলেন,—"রাধে! নান্দীমুখী প্রভৃতি এবং গোপাঙ্গনাগণ। এমন কি সমগ্র গোকুলবাসী অপেক্ষাও এক মহাব্রত-কারিণী মহাভাগিনী আছেন।"

শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—"বল বিশাখে! কে সে গুণবতীর শিখামণি—কে সে রমণী?

ললিতা অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—"এই ভুবন মাঝে তুমি ভিন্ন এরূপ গুণ-বতী আর কে আছে!"

শ্রীরাধা সখীগণকে মৌনবতী দেখিয়া হর্ষবিহ্বলার ন্যায় ব্যগ্রভাবে কহি-লেন—"বুঝিয়াছি সখি! সত্যই বলিতেছ—

অতি সুভাগিনী, সরলা মুরলী,
তুলনা নাহিক তার।
জনমে জনমে, কত না স্বজনি!
করেছে সাধন সার॥
সেই পুণ্যোদয়ে, ভুবন ভরিয়া,
লভেছে অতুল মান।
শ্যামের অধর, অমিয় মাধুরী,
নিশিদিন করি পান॥
উন্মাদিয়া চিতে, গহন কেলিতে,
করিয়া মধুর ধ্বনি।
সমস্ত গোকুল, করেছে ব্যাকুল,
বড় গুণবতী ধনী॥"

ললিতা হাস্য করিয়া কহিলেন,—"সত্য বটে! মুরলী গৌরবর্ণা, উত্তম বংশোৎপন্না *, সারাহীনা †, মহা সরস মধুরা এবং সুমধুর কল-কাকলী দ্বারা ধীরগণের মনকেও তরলিত করে।"

ললিতা শ্লেষে মুরলীর প্রশংসাচ্ছলে শ্রীরাধিকারই প্রশংসা করিলেন। মুরলীকূজন দ্বারা যাঁহার ধীরমন চঞ্চল হইতেছে, "সারাহীনা মহাসরস মধুরা"—বা সা+রাহী=রাধা+নাম+হাসরসমধুরা—অর্থাৎ সেই কাঞ্চন গৌরী শ্রীরাধা সদ্বংশোদ্ভবা, সঙ্গীত-রসরসিকা এবং পরিহাসরস-মাধুর্য্য-বর্ষিণী।

শ্রীরাধা ললিতার শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কহিলেন—"কেন হাসিতেছ সখি! এই মন্দভাগিনী আপন প্রণয়িজনগণের প্রসাদে তাঁহার বদন-বিধু দুই তিনবার দর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উন্মাদিয়া মধুর-মাধুরী এক্ষণে আমার হৃদয়কে উন্মথিত করিয়া সকলই বিস্মরণ করিয়া দিতেছে। বিশেষ প্রণিধান দ্বারাও তাঁহার দর্শন দুর্ল্লভ।"

শ্রীরাধা নীরব হইলেন। কান্তবিশ্লেষ জনিত প্রবল ঔৎসুক্যে তাঁহার বাল হৃদয় ভরিয়া গেল। "আমি অভাগিনী, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভের যোগ্যা নহি" মনে মনে এই রূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া আত্ম-গরিমাকে বিসর্জ্জন দিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"প্রিয়সখি! এস আমরা বেণুকুলে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য তপস্যা করি। বেণুজন্মকে সামান্য ভাবিও না; জগতে যত প্রকার সুজন্ম আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বেণুজন্মকেই শ্রেষ্ঠবোধ করি; কেননা, এই মুরলী বহু তপস্যার ফলেই শ্রীগোবিন্দের বিম্বাধর-মধুরিমা দিবা-নিশি পান করিতেছে।"

এমন সময়ে সহসা বৃন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, ব্রজসীমন্তিনী-গণ কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠায় একবারে বিহ্বলা হইয়া গমন করিতেছেন—কোথায় কি জন্য যাইতেছেন স্মরণ নাই, বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিরোহিত। বৃন্দা ললিতার নিকটে গিয়া কহিলেন—"ললিতে! কেন কথাপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিতেছ? তোমরা যে ইন্দ্রধ্বজ বেদীর পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছ, জানিতে পারিতেছ না?"

বৃন্দার কথায় সকলেই চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সখি! সত্যই, তো! আমরা যে একেবারে গোবর্দ্ধনের পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িয়াছি।

---

* উত্তম বংশোৎপন্না—উত্তম বংশদণ্ডে নির্ম্মিতা। পক্ষে—সৎকুলোদ্ভবা।

† সারাহীনা—সার+অহীনা—অর্থাৎ সার বিশিষ্টা। পক্ষে—সঙ্গীতরস-রসিকা।

অতএব এস, এক্ষণে আমরা দক্ষিণ দিকে গোবিন্দকুণ্ড-তটবর্ত্তী পথের অনুসরণ করি।"

এই বলিয়া সকলেই সেই পথ ধরিয়া গোবিন্দকুণ্ড-তটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

॥ ২ ॥

শ্রীরাধামাধবের চিত্ত-বিনোদন জন্য বনদেবী বৃন্দা সমগ্র বনভূমি খানি ফুল-মুকুল-কিশলয়ে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মৃদু সমীরণ-হিল্লোলে ললিত লবঙ্গলতা দুলিতেছে। শাখায় শাখায় কুসুম ফুটিয়াছে—প্রবাহে প্রবাহে সৌরভ ছুটিতেছে। ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জন—কুঞ্জদ্বারে মধুসখা কোকিল-কুলের কলপদায়ত মধুরালাপ—বড়ই মধুর। ফলতঃ নবীন শ্যাম শোভায় বনভূমিখানি যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। সকলেই সানন্দে সেই অপূর্ব্ব বন-মাধুরী দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন। সহসা বৃন্দা নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"চম্পকলতে! দেখ দেখ। ভুবন-রচয়িতা বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনার্থ নিশ্চয়ই তদীয় প্রেয়সীবর্গের পরমাদ্ভুত মাধুর্য্য-কলাপ লইয়া শ্রীরাধাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

চম্পকলতা হাসিয়া কহিলেন,—"কেমন করিয়া বুঝিলে সখি!"

বৃন্দা বলিলেন—"দেখন: কেন, সর্ব্ব মাধুর্য্যের একত্র লাভ হেতুই তো শ্রীকৃষ্ণ অন্যনারী স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধাতেই রমণ করিয়া থাকেন।"

চম্পকলতা। সখি! সত্যই বলিয়াছ।

এ দিকে শ্রীরাধা রসিকমণি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ লালসায় অধীরা হইয়া চলিয়াছেন। আকাশে একখণ্ড নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে, শ্রীরাধা সেই নবঘনভঙ্গিমা দর্শন করিয়া কখন মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন—অঙ্গে পুলক-কদম্ব বিকসিত হইতেছে। কখন বা কোকিলের কল সঙ্গীতে কম্পিতা হইতেছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আহা! মানসগঙ্গার প্রফুল্ল কমলসমূহে অলিকুলের কলকাকলীর কি কোমলতা!"

শ্রীরাধার প্রমোদ বাক্য শ্রবণে বৃন্দার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ঈষৎ হসিত মুখকান্তি ও ইন্দীবর নয়নের অপাঙ্গভঙ্গীতে যেন স্পষ্টতঃই অভিলাষের ভাব প্রকাশিত হইল। কহিলেন—"গোকুলসুন্দরীগণ!

হেরলো সুমুখে কমল পুঞ্জে।
মত্ত মধুকর মধুর গুঞ্জে॥
কি সুন্দর পীত পরাগরাগ—।
রঞ্জিত দেহের উত্তর ভাগ॥
অনুক্ষণ চটুল ভ্রমণ করি।
কৌতুকে রোধিয়া মধুপ নারী॥
কল-কাকলীর ধৃষ্টতা সঙ্গে।
মস্তক কাঁপায়ে বিহরে রঙ্গে॥"

বৃন্দা এস্থলে পরাগরাগ মধুকর, ভ্রমর-রমণী নিরোধ এবং ধ্বনির ভ্রমর-বিলাস প্রসঙ্গে পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণী নিরোধ ও পরস্পর বাক্-কলহ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ লীলাবিলাসের সূচনা করিলেন। * শ্রীরাধা মুগ্ধমনে বৃন্দার এই কাব্যময়ী বাক্য-মাধুরী শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন—"বৃন্দা অবশ্যই কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিল।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বৃন্দে! প্রিয়সখি! এই কুসুমচারিণী ভ্রমরী সকল ধন্য!

দেখ, ইহারা ধর্ম্মকর্ম্মবিমূঢ় কীটজাতি হইয়াও কান্তের সহিত কেমন কমনীয় ক্রীড়া করিতেছে। আমরা সূর্য্যোপাসনা করি, তথাপি এরূপ মন্দভাগিনী যে দূর হইতেও আমাদের ক্ষণকাল প্রিয়তমের দর্শন লাভ ঘটেনা। সখিরে!—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
না পশিল আমার শ্রবণে।
এতএব এ শ্রবণ, রহে কেন অকারণ,
বধির হউক এই ক্ষণে॥
ভুবনমোহন ফাঁদ, কৃষ্ণের বদন চাঁদ,
যদি না হেরিল মোর আঁখি।
সে নয়নে কিবা কাজ, অন্ধ হোক পড়ি বাজ,
বৃথা কেন সে নয়ন রাখি॥ †

---

* ইহা নাট্যের প্রথম অঙ্গ উপন্যাস। প্রসঙ্গাধীন কার্য্যের কীর্ত্তনকে উপন্যাস কহে।

† এস্থলে নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্গ বিন্যাস কথিত হইল। বাক্যে আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের নাম বিন্যাস।

আকুল উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধার বাক্‌রোধ হইল। বদনশশী বিষাদ মেঘাঞ্চলে ঢাকিল। নয়ন-প্রান্ত হইতে মুক্তা-ফলের ন্যায় দুই চারিটি অশ্রুবিন্দু কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্রীরাধা গভীর নিরাশা-ব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অবনত মুখে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৃন্দা সোহাগভরে শ্রীরাধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—"সখি! রাধে! তুমি দিবানিশি দিব্য লীলা-বিহার করিয়া থাক, তথাপি কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া খেদ করিতেছ?"

শ্রীরাধার এমনই ভাবান্তর—বিপ্রলম্ভের প্রবল তাড়নায় তিনি এরূপ বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন,—বৃন্দার কথাগুলি কল্পিত প্রবোধ বাক্য মনে করিলেন, কোনই প্রত্যুত্তর দিলেন না। শ্রীরাধার এতাদৃশ ভাব-বৈজাত্য বুঝিতে পারিয়া ললিতা মনে মনে বলিলেন,—"ধন্য লীলা শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব! নিত্য নব সঙ্গমাদি রসপুষ্টি সাধিত হইতেছে, তথাপি শ্রীরাধার এরূপ আত্মবিস্মৃতি!" মৃদু হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—"রাধে! তোমাকে মন্থরা দেখিতেছি কেন?"

ললিতার কথা শুনিয়া বৃন্দা ভাবিলেন,—শ্রীরাধা ভারবহনশ্রমে কাতরা হইয়া এরূপ মৃদু গতিতে গমন করিতেছেন। শ্রীরাধার নিকটে গিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—"হৈয়ঙ্গবীন-মৃদুলে! তোমার মস্তকে একটি ফুটন্ত মল্লিকাফুল অর্পণ করিলে যখন ব্যথা পাও, তখন সেই মস্তকে কি প্রকারে এই হৈয়ঙ্গবীন-কলস বহন করিয়া যাইতেছ? সখি! মিনতি করি, উহা আমাকে প্রদান কর।"

শ্রীরাধা কহিলেন,—"সখি! কলসের ভার আমাকে মন্থরা করিতেছে না। আমি নিবারণ করিলেও দেখ, ললিতা জোর করিয়া আমাকে ভূষণ পরাইয়া দিয়াছে। এই ভূরি ভূষণ-ভারেই আমি মন্থরা হইয়াছি।"

বিপ্র-যজ্ঞে ঘৃতভার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, হৃদয়ে শ্রদ্ধাজনিত প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হেতু শ্রীরাধা এই গুরুভার বহনশ্রমকে তুচ্ছ বোধ করিলেন। গব্য ভার-শুল্কগ্রহণচ্ছলে প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভই তাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার পরাইবার কালে ললিতাকে নিবারণ করিয়া নিজ সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য সাধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রেম-মন্দাকিনী কিশোরীর মনের অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া বিশাখা কহিলেন,—"সখি! রাধে! ক্ষণকাল অবস্থিতি কর। আমি ভাগ করিয়া তোমার ভূষণ-ভার অবতরণ করি।"

এই বলিয়া বিশাখা যথাযোগ্য অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃন্দা কহিলেন,—"ললিতে! যখন নিরাভরণা শ্রীরাধার ভুবন-মোহিনী রূপমাধুরী দেখিয়া পদ্মা, তাদৃশ সৌন্দর্য্য নিজ সখী চন্দ্রাবলীর নাই বলিয়া লজ্জিতা হয়, তখন মণিময় ভূষণ-রচনা-প্রয়াসে প্রয়োজন কি সখি!"

শ্রীরাধা হৃষ্টচিত্তে মনে মনে হাসিয়া কহিলেন,—"বৃন্দে! শুনিয়াছি, যে সকল কুরঙ্গনয়নী রমণী এই যজ্ঞে হৈয়ঙ্গবীন উপহার দিবে, মুনিগণ তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গত ভূষণ প্রদান করিবেন।"

বৃন্দা কহিলেন,—"মুনিজন হইতে যে কেবল ভূষণসমূহেরই লাভ এমন নয়, হৈয়ঙ্গবীন বহিয়া লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে অভীষ্টেরও পূর্ণতা হইয়া থাকে। অতএব অভীষ্ট লাভের অন্তরায় বিনাশার্থ এই কামদ শৈলেন্দ্রতীর্থগণকে অঞ্জলি বন্ধন কর। ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

এই ব্রহ্মকুণ্ডাদি তীর্থস্থানে আপনাদের অভিলষণীয় কাম-বিলাস যে ভবিষ্যতে অতি দুর্লভ হইবে না, বৃন্দা কামদ শব্দে ইহাই সূচিত করিলেন। শ্রীরাধা প্রভৃতি মস্তকে কনক-পশরা ধারণ করিয়া আছেন, মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতে অশক্যা হইলেন, এই জন্য সকলেই অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। চম্পকলতা ঔৎসুক্য সহকারে চিত্রাকে কহিলেন,—"সখি! ঐ দেখ, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাণ্ড-ঘট-রচয়িতা পদ্মযোনি ব্রহ্মার কুণ্ড-মণ্ডিত গোবর্দ্ধন-সানু কেমন শোভা পাইতেছে।"

চিত্রা। সখি! এই স্থানেই ভক্তবৎসল হরিরায় নামক নারায়ণ মূর্ত্তি আছেন।

সকৌতুকে সকলেই গোবর্দ্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শৈলরাজের আশ্চর্য্য শিল্প-সৌষ্ঠব ও অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যের শতমুখে প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিলেন না। ভাবমুগ্ধা বৃন্দা কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—"দেখ দেখ! এই বহুল-শৃঙ্গ গোবর্দ্ধনগিরি বহুফণা বিশিষ্ট নাগরাজ অনন্ত অপেক্ষাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে! কারণ অংশরূপী নারায়ণ, অনন্তের বহিরঙ্গে একমাত্র চরণসেবিকা পদ্মার সহিত কেবল শয়নসুখ উপভোগ করেন, কিন্তু অঘনিসূদন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ইহার ক্রোড়দেশে, মস্তকে ও অভ্যন্তরে প্রেয়সী-বর্গের সহিত অদ্ভুত রতিলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন।"

বৃন্দার এই মনোহারিণী কথা শুনিয়া ললিতা শ্রীমতীর প্রতি হাস্যময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি-কৌমুদী যেন মধুরাব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ

করিল,—"সখি! আশ্বস্ত হও! অদ্য নিশ্চয়ই এই গিরিনিতম্বে রতিলীলা সংঘটিত হইবে।" ললিতা শ্রীরাধার নিরাশা-নিপীড়িত প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার নিমিত্ত অতীত প্রেম-বিলাস-স্মৃতি উদ্দীপন করিয়া কহিলেন,—"গৌরি! শ্রীগোবর্দ্ধনের নিবিড় শোভাশালী সুরভি শৈল-খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সখি! এই খানেই রসিক-শেখর উপবেশন করিয়া তোমার বক্ষোরুহে মৃগমদপঙ্ক দ্বারা বিচিত্র কেলিমকরী তিলক রচনা করিয়াছিলেন।"

অতএব "নাগররাজ অদ্যও সেইরূপ তিলক রচনা করিবেন," ললিতা বাক্-বৈদগ্ধ্যে এই সুন্দরভাব অভিব্যক্ত করিলেন। শ্রীরাধা সেভাব বুঝিতে পারিলেন,—অতীতের উন্মাদিনী স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল,—শ্রীরাধা সেইদিনকার রতিকলা প্রগল্‌ভতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ঈষৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। এই সময়ে চম্পকলতা নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সখি!—

চপলা বিলাসী জলধর কোলে
শোভিত বলাকা পাঁতি।
মন মোহনিয়া উথলিছে কিবা
দ্বিগুণ জলদ ভাতি॥
ওই দেখ চাহি সে চারু আভায়
ঝলকে উঠিছে হাসি—
গিরিবর-শিরে নীল মণ্ডপের
অতুলিত শোভারাশি॥"

চম্পকলতা আজ বিষম ভ্রমে পতিতা। গোবর্দ্ধন-শিখরে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও চিনিতে পারিলেন না। ভুবনমোহনের কমনীয় কান্তি যেন বিরহ স্ফূর্ত্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে, ভাবিতেছেন,—"আহা! কি সুন্দর! একখানি নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে।"—ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-বিলম্বি গুঞ্জাহারকে জলদক্রোড়ে বলাকাপংক্তি মনে করিতেছেন, পরিহিত পীতবসনকে চপলাবিলাস অনুভব করিতেছেন। ললিতা চম্পকলতার এরূপ ভাববৈচিত্র্য দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"পরিণামান্ধ প্রেমের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া প্রিয় সহচরী আজ বড়ই ভ্রমান্ধ হইয়াছে।" প্রকাশ্যে আনন্দের সহিত কহিলেন,—"চম্পকলতে! উহা গগন-সঞ্চারী সামান্য মেঘ নয়!—গোকুল-রমণীকুলের হৃদাকাশ-বিহারী শ্যাম-নবঘন! দেখ, উহার

কণ্ঠবিলম্বী বিস্তীর্ণ হার, কটীতটে পীতবসন গিরিকুঞ্জ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সখি! এইবার আমাদের মনোরথ-তরু কুসুমিত হইল।" *

এমন সময়ে শ্রীরাধার খঞ্জন নয়নের চঞ্চল দৃষ্টি সেই গিরিকুঞ্জ-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-ভুলান নবাম্বুদ-কান্তির প্রতি পতিত হইল। বিরহের উৎকট উৎকণ্ঠায় তাঁহার চিত্ত-বিভ্রম হইয়াছে;—সাক্ষাৎ শ্যামসুন্দরকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন,—অথচ অনুভব নাই। দেখিতে দেখিতে অবসাদে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ললিতার প্রতি করুণ-কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন,—"সখি! ঐ যে সম্মুখে গিরিশিখরে গৌরবর্ণ অম্বররুচি † অঙ্গীকার করিয়া ও ধৈর্য্যরূপ অন্ধকার ভেদ করিয়া ইন্দীবরনয়নাদিগের অমৃতনিধিস্বরূপ নয়ন-যুগল স্নিগ্ধ করিতেছে এবং চন্দ্রকিরণ যেমন বেণু-বৃক্ষে ‡ ঘুণ উৎপাদন করে, সেইরূপ এই জগৎ-বেণু-বৃক্ষে মদনের নিবিড় আবর্ত্তরূপ ঘুণঘটা আরোপিত করিয়া এ কোন্ চন্দ্র উদিত হইল সখি!"

বৃন্দা মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"সখি! রাধে! শ্রবণ কর। যাঁহার পরিসর হৃদয় গোপ-কুলাঙ্গনাগণের মদন-বেদনার উন্মাদন ব্রত প্রণয়ন করে, যাঁহার ভুজ-যুগল নিখিল ভুবনে মৃগলোচনাগণের বাঞ্ছিত মঙ্গল-প্রার্থনা অভিপূরণে সর্ব্বদা উদ্যত, সেই রসিকচূড়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদিত হইলেন।"

শ্রীরাধার ভ্রান্তিজাল ছিন্ন হইল, সংজ্ঞা ফিরিল। দেখিলেন সত্যই তো শ্রীকৃষ্ণ অতি নিকটে। শ্রীরাধা বিস্ময় বিস্ফারিত অনিমেষ দৃষ্টিতে প্রাণকান্তের প্রাণ-জুড়ান মোহন মূরতি খানি দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে তাঁহার নয়ন-চকোর মাতিয়া উঠিল। আনন্দবাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ প্রায়, জড়িতস্বরে কহিলেন,—"সখি রে!

ব্রজকুল নন্দন চান্দ হাম পেখনু
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গে রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পূরবহি এতহুঁ না হেরি॥

* এস্থলে নাট্যোক্ত তৃতীয় অঙ্গ বিরোধ কথিত হইল। ভ্রান্তি নাশের নাম বিরোধ।

† অম্বর=মেঘ, পক্ষে—বস্ত্র।

‡ বেণু-বৃক্ষে=বাঁশগাছে। "শুক্লপক্ষে বাঁশগাছে ঘুণ ধরে" ইতি লোক-প্রসিদ্ধি।

সজনি! কো ইহ মাধুরী অপার।
যো রস সিন্ধু— বিন্দু লব পুনঃপুনঃ
মঝু আঁখি পিবই না পার॥" (রাধামোহন)

আহা! যাহার একাঙ্গের মাধুরী-লব-আস্বাদন করিতে নয়ন-চকোর অবশ হইয়া পড়ে, সে নয়ন ঐ ভুবন-সুন্দর সর্ব্বাঙ্গশোভা কিরূপে আস্বাদন করিবে?"

কৃষ্ণানুরাগের এমনই বিচিত্র শক্তি, নিত্য অনুভূত বস্তুও অননুভূতের ন্যায় বোধ করায়। শ্রীরাধা ব্রজমোহনের মোহন-মাধুরী নিত্য নয়ন ভরিয়া পান করিতেছেন, তথাপি মনে এমন দারুণ উৎকণ্ঠা যে, "যদি হয় কোটি আঁখি,—তবে কৃষ্ণরূপ দেখি।" শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা অতৃপ্ত। অনিমেষ নয়নে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। সাত্ত্বিক বিকারে নবীন দেহ-লতিকা থরথর কাঁপিতেছে। অজ্ঞাত সারে নয়নপঙ্কজে আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিল। বৃন্দা পটাঞ্চলে শ্রীরাধার অশ্রুসিক্ত মুখকমল মুছাইয়া আশ্বাসিত করিলেন, কহিলেন,—"রাধে! তুমি যখনই সম্মুখে মাধবকে দেখিতে পাও, তখনই ইহাঁর অপূর্ব্বতা বলিয়া থাক, ইনি কি তোমার নিকট নিত্য নূতন অথবা রাগোন্মাদে তোমার নয়নদ্বয় এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইল?'

একে শ্রীগোবর্দ্ধন মদন-লীলার রঙ্গ ভূমি—তাহার উপর সহসা সম্মুখে জগন্মোহন মূর্ত্তি!—বালা-হৃদয়ে সে মাধুরী-কৌমুদী পূর্ণ বিভাসিত হইয়া উঠিল। শ্রীরাধা বিহ্বলার ন্যায় নীরবে ভাবিতে লাগিলেন,—কি ভাবিতেছেন, ভাবিয়া কূল করিতে পারিতেছেন না।

॥ ৩ ॥

"গিরিবর নিকটে, খেলত শ্যামসুন্দর,
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্যামল সানুতে উপবেশন করিয়া আছেন। নিকটে সুবল, অর্জ্জুন, মধুমঙ্গল প্রভৃতি সখাবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্য বড়ই অন্যমনস্ক, কখন উল্লাস, কখন উদাস, কখন উত্তেজনা, কখন অবসাদ ইত্যাদি নানাভাবের তরল-তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়কূলে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত হইতেছে। বৃন্দাবনের মাধুরীময়ী বনশোভা দেখিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা উদাস প্রাণে—উদাস নয়নে। তাঁহার চঞ্চলদৃষ্টি যেন অদূরে কি এক লুকান নিধির অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

এমন সময়ে পৌর্ণমাসী দেবীর আদেশে নান্দীমুখী আসিয়া শ্রীরাধার

আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়খানি শ্রীরাধার প্রগাঢ় অনুরাগে কূলে কূলে পূর্ণ ছিল, এক্ষণে নান্দীর কথায় তাহা প্রবল-প্রবাহে উছলিয়া পড়িল। বদন-কমলে প্রফুল্লতার মৃদুহাসি অভিরঞ্জিত হইল। ব্যগ্র-ভাবে কহিলেন,—"কই নান্দি! সেই ভুবনমোহিনী শ্রীমতী কই?"

নান্দীমুখী অনতিদূরে গোবর্দ্ধন পথে শ্রীরাধাকে দেখাইলেন। শ্রীমতীর রূপমাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-চকোর বিভোর হইল, শত চেষ্টাতেও সে লোলুপ-নয়ন অন্যদিকে ফিরাইতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হেমকান্তিকলিত সুষমারাশি একদৃষ্টে দেখিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন—

"অপরূপ পেখনু রামা।
কনক লতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি হারা।
কামকম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥" (বিদ্যাপতি)

উৎকট উল্লাসভরে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। মনে করিতেছেন,—"শ্রীরাধাকে অনেকবার দেখিয়াছি, এমন অসামান্যা মাধুরীময়ী কখন তো দেখি নাই। ইনিই কি আমার প্রিয়তমা শ্রীমতী,—না অন্যকোন রমণী হইবেন!" শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে এই সন্দিগ্ধ ভাব সম্বরণ করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—"অহো! গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তিনী রমণীটি কে? ইনি যে আমার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া, বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কর্ণ-শোভিত কুণ্ডলমণি-শিলায় কটাক্ষবাণ শাণিত করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া আরও একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া সোৎকণ্ঠে কহিলেন—"ঐ যে আবার ভ্রূ-ধনুর কম্পনে এই বনমধ্যে বলপূর্ব্বক আমার ধৈর্য্যধন অপহরণ করিবার সূচনা করিতেছেন! আমি সকল ভুবনের ধৈর্য্য-সর্ব্বস্বহারী হইলেও, ইনি যে আমাকে স্বীয়

বিভ্রম * দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিতেছেন। বাণ-সন্ধানের উপক্রমেই যখন এরূপ-ভাব, না জানি বাণ বিদ্ধ করিলে তখন কি হইবে।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিনিবেশপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার বিমল বদন-বিধু-মাধুরী যতই পান করিতেছেন,—ততই তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। স্বয়ং শ্রীরাধাই এই ব্রতচারিণীর বেশে আসিয়াছেন; নতুবা চিত্তবৃত্তি এত দ্রবীভূতা হইবে কেন? এই নিরূপণ সত্য বোধ করিয়া কহিলেন "হায়! কিরূপে এই প্রিয়তমা আমার হৃদয়-বিটঙ্কের † ভূষণস্বরূপ কপোতী হইলেন!"

এই বলিয়া নান্দীকে অভিনন্দনা করিয়া পুনরায় সানন্দে কহিলেন—

"তার-শ্রিয়া মূৰ্চ্ছিত বল্গুরাগা
বিস্তারয়ন্তি শ্রুতিপালিভূষাম্।
কলাঞ্চিতা হন্ত ময়োপলব্ধা
স্বরাধিকেয়ং পরিবাদিনীব॥"

কি আশ্চর্য্য! যিনি তার-শ্রী অর্থাৎ মুক্তাহার শোভায় স্বীয় অনুরাগ বৰ্দ্ধিত করিয়া কিংবা তার অর্থাৎ নয়ন কনীনিকা কান্তিতে স্বীয় শোভন অনুরাগের সূচনা করিয়া কর্ণলতাগ্রে দ্বাবিংশতি প্রকার অলঙ্কার-শোভা বিস্তার করিতেছেন, সেই চতুঃষষ্টি কলাবতী স্বরাধিকা অর্থাৎ আমার প্রাণকান্তা শ্রীরাধিকাকে আমি অদ্য পরিবাদিনীর ‡ ন্যায় প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে শ্রীরাধাকে পরিবাদিনী অর্থাৎ সপ্ততন্ত্রীবীণার সহিত তুলনা করিয়া অর্থান্তর সূচিত করিয়াছেন। যথা—যিনি তার-শ্রী অর্থাৎ উচ্চশব্দমাধুরী দ্বারা বসন্তাদি মনোহর রাগকে একবিংশতি মূর্চ্ছনায় উন্নীত করিয়া সুমধুর কলশব্দে কর্ণপ্রদেশের অলঙ্কার বিস্তার করেন। সেই স্বরাধিকা (স্বর+অধিকা) অর্থাৎ ষড়জাদি স্বরে অধিকা (শ্রেষ্ঠা) সপ্ততন্ত্রী বীণার ন্যায় ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলাম।

নান্দীমুখী গোপিকাগণকে অতি নিকটে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"গোকুলানন্দ! এই গোপিকা সকল আমাকে পাছে তোমাদের পার্শ্বে দেখিতে পায়, সেই জন্য আমি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করি।"

---

* বিভ্রম—হারমাল্যাদি ভূষণস্থান বিপর্য্যয়কে বিভ্রম কহে।

† বিটঙ্ক—পায়রার খোপ।

‡ পরিবাদিনী—পরিবাদ-(নিন্দা) কারিণী, পক্ষে—সপ্ততন্ত্রী বীণা।

এই বলিয়া নান্দী অদূরে শ্যামল তরুর নিবিড় অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে পুলকিত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত প্রিয় সখাগণকে কহিলেন,—"ওহে সখাবৃন্দ! তোমরা শীঘ্র মহাঘট্টের অধিকার সূচক শৃঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি কর। আমিও বিম্বাধরে বংশী অর্পণ করি।"

সকলে তাহাই করিলেন। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণও বংশীরন্ধ্রে করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বংশীমুখে ফুংকার দিলেন। বংশী বাজিল। দিগন্তে দিগন্তে কলপদামৃত স্বরলহরী তুলিয়া—স্থাবর জঙ্গমকে এক অপূর্ব্বভাবে বিমোহিত করিয়া মোহনিয়ার মোহন বাঁশী বাজিল। সে মুরলীরবের অমিয় লহরীতে চরাচর ডুবিয়া গেল। এই সর্ব্বচিত্তহারী বেণুরব ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদ করিয়া পাতালে বলীরাজকেও মুগ্ধ করিল এবং স্বর্গে দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কুলকেও বিঘূর্ণিত ও বিহ্বল করিল। অমরার নন্দন-কাননে দেববালাগণ কুসুম চয়ন করিতেছেন—সহসা মুরলীধারীর মুরলীরব-লহরী তাঁহাদের কর্ণে পশিল, অমনি চিত্ত-হারাইলেন—শ্লথ-করকমল হইতে চয়িত কুসুমরাজি শ্রীকৃষ্ণের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

আবার——

"অথির যমুনা উজান বহই,
মীন ভাসি মুখ চায়।
পাষাণ দরবিত তরুয়া পুলকিত
বাছুরী স্তন না পিয়ায়॥"

বিষামৃত বিমিশ্র মুরলীরব লহরে লহরে সুশীলা ব্রজললনা-কুলের কোমল হৃদয় কম্পিত করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ কণ্টকিত—নয়ন অশ্রু-ভারাকুল—অঙ্গ গ্রন্থি শিথিল হইতেছে, মস্তক ঘুরিয়া পড়িতেছে। সকলেই অবশাঙ্গে তরুশাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বৃন্দা মনে মনে কহিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের বেণু-বৈভবে প্রেমোন্মাদিনী হইয়া গোপাঙ্গনা সকল যে এরূপ বিহ্বলা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?"

এই বলিয়া চারিদিক্ অবলোকনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন।—

বাঁশরীর স্বর অমিয় নিঝর,
সকল রসের খনি।
তরু লতাদির হরষ বিধানে
যেন মৃতসঞ্জীবনী॥

কি বিচিত্র মরি! মুরলী কূজন।
পিক-কল-কুহু— বেদ পারায়ণে (১)
যেন সন্ধ্যা গরজন॥
গোপিকাকুলের হৃদয় মাঝারে
জ্বলে যেই কামানল।
সে অনল-শিখা অনিল স্বরূপে
করে যেন সমুজ্জ্বল॥
রাধা সুন্দরীর ধৈর্য্য-গিরিবরে,
দলিয়া অশনি প্রায়।
ব্রজ-বিনোদের বিনোদ বাঁশরী
ললিত পঞ্চমে গায়॥ * *

বংশীবদন বিম্বাধর হইতে বংশী অপসারিত করিলেন; তথাপি সেই মধুর বংশীরব-লহরী দিগন্ত মুখরিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে স্তরে আনন্দধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ যাঁহার আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেই সুকুমারী শ্রীরাধা সৌন্দর্য্যছটায় বনভূমি আলোকিত করিয়া দানঘাটের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চরণবিলম্বি কনক-কিঙ্কিণীর করুণ নিক্কণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া প্রাণের মাঝে এক তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার করিল। শ্রীকৃষ্ণ আকুল নয়নে তাঁহার প্রতি বিলোল দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন—শ্রীরাধার নবোদ্ভিন্ন যৌবনশ্রীতে আর কোমল মাধুর্য্যে এক অপূর্ব্ব মিলন মাধুরী বিকশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাব-বিমুগ্ধ জড়িতকণ্ঠে বলিলেন,—"মরি! মরি!! শ্রীরাধার নবরাঙ্গে কৈশোর অদ্য কন্দর্প-বান্ধব যৌবনের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেছে— যেন যৌবনের প্রবলতায় কৈশোর নিঃসহায় হইয়া আত্মরক্ষার জন্য যৌবনকে নিজের অধিকার প্রদানে অভিলাষ করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্তনয়নে শ্রীরাধার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—যেন কনক লতা অবলম্বন করিয়া অকলঙ্ক শারদ চন্দ্রমার উদয়! তাহাতে আরক্ত কপোল-তল, ফুল্ল গোলাপী অধরৌষ্ঠ, আয়ত নয়নের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি আর সেই লাবণ্য-

(১) বেদপারায়ণ—নিয়ম পূর্ব্বক বেদ পাঠান্তে। * * দুইটী তারকা চিহ্নিত কবিতা গুলি গ্রন্থকারের স্বকৃত।

মাখান ভাব একত্র অতি সুন্দর!—অতি মনোহর!! শ্রীকৃষ্ণের অবাধ্য নয়ন আর ফিরিল না। বিহ্বল চিত্তে বলিলেন—"আহা! শ্রীরাধার প্রফুল্ল বদন-কমল যেন উদাত্ত (১) পরিহাস বাক্যের সহিত সখ্যবিধানের অভিলাষ করিতেছে, নয়নদ্বয় কুটিল অপাঙ্গের সহিত মৈত্রীলাভের বাসনা করিতেছে এবং চরণ-যুগলও যেন সহসা চপলতা ছাড়িয়া লীলানিবন্ধন মন্দগতির সহিত সঙ্গবিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

বিদগ্ধরাজের এই সরস রসিকতা শ্রীরাধা শ্রবণ করিলেন না। অন্য দিকে বদন ফিরাইয়া বলিলেন—"গিরিশিখরস্থ এই অরণ্যধূর্ত্ত ভুবনবাসিনী যুবতী-দিগের নয়নভৃঙ্গকে আপনার নীলেন্দীবরনিন্দি অঙ্গমাধুরী আস্বাদন করাইয়া এবং মত্তকরিশিশু অপেক্ষাও অদ্ভুতলীলাতরঙ্গ বিস্তার করিয়া আমার ধৈর্য্য অপহরণ করিল।"

শ্রীকৃষ্ণ উৎসুকনেত্রে শ্রীরাধার অলৌকিক রূপ-সম্ভার দেখিতে দেখিতে অধৈর্য্য হইলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে—শ্রীমতীর মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি সেইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নিদাঘের তৃষাতুর চাতক যেমন নবঘনের প্রতি চাহিয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ রাধার প্রতি আকুল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। আনন্দাতিশয্যে পুলকিত হইয়া বলিলেন—

"উয়ল প্রেমরঙ্গিণী সঙ্গিনী আগে।
কত না যতনে রতন হার আরোপি,
পীন পয়োধর যুগে॥
চাঁচর চিকুর "বাল" নামে বেকত
চূড়ামণি দিছে তায়।
কুরঙ্গ নয়নে উজর কাজর রেখা
শ্রুতি পরশি শোভা পায়।
সো আঁখি যুগল দেখ পরকাশি
সারল্য তেজল দূরে।
সুকুটিল ভাব অবলম্বি,—ভঙ্গিম
অপাঙ্গ সন্ধান পূরে॥" * *

(১) উদাত্ত—কৃপা, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যাদি গুণময়। পক্ষে উচ্চ স্বরগ্রাম বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতেই শ্রীরাধার কুটিল কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া সাত্ত্বিক ভাবাবেশে স্তম্ভিত হইলেন। আয়ত আঁখি নিমীলিত হইয়া আসিল—যেন ভুবনমোহিনীর অতুল মাধুর্য্য-সুধাপানে বিভোর হইয়া নয়ন-চকোর অবশ হইয়া পড়িল। শ্রীরাধার দশাও তাই। উভয়ের মাধুর্য্য-রসায়ন পানে উভয়েই পুলকিতাঙ্গ—

"দূর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন
বহতহি আনন্দনীর।
আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁজন
বহুক্ষণে ভৈগেল থির ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। তখন ললিতা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আড়াল করিয়া বলিলেন—"রাধে! এই যে ব্যক্তি গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে দেখিতেছ, উহার উদ্দেশ্য ভাল বোধ হইতেছে না।"

রাধা। কেমন করিয়া জানিলে সখি!

ললিতা। ভাবে বোধ হইতেছে, ইনি বলেছলে কোন স্বার্থসাধনের অভিসন্ধিতে আসিতেছেন।

রাধা। তবে এখন উপায়?

ললিতা। চল সখি! ইহাঁকে আমরা না দেখার মত চুপিচুপি চলিয়া যাই; নতুবা এ ব্যক্তি নিজের অবজ্ঞা বোধে আমাদিগকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিবে।"

এই বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা কহিলেন—"সখি! একটু ধীরে চল।

ললিতা। কেন?

রাধা। দেখিতেছ না, স্ফুটিত শিলাখণ্ডে গিরিতট বন্ধুর হইয়া রহিয়াছে।

এই বলিয়া ললিতা ও শ্রীমতী গমনপথে দৃষ্টিনিহিত রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘট্টচত্বরনাথ তো আর যেমন তেমন দানী নহেন—মহাদানী-মহারাজ। তিনি বিনা শুল্কে তাঁহাদিগকে ছাড়িবেন কেন? সুবলকে বলিলেন—দেখ! সখে! এই রমণীগণ নূপুরশিঞ্জন সহকারে মধুরালাপ করিতে করিতে গর্ব্বভরে আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছে; অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র উহাদিগকে ফিরাইয়া আন।"

সুবল বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, আপনি মহাদানী-মহারাজ, আপনার সম্মুখে বাদিত্রবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছে; ইহা তো মহাগর্ব্বেরই পরিচায়ক।

এই বলিয়া সুবল অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া ব্রজদেবীদের নিকটে গিয়া বলিলেন—"তোমরা—

বাহুনাড়া দিয়ে যাও দানীপানে নাহি চাও
এত না গরব কার বোলে।" পদকল্পতরু।

এখন দাঁড়াও গো দাঁড়াও!!

ব্রজলক্ষ্মীগণ এই ধৃষ্টতামণ্ডিত বাক্য অবহেলা করিয়া "না শুনার" মত ভাবে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সুবল ত্বরিতপদসঞ্চারে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—"ওগো ভাবিনীগণ! আর আত্মমাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইবে না। এখন ফির গো ফির।

অভিমানিনী ব্রজদুলালীগণ ইহাতে যেন অপমানিতা হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন—"ওহে ক্রূরভাষিন্! কেন তুমি আমাদিগকে অনর্থক নিবৃত্ত করিতেছ?"

সগর্ব্বে মস্তকান্দোলন করিয়া সুবল কহিলেন—"তোমরা ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া আগে এ মহাঘট্টদানীন্দ্রকে প্রণাম কর। কেন তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিতেছি পরে তাহার উত্তর দেওয়া যাবে।"

বিশাখা দেখিলেন ইঁহারা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তখন মনেমনে এক যুক্তি স্থির করিলেন। বিম্বাধরে হাসির ক্ষীণলহরী তুলিয়া বলিলেন—"ওহে! বল্লবেন্দ্রনন্দন যে আমাদের বন্দনার যোগ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবে ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, আমরা অলৌকিক যজ্ঞের হৈয়ঙ্গবীনবহন-ব্রত ধারণ করিয়াছি, এখন আমাদিগকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই। (১)

অর্জ্জুন। বিশাখে! আমাদের বৃন্দাবনভূদেব মহাদানীন্দ্রও সম্প্রতি এক ব্রতারম্ভ করিয়াছেন। অতএব ব্রতধারিণীগণ ব্রতধারীকে প্রণাম করিলে কোন দোষ হয় না।

ললিতা। সে কিরূপ ব্রত?

(১) এস্থলে নাট্যের চতুর্থ অঙ্গ সাধ্বস প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথ্যা কথনের নাম সাধ্বস।

শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাসিয়া বলিলেন—"আমার মহাব্রত—

নিত্যমবলার্ব্বুদদ্বিজবসনদানং মহাব্রতম্।" (১)

শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যের সরল তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বস্ত্রাদি অর্জ্জনে অক্ষম এমন অর্ব্বুদ (দশকোটী) সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বসন দানই আমার মহাব্রত। রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব এরূপ নহে। তাঁহার এই রহস্যময় বাক্যের গূঢ়ার্থ এই যে, অর্ব্বুদ সংখ্যক অবলার ওষ্ঠাধর খণ্ডনই আমার মহাব্রত।"

সুচতুরা ললিতা এই বক্রতাৎপর্য্যের অর্থবোধ করিয়া যেন কিছু লজ্জিতা হইলেন। সস্মিত পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"এরূপ ঘট্টাধিকারিত্ব উপযুক্তই হইয়াছে। কেননা ঈদৃশ মহাপদবীতে আরোহণ ব্যতীত এরূপ মহাব্রত রক্ষা করাই দুষ্কর।

পুরমাঝে ভব্যজনসমাজে দশকোটি পরাঙ্গনাধর্ষণ তো সহজ ব্যাপার নয়! তাই এই ঘট্টচত্বরে আসিয়া মহাদানীন্দ্র সাজিয়া স্বীয় মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের শুভ অবসর অন্বেষণ করিতেছেন। ললিতা ললিত বাক্‌চাতুর্য্যে এই মধুর ভাব পরিব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে ভাব বুঝিলেন। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন "অধর খণ্ডন" শ্রবণে শ্রীরাধার স্মরবিকার বিকশিত হইয়াছে। সঙ্গিনী সখীগণকে তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য এক কৌশলের অবতারণা করিলেন। নিকটে বয়স্য মধুমঙ্গল দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দিকে চটুল নেত্রভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি সখে! কেন মুহুর্ম্মুহু স্বেদবিন্দু নির্গলিত হইয়া শ্রীরাধার স্বর্ণপদক অভিষিক্ত করিতেছে? কেনই বা নিবাত নিষ্কম্পা কনকলতিকার ন্যায় স্তম্ভিতা হইয়া রহিয়াছে? সঙ্গে পাঁচ জন সহচরী রহিয়াছে, তথাপি কেন কুঞ্চিতলোচনা হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছে?

ঔৎসুক্য উদয় হেতু শ্রীরাধার এরূপ জড়িমা দশা উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে প্রকাশ করিলেন যে, শ্রীরাধা ভয় প্রযুক্তই এরূপ স্তম্ভিতা হইয়াছেন। লজ্জায় নয়নযুগল কুঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ করিলেন যেন শ্রীরাধা ভীতা হইয়াই এরূপ কুঞ্চিতলোচনা হইয়াছেন। সরলচিত্ত মধু শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাস্যের সরল তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধা

---

(১) দ্বিজবসন—দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠাধর। দান—খণ্ডন।

বাস্তবিকই ভয় পাইয়াছেন। ভাবিলেন—শ্রীরাধা মহাদানীন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়া বহুদ্রব্য লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন। তাই শ্রীরাধাতে এরূপ চোরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাবিয়া মধু শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে যেন কোন নিভৃত কথা বলিবার ভান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ওহে প্রিয়বয়স্য! তোমার সৌভাগ্য বাড়িতেছে; দেখিতেছ না, গর্ব্বিতা সখিগণ সঙ্গে রহিয়াছে, তথাপি শ্রীরাধা (চোরের ন্যায়) ভয়ে স্তম্ভিতা হইলেন।"

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া মৃদু হাসিলেন, কহিলেন—"ওহে পুরুষকুঞ্জর! তোমার মধ্যভাগ সিংহের ন্যায়, ক্রোড়দেশ বরাহের ন্যায় পীবর ও কঠিন, বাহুযুগল ভুজঙ্গ সদৃশ; নয়ন ব্যাঘ্রবৎ কুটিল, অতএব এই ভীরুস্বভাবা হরিণাক্ষী ঐ সকল দেখিয়া যে শঙ্কিতা হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?"

ললিতা বৃন্দার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, ললিতাপালিত গোপালিকাগণের কর্ণকুহরে "ভয়" শব্দ কস্মিন্‌কালেও প্রবেশ করে নাই। তখন এই গোকুলরক্ষণব্রত রাজকুমারের সমক্ষে আমাদের কিসের ভয়?

ললিতার শ্লাঘাময় বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, বহুবিধ ভূষণ পরিধান করিয়াই ললিতার এত গর্ব্ব! আমি স্বহস্তে ঐ সকল ভূষণ-সম্ভার উন্মোচন করিয়া অদ্য ঐ গর্ব্ব খণ্ডন করিব। ললিতার ললামাঙ্গ শ্রীরাধাদির ধ্বজভূত। আমি শুল্কগ্রহণ উদ্দেশ্যে অদ্য উহার এই প্রধানাঙ্গ বিধর্ষণ করিব। প্রকাশ্যে কহিলেন "ললামাঙ্গি ললিতে! বেশ বলিয়াছ। এক্ষণে সখীগণের সহিত শ্রীরাধাকে এই পাণ্ডুর শিলাখণ্ডে উপবেশন করাও"

ললিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয়মধুর বাক্যে কহিলেন—"গোকুল যুবরাজ! ঐ দেখ তপনদেব গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করিতেছেন। অতএব আমাদিগকে শীঘ্র যজ্ঞমণ্ডপে যাইতে হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দীবরনিন্দি বিলোল নয়ন আঘূর্ণিত করিয়া মধুমঙ্গলকে সঙ্কেত করিলেন। মধু সরসবাক্যে কহিলেন—"ললিতে! তোমরা যখন সঙ্গব সময়ে * আসিয়াছ তখন তোমাদের নিকট হইতে শুল্কগ্রহণ করা বিধেয় নহে। কিন্তু হৈয়ঙ্গবীন বহন করিয়া তোমাদের মধ্যদেশ বক্র হইয়াছে, অতএব এই ঘট্ট-

* সঙ্গব সময়ে—প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত।

চত্বরে আসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম কর। আর দানীন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ তজ্জন্য সম্মতিপূর্ব্বক কিছু প্রদান করিয়া যথাসুখে প্রস্থান কর।"

বিশাখা। অহো! গোবর্দ্ধনে দানঘাট ইহা তো পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

কৃষ্ণ। বিশাখে! যথার্থই বলিয়াছ। তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ কিরূপে দেখিবে; যেহেতু অদ্যাপি দেখিয়াও দেখিতেছ না।

ললিতা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িবেন না। সখীগণের সহিত পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন—"প্রথমে মধুর সম্ভাষা করিয়া দেখা যাউক।"

"বেশ বলেছ সখি!" এই বলিয়া সকল সখীগণই ললিতার কথায় সায় দিলেন।

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পকোটিনিন্দিত ভুবনমোহন রূপ ক্ষণমাত্র দর্শন করিলে যাঁহারা আনন্দাবেশে বিহ্বলা হইয়া পড়েন, সেই কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপীগণের আজ একি ভাব? তাঁহারা হৃদয়-নিধি শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও ছাড়িয়া যাইবার জন্য বারম্বার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আহা! প্রেমে বাম্যভাব বড়ই বিচিত্র; বড়ই মধুর। পরিণামান্ধ প্রেমের গতি স্বভাবতঃই এরূপ কুটিলা।

ললিতা মরালমন্থর গমনে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গিয়া প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—"গোকুলানন্দ! আমরা একগ্রামে বাস করি এবং আমাদের স্বভাবও বিশুদ্ধ। আমাদের প্রতি আপনার ন্যায় সুযশস্বী সাধুশিরোমণি ব্যক্তির প্রতিকূল আচরণ উপযুক্ত কি? অতএব শীঘ্র অনুমতি প্রদান কর।"

শ্রীকৃষ্ণ ললিতার প্রীতিমাখা কথা শুনিয়া যেন করুণায় গলিয়া গেলেন। মধুর বাক্যে কহিলেন—"সুকুমারি! তোমার অঙ্গমাধুর্য্য যেমন সুকুমার তোমার বাক্যমাধুরীও তেমনি সুসঙ্গত। কিন্তু কি করিব, সম্প্রতি নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দুরন্তশাসন অটবীচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক আমি এই ঘোর ঘট্টকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি।' কিছু করিবার শক্তি নাই। আমি অস্বতন্ত্র।"

বিশাখা আগ্রহ সহকারে কহিলেন—"তবে কি কংস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছ?

শ্রীকৃষ্ণ। না না?

বিশাখা। তবে কে?

শ্রীকৃষ্ণ। "যাঁহার ক্রীড়া-কটাক্ষচ্ছটায় কংসাদি নিধূত হইয়াছে, সেই মহামন্মথ কর্ত্তৃক।

ললিতা আশ্চর্য্যে চমকিতা হইয়া বলিলেন—"কই, কোথায় তো মহা-মন্মথের নাম শুনি নাই।

মধুমঙ্গল "হী হী" রবে বিকট হাস্য করিলেন। বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! ইহারা মহামন্মথের নাম শুনে নাই। মহাকটকে প্রমদমঞ্জরী নামে যাহার রাজধানী, মধুমুখ, মহাবল, বিজয় প্রমুখ যাঁহার অমাত্যবর, উত্তমারামাবলী * যাঁহার বিহারপদ তিনিই মহামন্মথ চক্রবর্ত্তী।

মহাকটকে অর্থাৎ গোবর্দ্ধনগিরিনিতম্বে মধুমঙ্গল, সুবল ও বিজয়াদি যাঁহার অমাত্যবর্গ উত্তমা রমণীগণ যাঁহার বিহারাস্পদ, পরিহাসপটু মধু শ্লেষে সেই কন্দর্পকোটীমোহন শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিলেন।

রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ মধুর সেই রঙ্গিল বচনকে আরও একটু রঞ্জিত করিয়া বলিলেন—"অধিক আর কি বলিব, এই সকল কুরঙ্গ ভৃঙ্গ কোকিলাদিও যাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর দূতের কার্য্য করিতেছে।"

চম্পকলতা উচ্চহাস্য করিলেন; কহিলেন—ললিতে! এই ব্রজেন্দ্রনন্দন দান অপহরণ করিলেও ইহার সহিত বিরোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

ললিতা। কেন সখি?

চম্পকলতা। চোরচক্রবর্ত্তীর অনুচরগণ চারিদিকেই বিচরণ করিতেছে; সুতরাং বিপদের আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ললিতে! চম্পকলতাদি নীতি-অনভিজ্ঞা, উহাদের সহিত আর কি কথা কহিব? তুমি নীতি জান, একারণ তুমিই ঘৃতের পশরা সকল নামাইয়া শুল্ক নির্দ্ধারণ কর।"

বিশাখা। মোহন! ঘট্টপ্রাঙ্গণে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব করাও কুলাঙ্গনা-গণের পক্ষে বিড়ম্বনাজনক।

চিত্রা সরলভাবে বলিলেন—"গোকুলানন্দ! আমরা শুনিয়াছি ঘট্টাঙ্গনে কপর্দ্দক মাত্র শুল্ক প্রদান করিলেও যজ্ঞীয় ঘৃত অশুদ্ধ হইয়া যায়; নতুবা পঞ্চতাম্রিকা দানে আমরা কাতর নহি।

প্রত্যুৎপন্নমতি চতুরা ললিতা ভাবিলেন, ঘট্টশুল্কের জন্য বলপূর্ব্বক ঘটা-বতরণ অপেক্ষা বিশ্রাম করিবার অভিলাষে স্বয়ং ঘটাবতরণ করাই সমীচীন।

* উত্তমারামাবলী—উত্তমা+আরামাবলী—উপবনশ্রেণী। পক্ষে—উত্তমা+রামাবলী অর্থাৎ দিব্যাঙ্গনাগণ।

কহিলেন—"সখি রাধে! তুমি ঘৃতভার বহন করিয়া বড় ব্যথিতা হইয়াছ। অতএব কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্ম এখানে পসরা নামাও।'

ললিতার কথা শুনিয়া সকলেই ঘৃতের পসরা নামাইলেন। কেহবা শিলা-তলে উপবেশন করিলেন, কেহবা নিকটে লতাকুঞ্জ হইতে দুই একটী ফুল্লকুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

॥ ১ ॥

"দেখ সখি! অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম বিলাস— রসায়ন পিবইতে
দুহুঁ জনে পুলকিত অঙ্গ॥" পঃ কঃ তঃ।

রবি-রথ গগনের মধ্যপথে—প্রখর কর-জালে গিরিতট উত্তপ্ত হইয়াছে। ধেনুপাল তরুর শীতল ছায়ায় গিয়া বিশ্রাম করিতেছে। কোকিলকুল রসা-লের নবপল্লবান্তরালে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া কুহুতানে গগন মাতাইতেছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া মলয়ানিল বহিতেছে, লতাকুঞ্জ ধীরে ধীরে নাচিতেছে। ফুলে ফুলে ভ্রমর সকল গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। ময়ূরদম্পতি তরু-শাখায় বসিয়া চঞ্চুপুটে পক্ষ কণ্ডূয়ন করিতেছে। ব্রজবালাগণ সেই তরুছায়া-বিমণ্ডিত সুশীতল লতাকুঞ্জে শিলাপটে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। যাঁহার জন্য এত আগ্রহ—এত উৎকণ্ঠা সেই ভুবনমোহিনী শ্রীরাধা অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্তনয়নে তাঁহার রূপমাধুরী দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে উৎকট উল্লাসভরে প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইল। ভাবিতেছেন—আহা! কি চমৎকার রূপরাশি!—

"ধনি বনি রূপ নিরূপমা।
বিজুরী ঝলকে অঙ্গ লাবণি অমিয়াভঙ্গ,
যে কহয়ে নহে সেহ সমা॥" পঃ কঃ তঃ।

শ্রীরাধাও ললিতার পৃষ্ঠান্তরালে থাকিয়া একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের নবীন তমাল-শ্যামল রূপখানি দেখিতেছেন। যতই দেখিতেছেন ততই বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিতে-ছেন—"মরি! মরি! কি ভুবনমোহন রূপ!—

"বরণ চিকণ কালা, তাহে শোভে বনমালা,
পীতাম্বর পরিধান করি।
কিবা সে মুরতি খানি, অপরূপ লাবণি
কালা নহে জগমনোহারি ॥" পঃ কঃ তঃ।

উভয়েরই চটুল নয়নভঙ্গী উভয়ের মনোভাব পরিব্যক্ত করিল। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে সুবলকে ডাকিয়া কহিলেন—"সখে! এই ললিতা তোমার বন্ধুলোক, অদ্য দান-ঘাটের প্রথম অতিথি হইয়াছেন। অতএব পাঁচটি মনোহর তাম্বুলবীটিকা প্রদাম করিয়া ইহাঁর সম্মান করা কর্ত্তব্য।"

সুবল রত্নময় তাম্বুলসম্পুট উদ্‌ঘাটন করিয়া পাঁচটি তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিলেন। ললিতাকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—"ললিতে! তাম্বুল গ্রহণ কর।"

ললিতা তাম্বুল গ্রহণ করিলেন না। সুবল তাঁহার সম্মুখে তাম্বুলপাত্র রাখিলেন। তদ্দর্শনে বিশাখা কহিলেন—"সুবল! আমরা ব্রতচারিণী, তাম্বুলের প্রয়োজন নাই।"

সুবল ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন। তদ্দর্শনে ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কি সুবল! আমার মুখের পানে চাহিয়া কেন? সম্মতি নির্দ্ধারণ করিতেছ নাকি?"

সুবল যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। কহিলেন—"হাঁ, একরূপ তাই বটে।"

ললিতা। শুনা গিয়াছে, ঘট্টপালেরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় মোহকারী ঠক্ বটীকা পানের মধ্যে করিয়া পথিককে প্রয়োগ করে। এই জন্যই বিশাখা আমার উপর রাগ করিয়া বলিল, আমাদের নাগবল্লীপল্লবের প্রয়োজন নাই।"

সুবল। বিশাখা তোমার উপর রাগ করিল কেন?

ললিতা। আমার আশ্বাসেই সকলে এই পথে আসিয়াছে। তাহাতে এই বিভ্রাট। সেই জন্য অবিশ্বাসিনী বিশাখা আমার প্রতি রাগান্বিতা হইয়াই এই কথা বলিল।

তখন মধুমঙ্গল বিক্রূপব্যঞ্জক হাস্য করিয়া বলিলেন—"ওগো ললিতে! তোমাদের ওষ্ঠরাগ স্বভাবতঃই বিম্ব-বিড়ম্বিত, তাম্বুলের প্রয়োজন কি? তাম্বুল রসাস্বাদনের অভ্যাস থাকিলেই তো প্রয়োজন হইবে? তা' যাহাহউক এই বীটিকা পাঁচটি গ্রহণ কর, কল্যাণ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে সেই চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গীর সহিত কহিলেন—"রাধে! এই তাম্বূলামৃত দ্বিজসংস্কৃত * ইহা নিঃশঙ্কভাবে আস্বাদন কর। তুমি পূর্ব্বে কখন ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর নাই। অতএব এই সম্পুট হইতে ইচ্ছামত তাম্বূল বীটিকা গ্রহণ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ "দ্বিজসংস্কৃত" শব্দে দন্তপেষিত অধরামৃত যুক্ত তাম্বূলের কথাই পরিব্যক্ত করিলেন। ললিতা শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষোক্তি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"আহা! লক্ষকামুকী উপভোগে সুপবিত্র বদনবিম্বের যদি উদ্গার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমার সখী আর কিরূপে আত্মপবিত্র করিবে!"

রসরাজের প্রতি রসনায়িকার এরূপ উক্তি উপযুক্তই বটে! ছল পাইয়া সুবল কহিলেন—"ললিতে! আমরা বড় একটা বিপরীত করিয়াছি।"

ললিতা ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"কি তা' বলনা।"

সুবল। আমরা অনাদরযোগ্যপাত্রে আদর করিয়াছি। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে আমরা তোমাদের কাছে উত্তম উপদেশ লাভ করিলাম। এক্ষণে সেই দানই অনুমোদন কর।

চম্পকলতা। তোমরা কি ব্রাহ্মণ? আমরা তোমাদিগকে দান দিতে অনুমোদন করিব?

ঔদরিক মধু আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"ওগো লক্ষ্মি! আমি কুলীন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। আমাকেই উদরপূর্ণ করিয়া মিষ্টান্নের সহিত হৈয়ঙ্গবীন ভক্ষণ করাও।

বিশাখা হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"সখি! চম্পকলতে! ইহারা সকলেই উদরম্ভরি (পেটুক), ঘট্টীচ্ছলে ভিক্ষা করিতেছে। ইহাদিগকে একটি পয়সা দাও। চণক ক্রয় করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে যথা ইচ্ছা গোচারণ করুক।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন—"ওহে ঔদরিক! মহাদানী আমাদের মধ্যে তুমিই মহাপাত্র। তবে অদ্য হৈয়ঙ্গবীন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিবার ইচ্ছা করিয়া দরিদ্রতা প্রকাশ করিতেছ কেন?"

শ্রীরাধা উৎফুল্ল নয়নে ললিতার দিকে চাহিয়া মধুরস্বরে কহিলেন—"শুন ললিতে! এই সকল মহাদানী কেমন আত্মশ্লাঘা করিতেছে। তোমরা

* দ্বিজসংস্কৃত—ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। পক্ষে—দন্তপেষিত, চর্ব্বিত।

বরবর্ণিনী (১) অতএব তোমাদিগকে ইহাঁরা যে কোন এক সর্ব্বোত্তম পদার্থ দান করিবেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

শ্রীরাধার বাক্য স্বয়ং দূতীর কার্য্য করিল, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"সুন্দরি! সত্যই বলিতেছ। আমি এই নিজ মহাবৈভব দান করিব।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ ও অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরাধা উৎকট প্রেমানন্দে পুলকিতা হইয়া মনে মনে সুবলের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—

"অপি গুরুপুরস্ত্বামুৎসঙ্গে নিধায় বিসঙ্কটে,
বিপুলপুলকোল্লাসং স্বৈরী পরিষ্বজতে হরিঃ॥
প্রণয়তি তব স্কন্ধে চাসৌ ভুজং ভুজগোপমং,
ক্ব সুবল পুরা সিদ্ধক্ষেত্রে চকর্থ কিয়ত্তপঃ॥ অর্থাৎ—

সুবল! তুমি বড় ভাগ্যবান্! আহা! শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া গুরুজনের সমক্ষে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতিভরে তোমার স্কন্ধের উপর ভুজগোপম ভুজযুগল অর্পণ করিলেন। তাই বলি, তুমি জন্মান্তরে কোন সিদ্ধক্ষেত্রে নাজানি কি তপস্যাই করিয়াছিলে।

এই বলিয়া শ্রীরাধা বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ভ্রূদ্বয় কুটিল করিলেন। ললিতাকে কহিলেন—"সখি! তোমার নিকুঞ্জরাজ আমাদের ন্যায় পতিব্রতাদের প্রতি কিরূপ বিদূষকতা প্রকাশ করিলেন দেখিলে তো? যাহাহউক তুমিই অনর্থকারিণী—তুমিই তো আমাদিগকে এখানে জোর করিয়া লইয়া অসিয়াছ।"

শ্রীরাধা ললিতাকে এইরূপ তিরস্কার করিতে থাকিলে, ললিতা ছলপূর্ব্বক অদূরে রসালশাখাসীন একটি কোকিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ওহে কুহুকণ্ঠ! নবমুকুলিতা রসাললতিকাকে নিকটে দেখিয়া কপটভাবে এখান হইতে কেন বৃথা ধাবিত হইতেছ। তুমি অতিশয় ধৃষ্ট। এই স্নিগ্ধা পরিমলবতী রসালবল্লী দ্বিরেফকে পতিরূপে আশ্রয় করিয়াছে; অতএব উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর; এ তোমার পক্ষে সুলভা হইবে না।

(১) বরবর্ণিনী—উত্তমরূপবতী। পক্ষে—ব্রাহ্মণজাতি অথবা পরম ব্রহ্মচারিণী।

ললিতা কোকিলকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই এই কথা বলিলেন। "রসাল-লতিকা" শব্দে শ্রীরাধাকে সূচিত করিয়া শ্লেষে প্রকাশ করিলেন,—এই সর্ব্বগুণমণ্ডিতা রমণী "দ্বিরেফ" অর্থাৎ বর্ব্বর পতিকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব এ তোমার সুলভা হইবে না!—এ তো তোমারই উপভোগযোগ্যা। দূর হইতে তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণেই যখন বশীভূতা হয়, তখন সাক্ষাৎ দর্শনে যে অবশ্যই অনুগতা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিশাখা ললিতার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া বলিলেন—"ধনুস্থিত বাণ গুণচ্যুত হইয়া যেমন শীঘ্র দূরে প্রস্থান করে, সেইরূপ কুটিল জন-সংসর্গে বিশুদ্ধচরিত ব্যক্তিরও শীঘ্র বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে।"

চিত্রা বলিলেন—কি দুঃখের বিষয়, ঘট্টাধ্যক্ষ! তোমাদের যদি অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে বহুজনাকীর্ণ যমুনা ঘাটেই চত্বর করা উপযুক্ত।

চম্পকলতা কহিলেন—অয়ি বিশুদ্ধচিত্তে সখি চিত্রে! তুমি বুঝিতেছ না; ইহারা শুল্ক উপলক্ষে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য এই দুর্গম বনে আড্ডা করিয়াছে। অতএব ক্ষান্ত হও।"

শ্রীকৃষ্ণ যেন আনন্দিত হইয়া কহিলেন—সখে সুবল! চিত্রা হিতোপদেশ দান করিয়া মিত্রবৎ আচরণ করিল। এখন এক কায করিতে হইবে।" কথা শেষ হইতে না হইতে সুবল সাগ্রহে বলিল,—"সখে! কি কায?"

শ্রীকৃষ্ণ। গোষ্ঠের প্রধান দ্বারে অদ্য ঘট্টচত্বর প্রস্তুত করিতে হইবে।

সুবল। কি জন্য বয়স্য!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখিতেছ না, এই বন মধ্যে চঞ্চলাক্ষী রমণীসকল চারিদিকে পলাইয়া যাইতেছে।

সুবল। প্রিয় বয়স্য! ঠিক্ কথা, দেখ সহস্র সহস্র সখী শ্রীরাধার সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু এখন চারিটিমাত্র সখী উপস্থিত দেখিতেছি।

এদিকে শ্রীরাধা যজ্ঞমণ্ডপে যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞীয় হৈয়ঙ্গবীন না লইয়া যাইলে যজ্ঞ সমাধা হইবে না। সহসা শ্রীরাধার মনে পড়িল—"প্রভাতেই কুন্দলতার সহিত সখীগণকে যজ্ঞে পাঠান হইয়াছে। বোধ হয় এতক্ষণ যজ্ঞ সমাধা হইয়া থাকিবে। অতএব আমাদের কিছুক্ষণ এখানে বিলম্ব হইলেও ক্ষতি নাই।" শ্রীরাধা মনে মনে এইরূপ মীমাংসা করিয়া আশ্বস্তা হইলেন।

॥ ২ ॥

শ্রীগোবিন্দের সহিত ললিতা ও বিশাখার বাক্যালাপ অপূর্ব্ব রস-মধুরিমা পূর্ণ—যেন প্রতি শব্দে আনন্দের সুধাতরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছে। রসিক-চূড়ামণির রসিকতা আর সুরসিকা গোপাঙ্গনাগণের রস-বৈদগ্ধি সুন্দর ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ—মধুর হইতেও সুমধুর।

মধুমঙ্গল সুবলের কথা শুনিয়া বলিলেন—"সুবল! উহারা যাবে কোথা? বসন্তলক্ষ্মীর আগমনে কোকিলাকুলের অনাগমন কি সম্ভবপর?—শ্রীরাধা যখন আসিয়াছেন, সখীগণও এই এলো ব'লে মনে কর।"

মধুমঙ্গল ব্রজলক্ষ্মীদিগকে শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টা বলিয়া উপহাস করিলেন, দেখিয়া বিশাখা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"তা' হলেতো ভালই হইল। সেই সকল সখীর চরণশ্রীতে তোমাদের এই দানঘাট অশোকত্বলাভ করিয়া প্রফুল্ল হইবে।"

রসিকশেখরের বিদূষকের প্রতি রস-নায়িকার উক্তি উপযুক্তই বটে! প্রসিদ্ধি আছে যে, সুলক্ষণা যুবতীদিগের চরণাঘাতে অশোক প্রফুল্ল হয়। * অতএব ব্রজলক্ষ্মীরা ষট্‌চত্বর দিয়া গমন করিতে থাকিলে তাঁহাদের চরণাঘাতে এই দানঘাট অশোকত্ব প্রাপ্ত হইয়া তেমনই প্রফুল্ল হইবে। অর্থাৎ "ব্রজলক্ষ্মীদের পদাঘাতে তোমাদের উপজীব্য এই দানঘাট সৌভাগ্যযুক্ত হইলে তোমরাও অতিশয় কৃতার্থম্মন্য হইবে।" বিশাখা এই ভাব প্রকাশ করিয়া স্বপক্ষের গর্ব্ব সূচিত করিলেন।

বিশাখার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সখীগণকে অবরুদ্ধ করিয়া বিজয়োৎফুল্ল হইবার মানসে সানন্দে বামদিকে চাহিয়া কহিলেন—"কাঞ্চনকান্তি সহচরীদের সমাগমে ব্রহ্মকুণ্ডের পুরোভাগ কেমন অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল দেখ।

ললিতা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"তা' ঠিক,—

জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্।
নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ॥ অর্থাৎ—

স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকশতি বকুলঃ শীধুগণ্ডূষসেকাৎ,
পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্।
মন্দারো নর্ম্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাৎ চম্পকো বক্ত্রবাতাৎ,
চূতো গীতান্নমেরুর্বিকশতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥

"পরমার্থী সাধুগণ জগৎকে শ্রীহরিময়, লোভীরা ধনময় এবং কামুক ব্যক্তিগণ জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে। এই পৌরাণিক বাক্যের অর্থ অদ্য স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিলাম।"

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করিয়া কহিলেন—ওহে বয়স্য! ললিতা মিথ্যা হাসে নাই। তুমি কমল-কিঞ্জল্করেণুপুঞ্জ-পিঞ্জরিত হংসীদিগকেই সখী বলিয়া মনে করিয়াছ।

প্রবল ঔৎসুক্য উদয় হেতুই যে, এরূপ চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, কহিলেন—"সখে? আমি শুল্কার্থী, শুল্কের জন্যই উহাদিগকে দর্শনেচ্ছুক হইয়াছিলাম, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তা' যাহাহউক আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন কি? এখন ঘট্টশুল্কের পুণ্যাহে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীরাধা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"ত্রিলোকের মধ্যে এমন সাহসিক-শিরোমণি কে আছে যে, গোকুল-বালিকাদের নিকট দানগ্রহণ করা দূরে থাক্, দানগ্রহণ করিবার কথাও মুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে আবার এই সকল সূর্য্যোপাসিকাদের নিকট।"

শ্রীরাধার এই সগর্ব্ব বাক্যমাধুরী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে ঈষৎ হাস্য করিলেন। চপল কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন—লক্ষ্মীমুখি! তোমার কটূক্তির অনুরূপ প্রতিফল দানে সমর্থ হইলেও আমি দাক্ষিণ্য বশতঃ তাহা সহ্য করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শিক্ষা দিতেছি—উদ্যানচক্রবর্ত্তীর সমক্ষে মৃগলোচনা রমণীদিগের এরূপ বাক্‌প্রাবল্য নিতান্ত অযোগ্য।"

শ্রীরাধা কহিলেন—ললিতে! ধূর্ত্ত ঘট্টপালের হাতে পড়িয়াছ, অতএব এস্থলে কুণ্ঠিত হওয়া উপযুক্ত নহে।

শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সুবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সখে! শুন্‌লে তো, ইহার কঠোর যৌবনগর্ব্বগরিষ্ঠ বাক্যের স্ফূর্ত্তি।"

এই বলিয়া অর্দ্ধ নিঃসৃত জিহ্বা দংশন করিয়া পুনরায় কহিলেন—"ওহে কি দুঃখের বিষয়! শ্রীরাধার নীচ যৌবনগর্ব্বই সর্ব্বস্বরূপে দীপ্যমান্। তা' যাহাহউক, আমি মহাঘট্ট-সাম্রাজ্যপাটে অভিষিক্ত হইয়া চত্বরিকদিগের মধ্যে ঘট্টপালচক্রবর্ত্তী হইয়াছি।"

ললিতা পরিহাসভঙ্গীতে কহিলেন—"আহা! তুমি যেমন রাজচক্রবর্ত্তী তেমনি তোমার মহারাণীও দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

সুবল সবিস্ময়ে কহিলেন—"কই সে মহারাজ্ঞী ললিতে!"

ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—

"ক্ষুদ্রবংশজাত সচ্ছিদ্রা বাঁশরী।
অনম্রা কঠোরা পাঁচনী সুন্দরী॥
সুমলিনা বক্রা বিষাণিকা আর। *
আলিঙ্গি রয়েছে কালঅঙ্গ যার॥ * *

এ হেন রাজচক্রবর্ত্তী, সুন্দরী রমণীদিগকে স্বচ্ছন্দে আকর্ষণের লোভে নগর ছাড়িয়া এই দুর্গম অরণ্যমধ্যে যে ঘট্টপালের বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?"

সুবল কহিলেন—ওগো দুর্ম্মুখ মুখরা সকল! এই মহাদানের "অহীশ" (অধীশ) তোমাদের অবজ্ঞার যোগ্য নহেন।

সুবল শ্লেষে শ্রীকৃষ্ণকে "অহীশ" অর্থাৎ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধা তাহা বুঝিতে পারিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—হউক না কেন অহীশ (অধীশ) তাহাতে আমাদের কি?—

ধর্ষণে নকুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথম্।
যদেতা দশনৈরেব দশন্নাপ্নোতি মঙ্গলম্॥

মহাসর্প নকুলের স্ত্রীগণকে (১) ধর্ষণ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? যেহেতু, তাহাদিগকে দংশন করিলে তাহারাও প্রতি দংশন করিতে পারে। একারণ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ দংশন করিলেও মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে না।

শ্রীরাধার এই শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কামুক ব্যক্তি কি কুলাঙ্গনা ধর্ষণে সমর্থ হইতে পারে? তাহাদিগকে দন্তদ্বারা দংশন করিলে লোকনিন্দা ও রাজদণ্ডাদি পাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

শ্রীরাধা এই শ্লেষময় বাক্যে হৃদয়ের পূর্ণ অভিলাষ অভিব্যক্ত করিয়া আর একটি অর্থান্তর সূচিত করিয়াছেন;—কামুকপুরুষ কুলাঙ্গনা ধর্ষণে কেন সমর্থ হইবে না? যেহেতু কুলস্ত্রীগণ সেই দংশন সম্ভোগে সুখাতিশয্যই লাভ করিয়া থাকে। (২)

---

* বিষাণিকা—শৃঙ্গিকা।

(১) ধর্ষণেন কুলস্ত্রীণাং—ধর্ষণে+নকুলস্ত্রীণাং। ভুজঙ্গেশঃ—মহাসর্প, পক্ষে কামুক। দশন্নাপ্নোতি মঙ্গলং—দশন্+ন+আপ্নোতি মঙ্গলম্।

(২) কুলস্ত্রীণাং ধর্ষণে ভুজঙ্গেশঃ কথং ন ক্ষমঃ যৎ এতাঃ কুলস্ত্রীরেব দশনৈবেষ দশন্ মঙ্গলং সুখং আপ্নোতি, নঞ্জ্ঞাঃ।

শ্রীরাধার সরস মনোভাব অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে কহিলেন—"কুটিলাপাঙ্গি! তোমার কথাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী।" বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তপরে শ্রীরাধার দিকে সপ্রেম ...ত করিয়া মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন—

"ওয়ি! শশিমুখি রাই!
লাবনি মাখান, ওরূপ-মাধুরী,
ভুবনে তুলনা নাই॥
নব-শশিকলা— রাজিত ললাট,
কি সুন্দর শোভা পায়।
অপরূপ-কান্তি— বিভূতি-ভূষণ,
ধারণ করেছ কায়॥
মোর পথে তব, প্রেমাকুল দিঠি,
সতত বিলাস করে।
বিশাখার সনে, মিলিতা রয়েছ,
নবীন মাধুরী ভরে॥
কমল-আয়ত, নয়নের কোণে,
অপাঙ্গ-কিরণ ভাসে।
তাহে কন্দর্পের বৈদগ্ধ্য বিধান,
করিতেছ অনায়াসে॥
অতএব রাধে! শিবমূর্ত্তি তুমি,
মোর নিবেদন ধর।
ভোগীন্দ্র যে আমি, আমারে সজনি!
হৃদয়ে গ্রহণ কর॥ * *

শ্রীকৃষ্ণের এই ধৃষ্ট-গ্রন্থিল বাক্যে ললিতা আহতা ফনিণীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! এই কূট বাগুরায় ধূর্ত্তা ললিতা-হরিণীকে ফেলিতে পারিবে না। ইহা তোমার সহচরবর্গ ভালরূপই জানে। অতএব বিফল ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর।"

* ললিতা, শ্রীরাধার পালিকা সখী। ললিতার বিনা সম্মতিতে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারেন না। ইহাই ললিতার প্রাধান্য।

এই জন্যই ললিতা স্বপ্রভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া কৃষ্ণসহচরগণকে ভয়প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও ভাবে জানাইলেন যে, "আমিই অদ্য রাধাপ্রাপ্তি-বিষয়ে প্রতিবন্ধিনী।"

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধচিত্তে সুবলের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ইঙ্গিতে কহিলেন—"সখে! অলীক বাগ্বিলাস দ্বারা ললিতাকে পরাজিত কর।"

সুবল সহাস্যবদনে ললিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন—"ললিতে! আমাদের সহচরগণ জানিবে না কেন? চম্পকপুষ্প হরণকালে উদ্যানস্বামী যখন মণিভূষণ কাড়িয়া লয় তখন কোন্ মহাপ্রভাবা সূর্য্যোপাসিকা রমণীর না দশন-শিখরে তৃণগুচ্ছ রূপ মরকতমণি শোভা পাইয়াছিল? আমরা তো তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণ স্মিতমুখে কহিলেন—"সখে! তুমি সে কৌতূহলের কথা ভুলিয়া যাইলে! এই অবসরে পুনরায় তোমাকে তাহা ভালরূপে স্মরণ করিয়া দিতেছি শুন।—এই পর্ব্বতে আমি হারাদি বিত্ত হরণ করিয়া এমন কতশত হরিণনয়না রমণীকে বিবসন-ব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলাম; তাহারা অবনত মুখে বিনয় মধুর বাক্যে দীনতা প্রকাশ করিতে থাকিলে দূরবর্ত্তিনী প্রবীণা বল্লীসখীগণ তাহা-দিগকে পত্র দান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিল।"

রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-গর্ব্বিত বাক্যে বিশাখা রোষকষায়িত কুটিলাপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলি-লেন—"ওহে! এরূপ বৃথা-অহঙ্কারের ঢাক বাজইবার আর প্রয়োজন নাই।"

ললিতা হাসিয়া হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"সখি বিশাখে! দুঃখের কথা বলি শুন। নির্ম্মল-কাঞ্চন-প্রভাময়ী শ্রীরাধার কাঁচুলী উন্মোচন বৃত্তান্ত কল্য যখন সখিগণ শ্বশ্রূর নিকট বলিতে আরম্ভ করে তখন মুখমধ্যে তর্জ্জনীর অগ্র-ভাগ নিক্ষেপ করিয়া কোন প্রচণ্ড দর্পশৌণ্ড অধীরভাবে "হা হা" শব্দ করিতে করিতে যে তোষামোদ পূর্ণ মধুর কণ্ঠধ্বনি করিয়াছিল, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি না করুণায় আর্দ্রীভূত হইয়াছিল?"

এ স্থলে কাঁচুলী উন্মোচন বৃত্তান্তে ললিতা শ্রীকৃষ্ণের হঠকারিতা সূচিত করিলেন এবং কথার ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, "আমরা সকলেই করুণায় বিগলিত হইয়া শ্বশ্রূর নিকট কেবল শুল্কগ্রহণ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া

তদ্বিষয়ের সমাধান করিয়াছি। নতুবা সকল কথা প্রকাশ করিলে, জানি না কি ফল ঘটিত। *

ললিতার এই তিরস্কার বাক্য শুনিয়া সুবল সদম্ভে কহিলেন—"এখানে সেই কণ্টকাটবী জটিলা নাই তো; অতএব তোমাদের লুকাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

চম্পকলতা ললিতার মহত্ত্ব সূচনা করিয়া বলিলেন—"ললিতার ললিত-অনুভাব-ভাস্কর (১) তস্কর-বিক্রমকে কুণ্ঠিত করিতেছে তাহার জয় হউক।"

বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন-কমলের দিকে চাহিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—"যুবরাজ! ললিতা অতিশয় উগ্রকর্ম্মা; অতএব এস্থলে তোমার একটী কাণাকড়ী পাইবারও সম্ভাবনা নাই।"

বৃন্দা গোপিদের স্বপক্ষে দৌত্য করিলেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈর্ষ্যান্বিত হই-লেন। কহিলেন—"বৃন্দে! বিপক্ষতা গ্রহণ করিয়া গোপিকাদের অঞ্চল সঞ্চারিণী হইয়াছে, তা' বেশ, হও, কিন্তু চঞ্চলা গোপাঙ্গনারূপ রসালবল্লী হইতে শুল্ক-মুকুল গ্রহণে আজ এই কোকিলের কেলি-বিদগ্ধতা দেখ।"

শ্রীরাধা বৃন্দার দিকে চাহিয়া আনন্দস্ফুরিতাধরে বলিলেন—"সখি বৃন্দে! তোমার পরস্ব-লোভী কোকিলকে নিবারণ কর। সম্প্রতি দুর্ম্মুখ শিলীমুখ (২) পালিতা রসালবল্লী সকলের পল্লব-হস্তে পরাভূত হইয়া এই কোকিল যেন তোমাদের নবমালিকা ও মল্লিকা-সখীকে না হাসায়।"

শ্রীরাধা বাগ্ বৈদগ্ধ্যে স্বীয় অভিপ্রায় সূচিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, আমাদের পতিগণ ভ্রমরের ন্যায় অতিশয় কটুভাষী এবং বাণ যেমন রসালবল্লীর শত্রু সেইরূপ আমাদের পতিগণও আমাদের অনিষ্টচিন্তাকারী। পতি শব্দে পালন কর্ত্তা বুঝায় কিন্তু তাহারা আমাদের পতি না হইয়া কেবল পীড়াপ্রদ হইয়াছে।"

আবার শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিব্যক্ত করিলেন যে,

* এস্থলে নাট্যের পঞ্চমাঙ্গ সমর্পণ কথিত হইল। কোপ ও পীড়াবশতঃ তিরস্কার বাক্যের নাম সমর্পণ।

(১) অনুভাব—প্রাখর্য্যজনিত প্রভাব।

(২) শিলীমুখ—ভ্রমর। পক্ষে—বাণ।

পল্লব সঞ্চালনে যেমন কোকিল শঙ্কিত হয় না সেইরূপ যুবতীদিগের বাম্য-প্রকাশক কর-পল্লব সঞ্চালনে কিছুই হয় না। প্রত্যুত তাহা প্রিয়তমের সুখের হেতুই হয় এবং তাহাতে নবমাল্যভূষণা প্রগল্‌ভা সখিগণ উল্লসিতা হইয়া থাকে।

শ্রীরাধার শ্লেষমণ্ডিত বাক্যে এরূপে শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-প্রফুল্লাধরে কহিলেন—"হেমগৌরাঙ্গি! এক্ষণে দান-ঘাটের শুল্ক প্রদান করিবে কি গিরিকন্দরের আতিথ্য গ্রহণ করিবে? তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।"

রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীরাধার নির্লজ্জতা প্রকাশ করিয়া সখিদের অগ্রে তাঁহাকে লজ্জিতা করিলেন। শ্রীরাধাও নিজের ধৃষ্টতা প্রকাশজন্য ব্রীড়া-বিনম্রবদনে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ভাবে প্রকাশ করিলেন যেন, ঈর্ষার সহিত অবজ্ঞা করিয়াই এরূপ মৌনবতী হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ-নয়নে শ্রীরাধার সেই লজ্জাকুলিত বদন-সুষমা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। শ্রীরাধা আপনা হইতেই মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, অতএব আমিই জয়লাভ করিলাম, এইমনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে কহিলেন,—"রাধে! তুমি কমল-লোচনা রমণীকুলের মধ্যে অপশ্চিমা (শ্রেষ্ঠা) বহুরূপ লীলা প্রকটণ দ্বারা অপূর্ব্বা এবং কপটভাব প্রকাশ নিবন্ধন যখন অদক্ষিণা (অসরলা) হইয়াছ তখন তুমি কেননা অনুত্তরা হইবে?

বামা-স্ত্রী স্বভাবতই কুটিলা, তাহারা সহজে উত্তরদান করে না, মৌনবতী হইয়া অবস্থিতি করে। শ্রীকৃষ্ণের এই রমণীয় নর্ম্ম বাক্যভঙ্গীতে শ্রীরাধার প্রেমানন্দপূর্ণ হৃদয়খানি উল্লসিত হইয়া উঠিল। যদিও শ্রীমতীর বদনচন্দ্রমা, রস-সজ্জার প্রধান উপকরণ লজ্জার আবরণে আবৃত তথাপি তাহাতে একটু জ্যোৎস্না-শুভ্র হাসির রেখা প্রতিভাত হইল। শ্রীমতির সেই সকুটিল ভাব-মাধুর্য্য দর্শনে উৎকণ্ঠাকুল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আনন্দাবেশে স্তম্ভিত হইলেন।

॥ ২ ॥

নান্দীমুখী নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালে এতক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঘাটের শুল্কদানের কথা শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিবার অভিপ্রায়ে ব্রজসুন্দরীদের সহিত আসিয়া মিলিতা হইলেন। ধীরে ধীরে দানীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—"নাগরেন্দ্র! আমি বলি শুন।"

শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে কহিলেন—"দেবি। শীঘ্র বলুন; আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

নান্দীমুখী কহিলেন,—"মোহন! আমাদের শ্রীরাধা প্রভৃতি বালিকা। ইহারা আজ হৈয়ঙ্গবীন লইয়া যজ্ঞস্থলে যাইবে। অতএব তুমি কল্যাণশালী হইয়া ইহাদের দান সম্বন্ধে অনুকূল ভাব প্রকাশ করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নান্দীর আদেশ শীরোধার্য্য করিলেন। পার্শ্বেই মধুমঙ্গল দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ নয়নভঙ্গীর সহিত তাঁহার দিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—"সখে মধুমঙ্গল! এই সকল গোকুলগরীয়সী সূর্য্যোপাসিকা কিশোরীগণের হৈয়ঙ্গবীন অতি সুমধুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। একারণ প্রতিটঙ্কের সমুচিত শুল্ক তিন স্বর্ণটঙ্ক হয়; তাহা গ্রহণ না করিয়া এক টঙ্কের কনিষ্ঠ টঙ্ক গণনায় অর্থাৎ পাঁচ গুঞ্জায় মাষা, চারি মাষায় টঙ্ক, এরূপ হিসাবে গণনা না করিয়া চারি গুঞ্জায় মাষা, চারি মাষায় টঙ্ক গণনায় শুল্কবিত্ত নির্দ্ধারণ কর। যেহেতু, ইহাদের প্রতি ভগবতী নান্দীমুখীর পক্ষপাতিতা আছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যেমন দানীরাজ, তাঁহার পারিষদও তদনুরূপ। বিদূষক মধুমঙ্গল গণনা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,—"প্রিয় বয়স্য! ৪ মাষায় এক টঙ্ক, ৪ টঙ্কে কর্ষ, ৪ কর্ষে পল, শত পলে তুলা এবং বিংশতি তুলায় এক ভার অর্থাৎ ৩২ সহস্র টঙ্ক হয়। গণনাবিদ্ পণ্ডিতেরা এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। এই হিসাবে রাধিকাদি গোপীগণের প্রত্যেকের মহাভার আছে। কেননা পূর্ব্বে ভারাবতারণ সময়ে ললিতা নিজ মুখেই বলিয়াছে,—"সখি! তুমি মহাভারে ক্লিষ্টা হইয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের চাতুর্য্যপূর্ণ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা-সূচক মৃদুহাস্য করিলেন। সানন্দে বলিলেন,—"সখে! তারপর তারপর।"

মধুমঙ্গল কহিলেন,—"পঞ্চশত ভারে এক মহাভার বা ষোল লক্ষ টঙ্ক হয়। সুতরাং পঞ্চগোপিকার হৈয়ঙ্গবীনে আশিলক্ষ টঙ্ক হইল! ইহার উপর ঘট্টপালদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আমি চারি লক্ষ টঙ্ক বর্দ্ধিত করিয়াছি। অতএব সাকল্যে ৮৪ লক্ষ টঙ্ক গণিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ অসন্তোষের ভাব প্রদর্শন করিয়া বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"সখে! তুমি রসলোলুপ; "শুল্ক বর্দ্ধিত করিলাম" ইহা তোমার মিথ্যা কথা। রাজশুল্কের এক-চতুর্থাংশ ঘট্টপালের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ন্যায্য প্রাপ্য। সে হিসাবে বিংশতি লক্ষ টঙ্ক বর্দ্ধিত করা উচিত ছিল; কিন্তু তুমি যখন ৪ লক্ষ

মাত্র বর্দ্ধিত করিয়াছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি কিঞ্চিৎ নবনীতের প্রলোভনে এরূপ গণনাসংক্ষেপ করিয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে উৎকোচগ্রাহী বলিয়া এরূপ মধুর অনুযোগ করিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বদন-বিন্যাস করিয়া কোন কথা বলিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু কিছু না বলিয়াই বদন সরাইয়া লইলেন। বিদূষক মধুমঙ্গলের এই অপরূপ অভিনয় রঙ্গদর্শনে ললিতাদি সখীগণের মনোমধ্যে এরূপ বিকার উপস্থিত হইল, যেন মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে বলিলেন,—"সখে! তুমি রাধার নিমিত্ত রাজস্ব গ্রহণ করিতে পার কিন্তু নিজের জীবিকার জন্য কি প্রকারে ইহাদের নিকট টঙ্ক গ্রহণ করিবে? তুমি নাগরেন্দ্র, বিজন বনমধ্যে উত্তর কালের জন্য এই গোপিকাদের মধ্যে একজনকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর। আর আমি যে চারি লক্ষ টঙ্ক বর্দ্ধিত করিয়াছি তাহা সুবলাদির জন্য, তোমার জন্য নহে।"

"মধুমঙ্গলের রহস্যাভিনয়ে গোপীগণের অন্তরে যে এক অপূর্ব্ব ভারতরঙ্গের উদয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিলেন।—যেন মধুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া এরূপ মৃদু হাস্য করিলেন। কহিলেন,—"সখে! তোমার আচরণ ভালরূপে জানিলাম। অতএব তোমার গণিত টঙ্ক যাহাতে ইহারা শীঘ্রই দান ঘাটে উপস্থিত করে তাহার চেষ্টা কর।"

চিত্রা পরিহাস-বিহসিত বদনে বহিলেন,—"দানীন্দ্র! যদি পাঁচটী গাগরীর মূল্যই চুরাশি লক্ষ টঙ্ক হইল, তবে না জানি বস্তুর মুল্যই বা কত হইবে?

· শ্রীকৃষ্ণ চিত্রার দিকে বক্রনয়নে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"চিত্রে! এরূপ বলিও না, ইহা যদি অমূল্যই না হবে, তবে দীর্ঘদর্শী যাজ্ঞিকেরা ইহার মূল্য স্বরূপ অমূল্য মণিভূষণ সকল প্রদান করিবেন কেন?"

নান্দীমুখী বলিলেন, "কমলেক্ষণ! চুরাশি লক্ষ টঙ্ক দান ইহাদের পক্ষে দুষ্কর নহে; কিন্তু তাহা কিরূপে সমাধান হইবে চিন্তা কর।

এস্থলে গর্গনন্দিনী নান্দী গোপিকাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া "দুষ্কর নহে" এই কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে পরমাঢ্যা বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মধুমঙ্গল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রিয় বয়স্য! নান্দীমুখী যে সূত্র কহিলেন, আমি তাহার বৃত্তি করিতেছি শুন।—ইহারা এক একটী চুরাশি লক্ষ জীব জাতির বা জীবিকা-জাত সুবর্ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বরিষ্ঠ-সৌন্দর্য্যা।"

এই কথা অর্দ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বক মধুমঙ্গল সহাস্তে মুখ ফিরাইলেন,—যেন লজ্জা বশতঃ বলিতে অশক্য হইয়া সঙ্কুচিত হইলেন। ভাবে প্রকাশ করিলেন,—"সখে! আমি সূত্রের বৃত্তিমাত্র করিলাম। তুমি বাক্যার্থের তাৎপর্য্যরূপ উদাহরণ বর্ণন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"সখে! নান্দীমুখীর শিক্ষা চাতুরী শুন্‌লে তো,—ইহাদের মধ্যে কোনটীকে গ্রহণ করা।"

ললিতা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"ইহা তো অদক্ষ লোলুপ-শুক-যুবকের দ্রাক্ষা ভক্ষণের ন্যায় মনোরথ মাত্র।"

শ্রীকৃষ্ণ বিহসিত বদনে কহিলেন,—"এই রমণীগণের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কোন তারতম্য না থাকিলেও এই জীবনৌষধিরূপা কমল-লোচনা ললিতার প্রতিই আমার অভিরুচি হইতেছে।"

বৃন্দা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বপক্ষে সানন্দে বলিলেন,—"নিকুঞ্জ যুবরাজ! রাজস্বের জন্য দ্রব্য গ্রহণ করাই তোমার ব্যবসা। অতএব শ্রীরাধা যখন মণিভূষণ সকল গোপন করিয়াছে তখন এই ভূরি-ভূষণ-ভূষিতা ললিতার দ্বারাই তোমার শুল্ক কার্য্যের পর্য্যাপ্তি হইবে।"

শ্রীরাধা ভূষণাবলী লুকাইয়াছেন শুনিয়া তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভুবন-দুর্ল্লভ-সৌন্দর্য্য-প্রতিমার রূপ-মাধুর্য্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শিহরিলেন। বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবে কহিলেন,—"সত্যই তো—

দরশ মুগধে! কিবা সুরুচির,
দশন শিখর-পাঁতি।
অধর যুগল অরুণ উজল,
যেন পদ্মরাগ ভাতি॥
বদন কমলে হাস-মধুরিমা
বিমল মুকুতা ফল।
মুখবিম্ব মরি চন্দ্রকান্ত মণি,
করে কত ঝলমল॥
ইন্দ্রমণি মত, অতি শোভাশালী,
কুটিল কুন্তল ভার।
(কত) হীরক জিনিয়া রতন-মালায়
ভূষিত বরাঙ্গ যার॥

তরুণী-রতন কুলের প্রধানা,
এই সে রাধিকা ধনী।
(আহা!) এবর-রামারে, তেয়াগ করা যে,
উচিত নাহিক মানি *

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীরাধা তাহাতে যেন অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া,—"বিশাখে! পরিত্রাণ কর! পরিত্রাণ কর!!" কাতর ভাবে এই কথা বলিতে বলিতে কুটিল অপাঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন।

বিশাখা শ্রীরাধাকে পশ্চাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"ওহে দুর্ব্বার-বারণ! আগে দুল্লঙ্ঘনীয়া ললিতার বিপুল গজবন্ধনী অতিক্রম কর, তবে চম্পক লতাদি বেষ্টিতা অমৃত-সরসীর অবগাহন তোমার পক্ষে সুলভ হইবে।"

বিশাখার সদম্ভবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ললিতা তাঁহার দিকে ললিতাপাঙ্গে চাহিয়া বলিলেন—"ওহে বিন্ধ্যাচলচারিমত্তহস্তিন্! উহা অতিক্রম করা তোমার সঙ্গত নয়।"

এই কথার আভাসে ললিতা প্রকাশ করিলেন যে, বিন্ধ্যগিরি যেমন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তুমিও শ্রীরাধাকে নিরোধ কর। চতুরা বৃন্দা ললিতার এই মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন—"সখি ললিতে! তোমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তুমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাক। আমি শ্রীরাধামাধবের ভাবোল্লাসিত পরস্পর রহস্যালাপ-চেষ্টা সকল দর্শন করি।"

ললিতা ঈষৎ হাসিয়া নিকটস্থ পুষ্পিত লতা-কুঞ্জের ছায়াতলে অঞ্চল বিছাইয়া বসিলেন। ঠিক সেই সময়েই অদূরে রসাল-শাখায় বসিয়া একটী কল-রসিক কোকিল কুহুতানে দিগ্বধূগণকে প্রমোদিত করিল এবং একটী কুসুম-ক্রোড়বিলাসী ভৃঙ্গ ললিতার বদন-কমলের নিকট আসিয়া সুমধুর গুঞ্জন করিতে লাগিল। ললিতা বিরক্তভাবে কর-পল্লব-সঞ্চালনে তাহাকে সরাইয়া দিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

॥ ১ ॥

সখিগণ অদূরে শ্রীগোবর্দ্ধনের সানুদেশে উপবেশন করিয়া আছেন। স্থানটী শান্তি-সৌন্দর্য্যে অতি মনোহর। সম্মুখে ঝঙ্কৃতিময়ী নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, বিহঙ্গমকুলের কলমধুর কণ্ঠ-তানের সহিত সম্মিলনে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সারিসারি শ্যামল-পত্র-পল্লবভূষিত বন-বিটপী মধ্যাহ্ন-দীপ্ত রবিকরে ঝলমল করিতেছে। ফুল্ল-কুসুম-কুণ্ডলা বল্লরীগুলি স্নিগ্ধ মলয়-পরশে ধীরে ধীরে দুলিতেছে। সুদূর লতাকুঞ্জের অন্তরালে একটী পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া—করুণ-উচ্ছ্বাসে যেন অসমাপ্ত প্রেম-কাহিনীর সরস উৎস সঞ্চারিত করিতেছে। এই মনোরম শোভাসৌন্দর্য্যশালী গিরিপথে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধা কি চিন্তা করিলেন; তারপর যেমন মন্থর-গমনে ললিতার দিকে অগ্রসর হইবেন অমনই রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ সুবলিত বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"সুন্দরি! দান না দিয়া যে বড় পলাইতেছ? তোমার এখন এক পা' সরিবার উপায় নাই।"

স্রোতে বিহারিণী মরালীর সহসা গতিরোধ করিলে সে যেমন এক অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায় সেইরূপ শ্রীরাধা ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনিমিখ্ আয়তচক্ষু স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইলেন। সে তেজোময়ী মূর্ত্তিতে উদ্দাম অভিমান ও গর্ব্বের জ্যোতি স্ফুরিত হইল। কহিলেন—"আমরা কি ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি, যে তোমার ন্যায় ঘট্টপালের ভয়ে পলায়ন করিব?"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সেই আত্মগরিমা-দীপ্তশ্রী সন্দর্শন করিয়া শিহরিলেন। অনন্তর উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"গর্ব্বিতে! তোমার এরূপ আত্মশ্লাঘা গৃহমধ্যেই শোভা পায়। জান, তুমি নিজে দুর্ব্বলা; ললিতাদির আশ্রয়বলই তোমার ভরসা। তবে আর বৃথা দর্পপ্রকাশ করিতেছ কেন?

"কহ লহু লহু, জটিলার বহু,
তোমারে সবাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥

পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজ কাজ করি, দান সাধি ফিরি
হেথা কিবা পরিচয়॥" (জ্ঞানদাস)

যাক্ এখন সেকথা। যাবৎ তোমার পয়োধরোপরি তারকামালা অপহরণের নিমিত্ত কল্য প্রকাশ না করি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। *

শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষমণ্ডিতবাক্যে শ্রীরাধা ভাবিলেন—"যাবৎ মেঘোপরি নক্ষত্রশ্রেণী অন্তর্হিত করিয়া প্রভাত সমাগত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।" এই ভাবিয়া শ্রীরাধা অভিমান স্ফুরিতাধরে কহিলেন—"এই তামসী শ্যামা-রজনী অতি দীর্ঘতমা, শীঘ্র প্রভাত সমাগমের আশঙ্কা কই?"

"তামসী" শব্দের অর্থ কোপনা; সুতরাং পরম কোপবতী এই শ্যামা-নায়িকাকে সমর্থব্যক্তিও প্রাপ্ত হইতে পারেনা, শ্রীরাধার শ্লিষ্টবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কমল কলাপের নয়নোন্মীলন করিয়া প্রচণ্ডকর (সূর্য্য) উদিত হইলে তামসী রজনীর তারকাহার অপহৃত হয় এবং অন্ধকাররূপবসন স্খলিত হইয়া পড়ে তখন সে নিজেই পলায়ন করিয়া থাকে।

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সূর্য্যের সহিত উপমিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, আমি আজানুলম্বিত বাহুপ্রসারণ করিয়া অগ্রে স্ফূর্ত্তি পাইলে শ্যামা রমণীর (১) মুক্তাহার অপহৃত ও নীলাম্বর স্খলিত হইয়া যায় তখন সে অভিমানে ও লজ্জায় স্বয়ংই পলাইয়া থাকে। শ্রীরাধা এই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলেন—"হায়! হায়! সূর! রাধা-রাহুর উদয় হইলে প্রচণ্ডকরের আর তেজ থাকে কি?"

শ্রীকৃষ্ণ তখন দক্ষিণ করতল দেখাইয়া কহিলেন—"দেখ, এই হস্ত অসংখ্য চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ইহার অগ্রে কিপ্রকারে রাহুর উত্থান হইবে? চক্রদর্শনে যে রাহু ভীত হইয়া থাকে।"

---

* পয়োধর—স্তন, পক্ষে—মেঘ। তারকামালা—মুক্তাহার, পক্ষে—নক্ষত্রশ্রেণী। কল্য—সামর্থ্য, পক্ষে—প্রভাত।

(১) শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালেচ শীতলা।
পদ্মগন্ধি মুখং যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

শ্রীরাধা "চক্র" শব্দে ফণা এই অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"ওহে অসংখ্য চক্রচিহ্নধারী নাগরনাগ! আমি যে তোমার ফুৎকার-বিষে হত হইলাম! মোহদায়ি-বিষাণধ্বনিরূপ ধারা-সম্পাতে উল্লাস প্রদান করিতেছ কি? যাও, আর জ্বলিও না, গিরি-কন্দরে গিয়া মুরলী-নাগিনীর অধর চুম্বন করগে।"

শ্রীরাধার "নাগ" শব্দের সর্পার্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠার্থ গ্রহণ করিলেন। মধুরাধরে মধুর হাস্য করিয়া কহিলেন—"শুক্লনাগরি! আমি যে শোভনাঙ্গ নাগরনাগ একথা যথার্থই বলিয়াছ। পদ্মিনীগণের করহাটক অর্থাৎ মৃণালভুজবল্লীশোভিত কনককঙ্কন আকর্ষণের অভিলাষেই এই বিষাণ উল্লাসিত করিতেছি।"

"নাগ" শব্দে হস্তী বুঝায়। সুতরাং নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ-দিগ্‌গজ, এই কমলিনী সকলের করহাটক অর্থাৎ মূল আকর্ষণের নিমিত্তই বিষাণ অর্থাৎ দন্তপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্লিষ্টবাক্যের এই তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"ওহে নাগ!"

"পউমিনী এ বরাড্ অস্‌সবি "অপ্পদানং" জানীহি।"

অর্থাৎ পদ্মিনীসকল একটি বরাটকও (১) প্রদান করিবে না জানিও।

শ্রীরাধার কথিত "অপ্পদান" শব্দে "আত্মদান" এই অর্থান্তর কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"কামিনি! তুমি সামান্য কড়ির জন্য আত্মদান করিতে উদ্যত হইয়াছ। জান, আমি অর্থগ্রাহী চক্রবর্ত্তী।—অঙ্গনায় কাজ কি? তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইনা।"

শ্রীরাধা বিম্বাধরে সরস মৃদুহাসির লহরী তুলিয়া প্রিয়বাক্যে কহিলেন—"হায়! কি দুঃখ! ওহে কুটিল দানীন্দ্র! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; করুণা প্রকাশ করিয়া দানের নিমিত্ত আমাকে গ্রহণ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"চতুরে! তুমি বেশ স্বার্থ-পণ্ডিতা হইয়াছ তো! কাকুভঙ্গীভরে যে কথা বলিলে উহা যে বাস্তবপক্ষে উপহাস-রূপে পরিগণিত হইল। কারণ বলি শুন———

গব্যভার-ভরভুগ্ন-কন্ধরাং ত্বদ্বিধাং বিধুরগাত্রি মদ্বিধঃ।
প্রষ্টুমপ্যহহ লজ্জতে পদা দৈন্যমাচর ন হাস-দম্ভতঃ॥

দাঃ কেঃ কৌঃ।

(১) বরাটক—পদ্মের বীজকোষ, পক্ষে—কপর্দ্দক, কড়ি।

গব্য ভার ভরে বক্র কন্ধর যাহার।
হায় বিধুরাঙ্গি! সে ত রমণীর ছার॥
দূরে থাক্ কর-স্পর্শ হেন রমণীরে!
পরশিতে চরণাগ্রে লজ্জা বোধ করে॥

অতএব উপহাসচ্ছলে আর দীনতা প্রকাশ করিও না।"

শ্রীরাধা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"কি বিড়ম্বনা! এ ব্যক্তিকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করিলেও দেখিতেছি, এ যে, তাহাতে অতি সমাদর বোধ করিয়া নিজেরই হত-দর্পতা প্রকাশ করিতেছে। ওহে সর্ব্বতোভদ্র! তুমি মস্তকের চুড়াতে মাল্যদাম বন্ধন করিয়া বেশ সুশোভিত হইয়াছ। অথচ জম্বুলগুড়ে প্রসন্নতা বোধে তোমাকে প্রফুল্ল দেখিতেছি।"

"জম্বুলগুড়" অক্ষর বিশ্লেষে "জম্বু—লগুড়" অর্থাৎ জামকাঠের লগুড় বুঝায়। তাই শ্রীরাধা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, যদিও তুমি শৃঙ্গার বেশোচিত বনফুল মালায় বিভূষিত হইয়াছ, তথাপি কি বিড়ম্বনা! গোপালনের নিমিত্ত জামকাঠের লগুড় ধারণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত জ্ঞানে প্রফুল্ল হইতেছ!

শ্রীরাধার উক্ত সরস শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া সখিগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হাসিবার আর একটি তাৎপর্য্য এই যে, "ভদ্র" শব্দে ছুপিঠিয়া বলদ বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণকে বলদরূপে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধা কথারছলে প্রকাশ করিলেন যে, তুমি মস্তকের চূড়ায় (শৃঙ্গে) মাল্যদাম অর্থাৎ ভূষার নিমিত্ত রজ্জুবন্ধন করিয়া সাজিয়াছ ভাল? তাই জম্বুলগুড়ে অর্থাৎ পচা গুড় দিয়া আমার মহা আদর করিলে, এই বিবেচনায় প্রফুল্ল হইতেছ?"

শ্রীরাধার এই তেজোগর্ভ শ্লিষ্টবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যত না বিচলিত হইলেন কিন্তু সখিগণের সেই উপহাসদীপ্ত উচ্চহাস্যে বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। অন্তরের সে ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কহিলেন—"বাক্‌বিতণ্ডার আর প্রয়োজন কি?"

"যত আভরণ গায় বেশভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতায়তি কর এই ঠাঞি।
এপথে মদনরাজ কভু শুন নাই॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ অনুগত জনে হেরি পুনঃ হাস॥

কাহার গরবে বাহু দিয়ে বাহুনাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥" (বংশীদাস)

আর কালবিলম্ব কেন, হস্ত সম্প্রতি হীরকহার গ্রহণ করুক্।"

শ্রীরাধা "হীরক" শব্দে "বজ্র" অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"কর-পল্লবের বজ্রস্পর্শনে সাহস কোথায়? আর মুখ-গর্ব্বের প্রয়োজন নাই; তোমরা দেখিতে থাক, এই আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া শ্রীরাধা দুই চারিপদ যেমন অগ্রসর হইলেন অমনই শ্রীকৃষ্ণ পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।—

"গরবহি সুন্দরী চলল আপন পথ,
নাগর পন্থ আগোর।"

বলিলেন—"তোমার সুদীর্ঘ কেশ-কলাপ বিহঙ্গ-পক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে, বোধহয় তুমি উড়িয়া যাইবে।"

শ্রীরাধা। ওহে বনলম্পট! আমি শারী নই যে উড়িয়া যাইব।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কই? দান ঘাটের শুল্ক স্বরূপ ৮৪ লক্ষ স্বর্ণ টঙ্কের দায়ে তুমি যখন আমার অগ্রে ধরা পড়িয়াছ, তখন বাহুপাশে তোমাকে অবশ্যই বন্ধন করিব।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর করগ্রহণে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধা রোষ-কষায়িত লোচনে চাহিয়া কহিলেন—

"এই মনে বনে, দানী হইয়াছ,
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে,
কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচর' নাহি কর ডর,
ঘনায়ে আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে, করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে॥" (পঃ কঃ)

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন—"ওগো সুন্দরি! আমি সে ভয় করি না।"

শ্রীরাধা। "হা ধিক্! হা ধিক্!! ইহা নিশ্চয় মহামন্মথ সেবার প্রভাব; যেহেতু তোমার পতিব্রতা সংস্পর্শে পাপভয় নাই।"—

"আমরা ত কুলবতী, তুমি সে রাখালজাতি,
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বাওনেতে চাঁদ যেন, ধরিতে করয়ে মন,
সেহ দেখি তোমার কাহিনী॥
সঘনে ঢুলাও মাথা, শুনিয়া না শুন কথা,
পসারিয়া আসিছ দুটি বাহু।
না বুঝিয়া কর বল, পাইবা তাহার ফল,
তখন কথা না শুনিবে কেহু॥" পঃ কঃ

শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শাশঙ্কায় শ্রীরাধা ভীতা হইয়াই যে এরূপ কপটবাক্যে শ্লেষোক্তি করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—ভাবিনি! সত্য বটে তুমি উৎকোপপতির (১) প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়াছ?

"উৎকোপপতি" এই শব্দে "কোপন স্বভাবপতি" এই অর্থ সূচিত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, "উৎক+উপপতি" অর্থাৎ আমি তোমার উৎকণ্ঠিত উপপতি। আমার প্রতি তুমি যখন গাঢ়-অনুরাগবতী হইয়াছ তখন আমিও তোমার সুসেবায় অভিলাষুক আছি।"

শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লিষ্টবাক্যের মর্ম্মাবগত হইয়া শ্রীমতী প্রণয়-কোপ-কুটিল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন। অহো! সে চাহনীতে কত মধুরিমা—কত সুষম! সেই রোষারুণ নয়নের অপাঙ্গ-কিরণে শ্রীরাধার মুখ-কমল আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের চারু-চঞ্চল নয়নযুগল সে মাধুর্য্যসাগরে ডুবিল—মোহিল। শ্রীকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। শ্রীমতী অশান্তভাষায় উত্তর করিলেন—

"নহ কুলটা হাম, বর কুলকামিনী,
নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারী, চোরমতি চঞ্চল,
তাহে সাহস এত তোর॥
শ্রুতি সম্বর নহ, ইহ সব কুবচন,
যে সব কহসি মঝু আগে।"

বলিতে বলিতে শ্রীরাধা বদন-কমল অবনত করিলেন, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পদনখে ধরণী লিখিতে লাগিলেন। তাই পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের হইয়া শ্রীরাধার অন্তর-নিহিত সেই ভাবটী পরিব্যক্ত করিয়া গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানদাস কহ ঐছে কহসি কাছে,
আওলি নব অনুরাগে॥"

শ্রীরাধাকে বিমনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উৎসুকভরে আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা কহিলেন—"ওহে বক্র-বিতণ্ডা-পণ্ডিত! ক্ষান্ত হও, নিশ্চয় জানিও কুলাঙ্গনা স্পর্শন অতিশয় অহিতপ্রদ।".

শ্রীকৃষ্ণ। কুলীনম্মন্যে! আমি কি অকুলীন, যে আমার পক্ষে তোমার তনুস্পর্শ অনুচিত?"

শ্রীরাধা। নির্জ্জন বনমধ্যে পর-বনিতাগণকে নিরোধ করিয়া এরূপ বিড়ম্বন কি কুলীন ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত আচরণ?"

শ্রীকৃষ্ণ "পর" শব্দে শ্রেষ্ঠার্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"কামিনি! তুমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ বনিতা বলিয়া মানিতেছ, ভাল, তবে অদ্য এই বনমধ্যে ঘট্টদান বিতরণ কর।"

শ্রীরাধা বাহ্য উক্তি দ্বারা মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন—"মোহন! তুমি যেরূপ তর্ক করিতেছ, এব্যক্তি সেরূপ নয়। অতএব ঘূর্ণিত ভ্রূ-ভুজঙ্গযুগল নর্ত্তনে সাপুড়িয়ার ক্রীড়া-রঙ্গ দেখাইবার প্রয়োজন নাই; এস্থলে তোমার শুল্কভিক্ষালাভ সহজে ঘটিয়া উঠিবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"দানশীলে! তুমি উৎকৃষ্ট দান দিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া তোমারই উৎসব-চটুলা ভ্রূ-নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে।"

শ্রীরাধা আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন—"এই যে লোহময়ী-প্রতিমা অর্থাৎ কনকপ্রতিমা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, ইহা স্বীয় কঠিনতায় জ্বলন্ত অগ্নিকেও স্তম্ভিত করিয়া থাকে, সুতরাং ভূরিভোগশালী কুহক-নাগের দন্তাঘাতে এ প্রতিমার কিছুই হয় না।"

"লোহময়ী" শব্দের অক্ষর-বিশ্লেষ করিলে "লা+উহময়ী" নিষ্পন্ন হয়। লা শব্দে দান, উহময়ী শব্দের অর্থ বিতর্কময়ী। সুতরাং শ্রীরাধা রহস্যভাবে প্রকাশ করিলেন যে, দানসম্বন্ধে বিতর্ককারিণী এই প্রতিমাকে তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। কারণ এই কঠিন প্রতিমাতে মায়াবীর ভোগাভিলাষ বিফল হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ "লোহময়ী" প্রতিমা শব্দে লৌহনির্ম্মিতা প্রতিমা এই অর্থ অবলম্বন করিয়া কহিলেন—

"প্রতিমাস্যদ্ভুতা রাধে! বহুলোহময়ী ধ্রুবম্।
ততঃ স্বয়ং গ্রহাশ্লেষং চুম্বকে মণ্যুরীকুরু॥"

রাধে! তুমি যদি সত্যই অদ্ভুত লৌহময়ীপ্রতিমা হইলে তবেতো তুমি স্বয়ংগ্রহা। আমি চুম্বকমণিস্বরূপ, আমাকে স্বয়ং আসিয়া আলিঙ্গন কর।"

শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লিষ্টবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, রাধে!—তুমি প্রতিমাসে অতিশয় অদ্ভুতা অর্থাৎ নিত্য-নবীনা এবং তোমার ঐ ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী দেখিয়া নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হয়। অতএব আমি যে চুম্বক অর্থাৎ চুম্বনকারী আমাকে স্বয়ং আসিয়া আলিঙ্গন কর।

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুলক কম্পিতাঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তখন শ্রীরাধা ঈষৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন—"দূর! দূর লম্পট!! আমাকে ধরিওনা।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপ্রফুল্লাননে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সুন্দরি! তুমি যুবতী-দিগের শিরোমণি। ৮৪ লক্ষ শুল্কের বিনিময়ে তোমাকে যখন পাইয়াছি, তখন ধরিব না কেন?"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে ধরিবার অভিলাষে কর-প্রসারণ করিলেন। শ্রীমতী সভয়ে—সসঙ্কোচে, সরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—

"ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের, পবন পরশে,
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ,
পান কর কনকধূমে।
কাম-সাগরে, কামনা করহ,
বেণী-বদরিকাশ্রমে॥
সুরয-উপরাগে, সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তভু হায়ে নহে, তোমার শকতি,
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥

পদকর্ত্তা শ্রীরাধার হইয়া আরও প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ,
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগোরি,
করহ তাকর সঙ্গ॥"

রস-নায়িকা শ্রীরাধা যেমন সুরসিকা, আমাদের রস-নায়ক শ্রীগোবিন্দও সেইরূপ রসিকমণি। সমানে সমানে মধুর মিলন—সমানে সমানে মধুরালাপ! শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র চিত্তে বিনয় মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন—

"তোহারি হৃদয়ে, বেণীবদরিকাশ্রম,
উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম পিবি,
ততহি তপতজীউ মোর॥
সুন্দরি! তোহারি চরণ-যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব,
তুঁহু সে তিরথময় গৌরী॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদে পরশল,
এই স্বরযগ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ, দ্বিজরাজহি সোষয়ু,
সুন্দরী সহস্র পরাণি॥
কাম সাগরে হাম, সহজেই নিমগন,
কাম পূরবি তুহুঁ রাই!

তখন পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের হইয়া শ্রীমতীর নিকট দৈন্যভাবে নিবেদন করিতেছেন—

শ্যামের বলি অব, চরণে না ঠেলবি,
গোবিন্দ দাস মুখ চাই॥"

বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসসিক্ত হৃদয়খানি প্রবল উৎকণ্ঠায় অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তমা প্রেমপ্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিরহ-সন্তাপ জুড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বাহুজাল বিস্তারে শ্রীরাধা-কুরঙ্গীকে ধরিবার জন্য যেমন উদ্যত হইলেন, অমনই ললিতাকে ডাকিয়া কহিলেন—"ললিতে!—ললিতে! তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ?"

এই বলিয়া শ্রীরাধা সভয়ে বামদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস চাতুর্য্যে শ্রীমতীর হৃদয়খানি প্রেমানন্দে ঢলঢল করিতেছে। প্রাণনাথের প্রেমানুরাগ যেন প্রাণে আর ধরিতেছে না, অথচ মুখ

কুটিয়াও কিছু বলিতে পারিতেছেন না। অভিমানিনীর দারুণ অভিমান তাঁহার অন্তরের সে প্রীতিভাব চাপিয়া রাখিতেছে। নান্দীমুখী শ্রীরাধার উদ্বেগ-সমাকুল মুখখানি দেখিয়াই সব বুঝিলেন। কহিলেন—"সখি রাধে! কুট্টমিত ভাব (১) প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; পলায়ন করিতেছ কেন?"

ললিতা এতক্ষণ শ্রীরাধামাধবের সরস বাক্‌চাতুর্য্যসুধানিধিতে নিমগ্না ছিলেন। প্রিয়সখী শ্রীরাধা যেমন তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সদর্পে কহিলেন,—"ওহে! তোনা-দের ন্যায় দুঃশীল লুণ্ঠনকারীর দানগণনা-প্রলাপকে যদিও কর্ণপ্রান্তে স্থান দান করিতেছি না। তথাপি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীকৃষ্ণ। কঠিনে! যাহা ইচ্ছা হয় বল।

ললিতা। তোমার বয়স্য মধুমঙ্গল এই বলিল নয়, যে এই সকল ব্রজাঙ্গনা একএকটী চতুরশীতিলক্ষ মূল্যবতী, তাহার মধ্যে এই প্রিয়সখী মহামূল্যা বলিয়া ভুবনে কথিত আছে। ওহে শঠ! তবে কেমন করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছ?"

এইবার শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বচন হইলেন। ললিতার এই সুসঙ্গত বাক্যের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষনেক বিমনা হইয়া থাকিয়া সহসা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। সুবলকে কহিলেন—"সখে! ঐ দেখ, সুদূর বন-প্রান্তে এক গভীর-ধর্ম্মা রমণী বাগাড়ম্বর করিতে করিতে অস্পষ্টরূপে বিচরণ করিতেছে?"

এই বলিয়া সুবলের কর্ণে বদন সংলগ্ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সকলে ভাবিল—শ্রীকৃষ্ণ সুবলের কাণে কাণে বলিয়া দিলেন যে, ইহা যদি মহাসৈন্য সংমর্দ্দই হয় তাহা হইলে তুমি রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদয় নিবেদন করিয়া আমার প্রতি শাসন পত্রিকা আনয়ন কর।"

"আমি ঐ কোলাহলের কারণ জানিতে চলিলাম" এই বলিয়া সুবল তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

---

(১) স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিত-বৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ অর্থাৎ কান্ত-কর্তৃক স্তন ও অধরাদি গৃহীত হইলে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতি সত্ত্বে সম্ভ্রমবশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ যে ক্রোধ প্রকাশ তাহাকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত ভাব কহে।

এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ললিতার কথার অনুরূপ উত্তর স্থির করিয়া সস্মিতমুখে কহিলেন—"কঠোর ভাষিণি! তোমার সখী চতুরশীতি লক্ষাধিকা হউন, তথাপি কোটি অতিক্রম করিতে পারিবেন না। পরে এই নাগরচন্দ্র ঘট্টপালদের ন্যায্য প্রাপ্যের মধ্যে ষোল লক্ষ শুল্কস্বরূপে চন্দ্রকলার ন্যায় তোমাকেও আত্মসাৎ করিয়া লইবে।"

তখন শ্রীরাধা চঞ্চল নয়নাঞ্চল সঞ্চালন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নান্দীমুখি! ভগবতীর নিদেশ তো ভালরূপেই প্রতিপালিত হইল! ঘাটের দান লক্ষ ছাড়িয়া এখন কোটিগুণে উঠিয়াছে।"

নান্দীমুখী কহিলেন—"সখি রাধে! কেন প্রতিপালিত হইবে না। শুল্কের তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে তো? সমুচিত তিন স্বর্ণটঙ্কের মধ্যে একটঙ্ক তো টঙ্কের মধ্যেই গণনীয় নয়।

এমন সময় সুবল, বয়স্য উজ্জ্বলকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্রভাবে কহিলে—"কি সুবল! কি দেখ্‌লে?"

সুবল। প্রিয় বয়স্যের নিজ বাহিনী উদ্যান-চক্রবর্ত্তি-সিংহগণ ঘোররবে দিক্‌মণ্ডল বধির করিয়া জয় করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে উজ্জ্বলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"উজ্জ্বল! নিশ্চয় তুমি চক্রবর্ত্তি সকলের নিকট হইতে পত্র লইয়া আসিয়াছ।"

উজ্জ্বল। তা নয় তো কি? এই মহারাজের ঘট্টাধিকার বিষয়ে লিপি লউন।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কেতকী-কোরক-পত্র প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পত্র উন্মোচন করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃন্দা কহিলেন—"নাগরেন্দ্র! আমরা পত্রের মর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি। অতএব মুখবন্ধ ছাড়িয়া কার্য্যাবলী পাঠ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। লেখা আছে—

"গূঢ় গর্ব্ববতী যত গোকুল রমণী,
সূর্য্যদেব আরাধনে পাণ্ডিত্য লভিয়া।
হইয়াছে অতিশয় ধূর্ত্তা শিরোমণি,
ভ্রমিছে নিয়ত ঘট্ট ব্যাঘাত করিয়া॥
অতেব তোমরা সব হয়ে সাবধান,
এ সব চতুরা গণে করিবে যতন।

করিবেক শতগুণ শুল্কের বিধান,
সুদীর্ঘ ছলনা যদি কর দরশন॥" *

নান্দীমুখী রহস্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"দানীন্দ্র! এইসকল. বিশুদ্ধ প্রকৃতি রমণীর কপটলেশ শিক্ষার অভিলাষ কোথায়?'

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"তথাপি সেই কান্তার অধিরাজের মহাশাসন অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।„

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে সরিয়া গেলেন।

পরিমল-পরিলুব্ধ চটুল ভ্রমর যেমন দর-বিকসিত কমলের কমনীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া উল্লাসভরে চাহিয়া চাহিয়া নিকটে উড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ রসরাজ-শ্রীকৃষ্ণ কিশোরী শ্রীরাধার নবোদ্ভিন্ন-যৌবন-শ্রীসম্ভার আকুলনয়নে দেখিতেছেন,—দেখিয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছেন।" নয়ন যেন নাচিয়া নাচিয়া উল্লাসে শ্রীরাধারূপ-মধুরিমা পান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-পূরিত কুটিলাপাঙ্গে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আহা! শৈশবাবস্থা এখনও সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইহাদের বক্ষঃস্থল যে অতিশয় উচ্চ দেখাইতেছে।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে বলিলেন "তাইতো, বরাম্বরে বক্ষঃস্থল সম্বরণ করিলেও, উহার ভিতর হইতে যে কাঞ্চন-প্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বুঝি বহুতর স্বর্ণ লুকান আছে!!"

মেয়ে নয় এই যে, মেয়ের বেশ ধরিয়াছে,
নিশ্চয় এ বাটোয়ারি বটে।
অঙ্গবাস ঘুচাইয়া, সাবধানে দেখ ভাইয়া,
কি কি ধন ইহার নিকটে॥
এতবলি গোপীনাথ, দিতে চাহে গায়ে হাত,
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে, দান দিয়া যাহ মোরে,
নহে তো উতার অলঙ্কার॥" (বংশীবদন)

শ্রীরাধা তখন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"প্রিয়তম! তোমার জন্য সংসার-নিগড়ছিন্ন করিয়া, রমণীর অমূল্যভূষণ ধর্ম্মলজ্জাদি জলাঞ্জলি দিয়া,

পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম চরণে ঠেলিয়া যখন তোমার চরণমূলে লুঠাইতে আসিয়াছি, তখন সামান্য অলঙ্কারের কথা দূরে থাক্, আত্ম বলিদানও অতিতুচ্ছ ?" ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধার হৃদয়-নিহিত উদ্দাম প্রেমতরঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠিল—পুলকাবেশে দেহ-লতা ঈষৎ কাঁপিল। অতি কষ্টে শ্রীরাধা ভাব সম্বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সে ভাব-বিজড়িত কুটিলাপাঙ্গে মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "আহা!

প্রণয় বিকারে পুলকিত অঙ্গ,
ঢাকিল বসন ঝাঁপিয়া!
হরষ-মধুর হাসি লুকাইল,
অধর-চাতুরী করিয়া॥
বাহিরে কপট, কোপ প্রকাশিল,
রসিকতা মোর শুনিয়া।
ভ্রূকুটি-জড়িত বদন মাধুরী,
উঠিল কেমন ফুটিয়া॥
খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্চল,
সঘনে ঘূর্ণিত করিয়া।
নিরাস করিছে আমারে সুন্দরী,
যেন কত রুষ্টা হইয়া॥" * * (১)

তারপর প্রকাশ্যে কহিলেন—"সাধু উদ্যান-রাজ-চক্রবর্ত্তিন্! সাধু সাধু! সকলের উপরেই যে ঈশ্বরের বুদ্ধি বিচরণ করে, একথা ঠিক্।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বামদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সহাস্য বদনে কহিলেন—"নান্দীমুখি! দেখ, দেখ, এই পাঁচটী গোপাঙ্গনা প্রত্যেকেই দুইটী করিয়া দশটী কনক-কুম্ভ কৌশলে বক্ষঃস্থলে গোপন করিয়া আমাদের ন্যায় সুদক্ষ ঘট্টপালদিগকেও প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে?"

এই পরিহাস বাক্যে সকলেই ক্রোধভরে ভ্রূধনু কুটিল করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন। আক্রোশের সহিত বলিলেন "রমণি-তস্কর! স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

(১) এই পদ্যে শ্রীরাধার কুট্টমিত ভাব প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে পশ্চাৎ ফিরিয়া বৃন্দাকে বলিলেন—"বৃন্দে! দেখ দেখ, কুঞ্চিতভ্রূ পঞ্চমুখী (১) দেখ?"

বলিতে বলিতে প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া ভাব গদ্‌গদবাক্যে কহিলেন—"উগ্রমূর্ত্তি পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে কোন দারুণ ব্যথা পাইয়া মদন, নিশ্চয় এই সৌম্যমূর্ত্তি পঞ্চমুখীকে ভজনা করিয়া অতিশয় কৃতবিদ্য হইয়াছে। একারণ পাঁচজনের ভ্রূধনুতে পাঁচটী কটাক্ষ-বাণ সন্ধান করিয়া আমার মত সিংহ-বিক্রমকেও বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন কত ভয়ে অভিভূত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের হাতে ধরিয়া বলিলেন—"সখে! সখে! অধীর হইওনা। আমরাও তো এই সকল কুটিলদৃষ্টি কিশোরিকা কর্ত্তৃক কটাক্ষিত হইয়াছি, তবে তুমি আপনার বিহ্বল আত্মাকে সুস্থির করিতেছ না কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ ভাব গোপন করিয়া কহিলেন—'সখে মধুমঙ্গল! অধীর হই নাই কুটিল-ভ্রূদিগের বিচিত্র কুটিলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

মধু। তা যাহা হউক তাহাতে আমাদের কি! বরং কটাক্ষপাতে যে অনাদর করিল, সেই অপরাধে শুল্কের মাত্রা দ্বিগুণ করা হউক।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ ঠিক। ইহারা প্রতারণা করিয়া যে দশটি স্বর্ণকুম্ভ গোপন করিয়াছে সেই দশ কুম্ভের শুল্ক দ্বিগুণ করিলে ৩ কোটি ২০ লক্ষ হইবে। আর উহাতে পাঁচটি হৈয়ঙ্গবীন কলসের শুল্ক ৮০ লক্ষ মিলিত করিলে ৪ কোটি হইবে সুতরাং উদ্যান চক্রবর্ত্তীর নিদেশ পত্রানুসারে আবার উহাকে শতগুণ করিলে ৪ বৃন্দ হইবে।

মধুমঙ্গল সুযোগ বুঝিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"শুন! শুন! এই ৪ বৃন্দ যখন রাজস্ব হইল তখন রাজস্বের চতুর্থাংশ তো ঘট্টপালদের প্রাপ্য হইতেছে। ঘট্টপালদের মধ্যেও তিনটি বিভাগ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কি বিভাগ বয়স্য!

মধু। সর্ব্বাধিকারী, কায়স্থ ও দণ্ডধারী।

শ্রীকৃষ্ণ। কাহার কত প্রাপ্য?

মধু। আপনি সর্ব্বাধিকারী আপনার ন্যায্য প্রাপ্য কলাকোটি অর্থাৎ ৬৪ কোটি। আমি সংখ্যাশাস্ত্রবেত্তা কায়স্থ আমার তত্ত্বকোটি অর্থাৎ ২৫

(১) পঞ্চমুখী—পঞ্চমুখের সমাহার।

কোটি। আর সুবলাদি দণ্ডধারী পশুপালগণের রুদ্র কোটি অর্থাৎ ১১ কোটি; সাকল্যে ৮ বৃন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। তা'হলেতো সর্ব্বসমেত ৫ বৃন্দ হইল।

শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাসভঙ্গীতে কহিলেন—"তোমাদের যে পাত্র দেখিতেছিনা, এই সকল অর্থ মাপ করিয়া কোথায় রাখিবে? অতএব আগে মধুমঙ্গলকে দিয়া ব্রজ হইতে শকট, শকটবাহক, গো-মহিষ গর্দ্দভাদি আনয়ন কর॥"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হরিণাক্ষি! পরিহাসের প্রয়োজন নাই, তুমি প্রফুল্ল-চিত্তে স্বয়ং উক্ত পরিমাণ অর্থ অগ্রে প্রদান কর।"

নান্দীমুখী তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া যেন কত দোষারোপ করিয়া কহিলেন—"মোহন! এই সকল সরল স্বভাবা গোপবালা আমাদের ভগবতীর অতিশয় স্নেহপাত্রী, তুমি কি জন্য ইহাদের মিথ্যা দশকুম্ভের দান বর্দ্ধিত করিলে?"

শ্রীকৃষ্ণ। নান্দী! ইহা কখনই মিথ্যা নয়। সত্যই তো, এই পঙ্কজন পঞ্চদশকুম্ভের বিলাস-ভাজন।

নান্দী। নাগরেন্দ্র! আমি মহাব্রতা সন্ন্যাসিনী পৌর্ণমাসীর পরিজন। যথার্থ না জানিয়া কখন বলি না; তথাপি যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর আমার সঙ্গে এস, আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার সমীপে গমন করিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন "ওলো রাধে! আমি শপথ করিয়া বলিলাম তথাপি এই দুরন্ত গোকুলেন্দ্রনন্দন আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। অতএব প্রসন্ন হও, একবার বক্ষোবাস ঈষৎ উন্মোচন পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃপ্রান্ত দেখাইয়া এই হঠ-শেখরের হাত হইতে আপনাদিগকে মোচন কর।"

এই কথা শুনিয়া সকলে নান্দীর প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রণয়-কোপের সহিত কহিলেন—"দূর্ দূর্ দুর্ব্বুদ্ধি কে! তুমিই তো অনর্থকারিণী! আজ ভালরূপ তোমার পরিচয় পাইলাম। অতএব এখান হইতে কোন নির্জ্জন-স্থানে গিয়া তুমিই নিজের বক্ষঃপ্রান্ত ভাল করিয়া দেখাও গে।"

নান্দী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"মুখরাগণ! হিত বলাতে যে বড় রাগ করিতেছ? এই দুর্ব্বার নন্দকুমার যখন স্বহস্তে কাঁচুলী খুলিয়া তোমাদের বক্ষোদেশ পরীক্ষা করিবেন, তখন কি হবে? এই জন্যই আমি

তাহা অযোগ্য বিবেচনায় তোমাদিগকে এরূপ বলিয়াছি ইহাতে আমার অপরাধ কি ?"

শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমাদের শুল্কখণ্ডিত হইবে, এ কথা মনেও স্থান দিওনা ? নিশ্চয় জানিও হরি এস্থলে একরতি সোণাও ছাড়িবেন না।"

বিশাখা মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রথমতঃ কৃষ্ণের দুতী বৃন্দাকে শুল্কের নিমিত্ত কৃষ্ণকেই অর্পণ করিয়া,—দীপশিখা দ্বারা অগ্নির পূজা আরম্ভ করি। তাঁহার বৃন্দা তাঁহাকে দিলে আমাদের তায় কোন ক্ষতি নাই।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন "নাগরেন্দ্র! কোথায় পঞ্চঘট ঘৃত, আর কোথায় এরূপ ঘট্টশুল্কের ঘটনা! তা যাহা হউক, তুমি উপকারী রাজকুমার তোমার মুখ চাহিয়া শুল্কের বিনিময়ে আমাদের প্রিয়সখী বৃন্দাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।"

সুবল কহিলেন—"তোমাদিগকে পাঁচ বৃন্দ শুল্ক দিতে হইবে, সেস্থলে এক বৃন্দের অর্পণ কিরূপ সঙ্গত হইতেছে ? আমরা ভুবন বিখ্যাত সংখ্যাবিদ্ গোপদিগের ন্যায় আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না।"

বিশাখার কৌশলময় বাক্যে ললিতা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বাহিরে ক্রোধপ্রকাশের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—"বিশাখে। তুমি অতিশয় মুগ্ধা হইয়াছ; এই যৎসামান্য শুল্কের জন্য নিজ প্রিয়সখী বৃন্দাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ?"

মধুমঙ্গল পরিহাসভঙ্গীতে কহিলেন—"ললিতে! এ অলীক মাহাত্ম্য থাকুক।"

মধুমঙ্গলকে প্রসঙ্গানুরূপ প্রত্যুত্তর দানে অসমর্থ দেখিয়া ললিতা তাঁহাকে অল্পজ্ঞ বুঝিয়া কহিলেন "বটু! বলি শুন, তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে বজ্রপাণি ইন্দ্র বরিষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিপরার্দ্ধ-বৈভব ভগবান হিরণ্যগর্ভ প্রধান, তদপেক্ষা সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা কিন্তু এই বৃন্দা সেই লক্ষ্মী অপেক্ষাও গরিয়সী। কারণ, ভগবান্ বিষ্ণু এই বৃন্দার অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়াই লক্ষ্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ইহাঁর কামনা করেন। ইহা ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি। অতএব পঞ্চবৃন্দমাত্র টঙ্কের জন্য এ হেন বৃন্দাকে প্রদান করা সঙ্গত নহে।"

এই কথা শুনিয়া বিশাখা কাতরতা প্রকাশ করিয়া ললিতার পদপ্রান্তে

নিপতিত হইলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণে নিজের পক্ষপাত জানাইবার জন্য ললিতাকে প্রসন্ন করিতেছেন। কহিলেন—"সখি ললিতে! উত্তম বলিয়াছ! কিন্তু আমি উপস্থিত দুঃসহ দুঃখের হাত এড়াইবার জন্যই এরূপ অসঙ্গত কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব সখি! প্রসন্ন হইয়া বৃন্দাসমর্পণ অনুমোদন কর। আমরা পুরোডাস (১) আঘ্রাণে শীঘ্র আত্মা পবিত্র করি।"

ললিতা লোহিতাধরে ঈষৎ হাস্য-বিভা প্রকাশ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন—কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। বিশাখা ললিতার মৌনভাবে সম্মতি লক্ষণ বুঝিয়া বলিলেন—"ললিতে! তোমার অভিপ্রায় জানিলাম। অতএব একদিবসের জন্যও বৃন্দাদান অনুমোদন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসভরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নান্দীমুখি! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌লেন? জিজ্ঞাসা করুন্ তো, আমার বৃন্দা আমাকেই যখন অর্পণ করিতেছে, তখন ইহারা আমার কর্ণযুগল-বিলম্বি মকরকুণ্ডল দ্বয়কেই বা কেন শুল্কযোগ্য করিয়া আমাকে প্রদান করিল না?"

নান্দীমুখী শ্রীরাধাকে কহিলেন—"কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদায়িনি! বনমালীর বৃন্দাকে শুল্কের জন্য বনমালীকেই অর্পণ করা তোমাদের ভাল কায হয় নাই।"

শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া বৃন্দাকে কহিলেন—"সখি! চুপ করিয়া রহিলে কেন? তুমি কৃষ্ণের কি আমার পক্ষপাতিনী, প্রকাশ করিয়া বল।"

শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চপল কটাক্ষে বৃন্দার মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিয়া নয়ন-সঙ্কেতে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। বৃন্দা হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সে নয়ন-চাতুরী প্রকাশ করিয়া দিলেন। বলিলেন—"নাগরেন্দ্র! তোমার নয়ন-তাণ্ডব নিরর্থক হইল। যেহেতু এই বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীরই অনুবর্ত্তিনী।"

"ভগবতী লজ্জে! কোথায় গেলে, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও" এই বলিয়া সকলে "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বৃন্দাও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবনেশ্বরি! এস্থলে আমি কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।"

(১) পুরোডাস—যজ্ঞীয় ঘৃত।

শ্রীরাধা। সখি! কি বলিতে চাহিতেছ, প্রকাশ করিয়া বল।

বৃন্দা। সাধুগণ বলেন, জুয়ারির সভা হইতেও খট্টপালের সভা অধিক ঘৃণিত। অতএব শুল্কের নিমিত্ত আমার মত সরল স্বভাবা ব্যক্তিকে যদি বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়া থাক তাহা হইলে এই অযোগ্যস্থানে বিক্রয় না করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় কর।"

শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি কুটিলাপাঙ্গে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। কহিলেন—"এই সকল অনুপমা পূর্ণলক্ষ্মী-প্রতিমা সুন্দরীগণকে অসংভুক্তা বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং ইহারা রাজকুলকার্য্যের যোগ্য বটে, কিন্তু বৃন্দা চিরকাল বিষ্ণু কর্ত্তৃক সংভুক্তা হওয়ায় এক্ষণে ইহার আর সেরূপ শোভা-প্রকাশ পাইতেছে না। অতএব ইহাকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীরাধা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"অলাভাদঙ্গনাত্যাগস্তুরঙ্গব্রহ্মচর্য্যকং" অর্থাৎ যাহার অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ নাই, সে যেমন লোকের কাছে বলে, আমি ব্রহ্মচারী, অঙ্গনাস্পর্শ করিনা, ইহারও যে সেইরূপ "তুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য" দেখিতেছি।

এই বলিয়া শ্রীরাধা ললিতার নিকটে গিয়া শিলাপাটে উপবেশন করিলেন। ললিতা লতাকুঞ্জ হইতে একটী ফুটন্ত মল্লিকাফুল তুলিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার কবরীতে পরাইয়া দিলেন। শ্রীরাধাও লজ্জাবনত বদনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

দেখিতে দেখিতে সুশোভন মধু-অপরাহ্নের মধুর মাধুরী বিভাসিত হইল। নিঝুম তরুলতা স্নিগ্ধ মলয় পরশে মৃদু মর্ম্মরে নাচিয়া উঠিল। পিক, পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষীকুলের প্রাণ মাতান কণ্ঠকাকলী অদূরে মানসগঙ্গার কলকল ছল ছল ধ্বনির সহিত মিশিয়া দিগন্ত মুখরিত করিল। তখন অস্তগমনোন্মুখ দিনকরের স্নিগ্ধারুণরাগে প্রকৃতি হাস্যময়ী হইয়া উঠে নাই—তখনও সন্ধ্যারতি বাজিতে যামার্দ্ধকাল বিলম্ব রহিয়াছে।

মধুমঙ্গল একটী কুসুম-কুন্তলা লতাকুঞ্জের অন্তরালে বিশাখার সহিত কি পরামর্শ করিয়া কহিলেন—"বিশাখে! জানতো আমি গণিত বিদ্যা-বিশারদ, নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোমাদের ঘাটের শুল্ক সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দিব। তবে আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে হইবে।"

বিশাখা।—আর্য্য! নূতন শর্করা প্রদান করিব।

মধু।—বিশাখে! নিশ্চয় তুমি পরিহাস করিতেছ?

বিশাখা। ভগবান্ সূর্য্যের শপথ করিতেছি, সত্যই দিব।

শর্করার কথা শুনিয়া ঔদরিক মধুমঙ্গলের আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। ত্বরিত পদ-বিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন—"প্রিয় বয়স্য! আজ আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন—"বল সখে! সঙ্গত হইলে অবশ্যই রক্ষা করিব।"

মধু। আমি মানকালীন শতকোটী প্রমদার রোষভঞ্জনে বিলক্ষণ পটু, "দেওয়ালী"-উৎসবে শতকোটী সুবভী পূজার আচার্য্য। পূর্ব্বে তোমাকে কোন কিছু প্রার্থনা করি নাই। অতএব আজ এই মহামহোৎসবে আমাকে শতকোটী দক্ষিণা প্রদান কর।"

ইতঃপূর্ব্বে মধুমঙ্গল বাস্তবিকই কোন কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিনা, শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। মধুমঙ্গল তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিলেন—"বিশাখে! বয়স্য যখন কোন উত্তর করিলেন না তখন নিশ্চয় জানিও "মৌনং সম্মতিলক্ষণং"। অতএব এবার তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান কর।"

এই বলিয়া মধুমঙ্গল আগ্রহের সহিত অঞ্জলী প্রসারিত করিলেন। বিশাখা অধর টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে—"আমার প্রতিশ্রুতি মত এই শর্করা গ্রহণ কর" বলিয়া একখণ্ড কর্পরা (মাটীর খোলা) অর্পণ করিলেন।

মধুমঙ্গল খোলাটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া—"হী হী" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-কুটিল-নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমি সরল স্বভাব ব্রাহ্মণ, শর্করা চাহিয়াছিলাম, তোমরা কিনা, দুষ্টামী করিয়া শর্করা শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া আমার হাতে খোলা দিলে। আচ্ছা ধূর্ত্তে! থাক থাক!! আমি তোমাদের ভালরূপে নিষ্কৃতি করিতেছি।"

এই বলিয়া মধুমঙ্গল রাগে গরগর করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"প্রিয়বয়স্য ! কার্য্যটা অতি লঘু হইলেও বিলম্বের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র শুল্কবৃত্ত আদায় কর।"

শ্রীকৃষ্ণ বক্র-নয়নে শ্রীরাধার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখে ! মধুমঙ্গল ! আমি তো মধুসূদন (ভ্রমর), রাধিকা নাম্নী ভ্রমরীও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব শুল্কের নিমিত্ত ইহাকেই গ্রহণ করা যাক্, কিবল ?"

মধু। 'তথাস্তু'—বিলম্বের প্রয়োজন কি ?

বৃন্দা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"মোহন ! সতৃষ্ণ মধুসূদনের পক্ষে এই প্রফুল্ল চম্পকলতাই উপযুক্ত।"

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন—"বৃন্দে ! তুমি তত্ত্বানভিজ্ঞা, মধুসূদনের পক্ষে রাধাই অনুরূপা। কারণ যাঁহার নামের অক্ষরদ্বয় বিপরীত করিয়া পাঠ করিলে মধুময়ী "ধারা" সম্পন্ন হয়।"

চিত্রা বলিলেন "ওহে গোকুলবীরবরেণ্য ! এই সকল গোপী অপ্রতিম পূর্ণ লজ্জা ভরা, ইহা তুমি স্বয়ংই সমর্থন করিয়াছ। তবে পঞ্চবৃন্দের নিমিত্ত আমাদের একটীকে গ্রহণ করা কিরূপে উপযুক্ত হইবে।"

বৃন্দা কহিলেন—"সখি ! তুমি বাস্তবিকই প্রশংসার পাত্রী। কারণ, তুমি সুকোমল বাক্‌বল্লী-পল্লবে এই শৃঙ্খলমুক্ত দুর্ব্বার বারণকে স্তম্ভিত করিয়াছ।"

গোপীদের এই গর্ব্ব-পূরিত কথাগুলি মধু-মঙ্গলের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। কহিলেন—"প্রিয়বয়স্য ! "শত" শব্দের অসংখ্যবাচিত্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ঠিক শতগুণসংখ্যায় শুল্ক গণনা করায় আমরা উদ্যানচক্রবর্ত্তীর নিকট অতিশয় অপরাধী হইয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে কহিলেন—"সখে ! ভাল ভাল; তুমি প্রিয়ার্থ বা প্রিয়নিষ্ঠ রসমাধুরী পান করাইবার নিমিত্ত দেহস্থ রসবতী-পাকশালার রন্ধনাধ্যক্ষ হইয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণ "প্রিয়ার্থ" শব্দে প্রিয়া অর্থাৎ প্রিয়তমা শ্রীরাধাই প্রযোজন এই অর্থ সূচিত করিয়া পুনরায় কহিলেন—"আমরা উদ্যানচক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায় অনুসারে অসংখ্য বিত্ত হস্তগত করিয়াছি সত্য কিন্তু এস্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের এই বচনটী প্রামাণ্য করা কর্ত্তব্য।—

দ্রাবিষ্ঠে ছদ্মানি জ্ঞাতে প্রকৃত্যা গর্ব্বশালিনাম্।
অত্যুন্নতশ্রিয়োগ্রাণাং যথেষ্টং দণ্ড ঈষ্যতে॥

অর্থাৎ যাহারা স্বভাবতঃ গর্ব্বশালিনী এবং বিপুল ধনসম্পত্তি দ্বারা উগ্রমতী তাহাদের সুদীর্ঘ ছলনা প্রমাণিত হইলে তাহারা যথেষ্ট দণ্ড পাইবার যোগ্য ।”

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—“ওহে গোপাল! দণ্ডগ্রহণ ভিন্ন গোপজাতির অন্য কোন অবলম্বন নাই। অতএব দণ্ডগ্রহণ * তোমার যোগ্যই বটে ।”

শ্রীকৃষ্ণ ললিতার কথা না শুনার ভাণ করিয়া কহিলেন—যদি এই পাঁচজন হইতে শুল্কের পূর্ণতা না হয়, তাহা হইলে আমি দ্বিতীয়াকে গ্রহণ করিব। যেহেতু, ইনি দ্বিতীয়ার চন্দ্র-লেখা উন্মীলনে সমর্থা।

আহা, কোটী কোটী চাঁদ চমক মাধুরী
বিলসিত মুখ-চাঁদে।
গগন চাঁদ, হেরি মনোদুখে,
পদনখে পড়ি কাঁদে ॥” * *

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-পরিপ্লুত অমিয়-প্রণয়ালাপে শ্রীরাধার অনুরাগসিন্ধু তরঙ্গাকুলিত হইয়া উঠিল। সে তরঙ্গ বাহিরে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই সম্বরণ করিয়া ফেলিলেন। তথাপি অঙ্গে পুলক-শ্রী দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চপল কটাক্ষপাত করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। কহিলেন—“হায়, হায়! পূর্ব্বে এই বৃন্দাবনে খঞ্জনাক্ষী রমণীগণ দেবতার্চ্চনের নিমিত্ত নিরাপদে কুসুম চয়ন করিত; সম্প্রতি একটা মহা উন্মত্ত মাতঙ্গ আসিয়া এই স্থানকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। কেবল গোবর্দ্ধনের প্রান্তমাত্র অবলম্বনীয় দেখিতেছি, হা ধিক! তাহাতেও আবার দানাস্ত্র সদন্তে ‘বাটপাড়িতা’ আরম্ভ করিয়াছে। অতএব কাহাকেই বা একথা জানাইব। ইনি রাজপুত্র, ইহাঁর নিয়ন্তা তো কেহ দেখিতেছি না?”

শ্রীকৃষ্ণ কোণ-কুটিল-নয়নে চাহিয়া নান্দীমুখীকে কহিলেন—“নান্দী! শুনলে তো, ইহার মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই অসঙ্কোচে বলিয়া যাইতেছে। সাধুমার্গরক্ষাকারী বলিয়া আমার সর্ব্বত্রই সুখ্যাতি আছে, তাহাতে ‘বাটপাড়িতা’-অপবাদ-কালিমার আরোপ করিয়া বড়ই সাহসিকতা প্রকাশ করিল। অতএব আমি নিশ্চয়ই এই বাহুদণ্ডযুগল দ্বারা ইহাকে গাঢ় পীড়ন করিব।”

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভুজদণ্ড উত্তোলন করিয়া যেমন শ্রীরাধার দিকে অগ্রসর

হইলেন, নান্দীমুখী তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন—"সুধীর! আমি মহাতাপসীর পরিবার আমার সমক্ষে এরূপ কুলবালাপীড়ন অতি অযোগ্য।"

শ্রীকৃষ্ণ ধীরে-গম্ভীরে উত্তর করিলেন—"আমি গোপরাজকুমার, অহঙ্কারী যুবকবৃন্দের চূড়ামণি; কিরূপে আজ গর্ব্বিতা যুবতীগণের দর্প-গরিমা উপেক্ষা করিব?"

ললিতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"গোকুলসুন্দর! ভালই বলিতেছ। এ বিষয়ে তোমার দোষ নাই। ইহা ষষ্ঠীদেবীরই একরূপ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কারণ, তুমি সৎকুলোৎপন্ন রাজকুমার হইলেও ধূর্ত্ত-চূড়ামণিদিগের সুন্দর বিস্মাপণী-বিদ্যাই তোমাকে ভালরূপে শিখাইয়াছেন।—"

ললিতার তীব্র রহস্যালাপে শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রমা যেন রোষারুণ-রাগে অভিরঞ্জিত হইয়া উঠিল। শফরী-চঞ্চল কুটিলনয়ন আরও বিস্ফারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধদীপ্ত স্বরে কহিলেন—"তোমরা ঘট্টাধিরাজকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক শুল্কদান করিতে অস্বীকার করিয়া যখন বিবাদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই দুর্গম গিরিতটে আমার সহিত বিষম যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছ।"

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ শব্দে এস্থলে কন্দর্প-যুদ্ধ ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন। শ্রীরাধার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে তাঁহার দেহ-লতিকা অন্যালক্ষ্যে কণ্টকিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কহিলেন—"মোহন! আমরা আর কত সহ্য করিব? অতি নির্ম্মন্থনে চন্দন হইতেও অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই শাস্ত্রের বচন জানা আছে তো! অতএব এ বিষয়ে আমাদের দোষ দিও না।"

"নবীনা ললনা দর্শনে ধীর ব্যক্তিদেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে" উক্ত উদাহরণের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিলেন। আবেগভরে অনিমিষে প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার সুন্দর মাধুরীখানি দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে কহিলেন—"দেবি! প্রসন্ন হও। আর এই অযোগ্য ভ্রম-সঙ্কুলা কুটীনাটীর প্রয়োজন নাই, জানতো, আমি পরম-পটু, আমার প্রতি তোমার ঐ কৌটিল্য-নাট্য খাটিবে না। আমি তোমাদের চাপল্য অবগত হইয়াছি। আর ছল প্রকাশ করিও না। হয় আমার প্রার্থনা মত শুল্ক-বিত্ত প্রদান কর নয় আমার সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীকৃষ্ণ এস্থলেও যে কন্দর্পযুদ্ধ ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন, বৃন্দা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সুধাংশুসুন্দর বদনখানি লজ্জাভারে অবনত হইয়া পড়িল। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কুমার! তুমি রণবিদ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছ, সুতরাং আমরা অবলা হইয়া তোমার ন্যায় রণবীরের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব?

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন। কহিলেন—"বনচারিণি! ইহারা যে কন্দর্পযুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থা, তাহা তুমি জান না। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কন্দর্পের সেনাঙ্গ সকল দেখাইতে লাগিলেন। কহিলেন—বৃন্দে!——

ওই হের চারু চমরু-লোচনা,
ভুবন বিজয়ী কন্দর্পের সেনা,
উন্নত নিতম্ব-রথে শোভমানা,
কুঞ্জর পদ-বিন্যাসে উজলা।

পদে পদাতিক তুল্য মনোহরা,
চঞ্চল-কুন্তল-কলাপ-চামরা,
অপাঙ্গ-শায়ক-সন্ধান-চতুরা,
নহে তো অবলা—অতি প্রবলা॥" * *

শ্রীকৃষ্ণের এই সরস রসিকতায় বিলাস-বিহ্বলা শ্রীরাধা কিছু বিচলিতা হইলেন। মোহনিয়ার মোহন-বিলাস-চাতুরী যেন তাঁহার সুকুমার চিত্ত-বৃত্তি গুলিকে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। কষ্টে সে ভাব সম্বরণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"নাগর! তোমার এই ষটশুল্ক গ্রহণ ব্যাপার কুলবালা বিমোহন ইন্দ্রজাল! ইহা তোমার কথাতেই বুঝিতে পারা গেল। অতএব এ জাল বিস্তারের আর প্রয়োজন নাই। আমাদের কালবিলম্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে; সখিগণ মিলিয়া যজ্ঞবেদি পাশে যাই।"

এই বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পানে চঞ্চলাপাঙ্গে চাহিয়া মরাল-মন্থর গতিতে চলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বাহু প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"ঘূর্ণিতাক্ষি! তুমি যখন দান ঘাটের শুল্কের দায়ে অবরুদ্ধা হইয়াছ, তখন তোমার এমন প্রভাব নাই যে, একপদ অগ্রসর হও। যদি একান্তই আজ্ঞা না মানিয়া গমন কর তাহা

হইলে এই দুর্ব্বার করীকরসম চপল হস্ত নিশ্চয়ই তোমাকে নিবিড় বেষ্টনে ধরিয়া রাখিবে।"

চম্পকলতা কহিলেন—"ওহে! তুমি কি ভোজরাজের অধিকারী হইয়াছ যে, তোমাকে করদানে আরাধনা করিব?"

শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়গর্ভ মধুর বাক্যে কহিলেন—"চম্পকলতে! আমি সত্যই ভোগরাগের অধিকারী। হস্ত দিয়া আরাধনা করিলে আমার তাদৃশ সন্তোষ হয় না। অতএব তোমরা সযত্নে যে সকল কাঞ্চন-কুম্ভ লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহার স্পর্শদানে আমার তুষ্টি সম্পাদন কর।"

ললিতা পরিহাস বিহসিত বদনে কহিলেন—"তুমি কেবল মুগ্ধা রমণী-গণকেই চাতুর্য্যে বিড়ম্বিত করিয়া এরূপ গর্ব্বিত। দেখ, এই বিদগ্ধা-প্রবরা গোপ-যুবতী সকল রাজার ঘট্টদানকে চরণে ঠেলিয়া অবলীলাক্রমে চলিল। অতএব যাও দানীন্দ্র! তোমার উদ্যান—চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া ফুৎকার করগে।"

শ্রীকৃষ্ণ সকুটিল কটাক্ষে ললিতার পানে চাহিলেন। আহা! সে বিলোল দৃষ্টিতে যেন কত অভিমান মিশ্রিত অনুরাগের অনুনয় বিনয় প্রকাশ পাইতেছে। ললিতা তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলেন—মনে মনে কহিলেন—"মোহন! এ লীলা যজ্ঞের পূর্ণাহুতির আর অধিক বিলম্ব নাই।" শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সদম্ভবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"গর্ব্বিতে! মাদৃশ ভুজবিক্রমী কেন তোমার নিমিত্ত ফুৎকার করিবে? করিদর্পহারী হরি (সিংহ) কি হরিণীবৃন্দ বিমর্দ্দনে প্রয়াস পায়?" *

শ্রীরাধা ললিতাপাঙ্গের লীলালহরী দেখাইয়া হাসি হাসি মুখে কহিলেন—"সরভস-বলিতা ললিতা আগে থাকিতে হরি কি করিতে পারেন?"

সরভ নামক সিংহ বিমর্দ্দনকারী জন্তু সংবলিতা ললিতা সম্মুখে থাকিলে হরি অর্থাৎ সিংহ কিছুই করিতে পারে না, ইহাই পক্ষান্তরের অর্থ। কিন্তু শ্রীরাধা ভাবে প্রকাশ করিলেন যে "সরভসবলিতা" অর্থাৎ কৌতুকের সহিত বলবতী ললিতা যদি আগে থাকে তাহাহইলে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) কি করিতে পারেন?"

শ্রীরাধার এই গরিমা সূচক কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

* এস্থলে নাটীর নিবৃত্তি নামক ষষ্ঠাঙ্গ প্রদর্শিত হইল। নিদর্শনের যে উপন্যাস, তাহার নাম নিবৃত্তি।

"পঙ্কজ নয়নি, শুন সুবদনি!
যথার্থ কহি যে আমি।
দিব্য কল্পলতা, পূরে কাম যথা,
তেমতি কামদা তুমি॥
ধনি! কেন এ রণ-বাসনা।
বিশাল জ্রূ-ধনু সঘন কম্পনে,
দেখাইছ বীরপনা॥
মোর প্রাপ্য যত, শুল্ক বিত্ত যত,
বুঝিয়া করহ দান।
কিম্বা রণ-রঙ্গে, সখিগণ সঙ্গে,
হও আসি আগুয়ান॥" * *

ললিতা কুটিল নয়নে চাহিয়া কহিলেন—"বীরেন্দ্র! দুরাত্মা শঙ্খচূড় গোপিকাগণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার কালে, তুমি তাহাকে বাহুবলে বিমর্দ্দিত করিয়া যখন বিখ্যাত বিক্রমশালী হইয়াছ, তখন তোমার যুদ্ধাভিলাষিতা যোগ্যই বটে!"

শ্রীরাধা অদূরে দাঁড়াইয়া কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিলেন। শুনিয়া কি চিন্তা করিলেন। তারপর যেন ভয়াকুলিত প্রাণে সখীগণকে ত্বরান্বিত করিয়া কহিলেন—"সখিগণ! আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, চল, ত্বরায় নিজ নিজ পসরা তুলিয়া লও।"

শ্রীরাধার কথায় ললিতাদি সখিগণ তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব হৈমঘট কক্ষে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যজ্ঞবেদিকার দিকে যাইতে লাগিলেন।

॥ ২ ॥

চটুলাক্ষী কুরঙ্গিনীগণ কূট-বাগুরায় পতিত হইয়াও বুঝি পলায়ন করে—অতি সাধের ধরা পাখী বুঝি উড়িয়া যায়! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-ললনাগণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তাঁহার আশালতা ফলবতী হইতে না হইতে মুকুলেই বুঝি উৎপাটিত হইল—পূর্ণচন্দ্র ষোলকলায় হাসিতে না হাসিতেই কালমেঘে ঢাকিল—পিপাসিত চকোরের আশা মিটিল না? শ্রীকৃষ্ণ বড়ই ক্ষুভিত হইলেন। ব্রজ-সুন্দরীরা সলীল গমন-চাতুর্য্যে বিদগ্ধরাজের বিলোল দৃষ্টিকে চমৎকৃত করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। প্রতি পদ-বিক্ষেপে

মণিময় নূপুর ধ্বনি,—করে কনক কঙ্কনের কোমল নিক্কণ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিমূলে সুধাধারা বর্ষণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ শিহরিলেন। ব্রজ-বধূদের অলংকারত প্রফুল্ল বদনসুষমা সায়াহ্ন রবির স্বর্ণ-কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অনিমেষ নয়নে সে প্রাণ মাতান মাধুরী রাশি দেখিতে দেখিতে সাত্বিক ভাবাবেশে স্তম্ভিত হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইতে শ্রীরাধারও চরণ যেন আর উঠিতেছে না। নানাছলে বিলম্ব করিয়া সানুরাগ দৃষ্টিতে প্রাণকান্তের সুন্দর মুখখানি কতবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন, আশা মিটিতেছে না। আহা! প্রেমরাজ্যের এ দৃশ্য কি মধুর! কি মনোহর!!

শ্রীকৃষ্ণ ভাব সম্বরণ করিয়া সুবলকে ডাকিয়া কহিলেন—"সখে! সত্বরে উহাদের গৃহীত স্বর্ণ ঘটগুলি লইয়া এই ঘট্টাঙ্গনকে ভূষিত করিতে আরম্ভ কর। পরে আমি ঐ পুরুষ রত্নের প্রিয়তমা পঞ্চালীটীকে ধরিব।"

সুবল দ্রুতপদে ব্রজদেবীর সম্মুখে গিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন—"ললিতে! তোমাদের এই হৈয়ঙ্গবীন-পূর্ণ কলসগুলি অতিশয় ভারপ্রদ, লইয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। অতএব দাও, আমি এই গুলিকে লইয়া ঘট্টগৃহে রাখিয়া আসি। আর তোমরা সুখে গমন কর, কেমন!"

ললিতা পরিহাস-বিহসিত মুখে সগর্ব্বে কহিলেন—"ধিক্! ধিক্!! ওরে প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্ত্তীর লীলামাত্য! ললিতা শয়ন করিয়া থাকিলেও কে এমন নির্ভয় আছে, যে একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে সাহস করে?"

ললিতার তেজোব্যঞ্জক বাক্যে সুবল যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। শঙ্কিত মনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"প্রিয় বয়স্য! আমি একা, কিরূপে পাঁচটী ঘৃতের কলস লইয়া আসিব? অতএব সখাগণকে সঙ্গে লইয়া তুমি স্বয়ংই একবার চল!"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—"কি সখে? তুমি যে সুবল হইয়া বেশ দুর্ব্বল হইলে, ললিতার সামান্য আস্ফালনেই বিচলিত হইতেছ?"

সুবল যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। তারপর পরিহাস ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"প্রিয় বয়স্য। এরূপ বাক্য-সুলভ দর্প প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তোমার বিক্রম ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেদিন শ্রীরাধার সহিত পাশাখেলা আরম্ভ করিলে, ললিতা ছল পূর্ব্বক শ্রীরাধার জয় ঘোষণা

করিয়া তোমার বাঁশীটী কাড়িয়া লয়, পরে তুমি কৌস্তভমণি লুকাইলে, হাস্যমুখী গোপবধূ সকল যখন তোমার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করে তখন তুমি সহসা শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছিলে নয় ?"

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কহিলেন—"ওহে মিথ্যাবাদিন্! চুপ কর, চুপ কর। আমার পরাক্রম-প্রভঞ্জনের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইলে রম্ভাতরুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্রা ললিতা তো সহজেই শঙ্কিতা হইবে ?"

শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্বপূরিত বাক্‌চাতুর্য্যে ললিতা কিছু অপ্রতিভ হইলেও সাহসী হইয়া সহাস্যে কহিলেন—"সখি বিশাখে! আমাদের প্রিয় সখীর ভ্রাতা শ্রীদাম-যোগীন্দ্রকে বন্দনা কর; তিনি প্রাণায়াম দ্বারা প্রভঞ্জনকে নির্জ্জিত করিয়া এই রক্ষণীয়া রম্ভাতরু-রূপিণী গোপী-গোষ্ঠীকে রক্ষা করিবেন।"

পরিহাস-রসিকা ললিতা "যোগীন্দ্র" শব্দে "উপায়াভিজ্ঞ" অর্থান্তর সূচিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সামদানাদি উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে চরম উপায় দণ্ড দ্বারা শ্রীদাম স্বায় সামর্থ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া বামোরু গোপাঙ্গনাগণকে প্রফুল্লিতা করিবেন।

রহস্য-প্রিয়া বিশাখা ললিতার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন—ললিতা এই উৎকর্ষ-প্রসঙ্গেও উৎকর্ষের প্রধানতম অংশটীই প্রকাশ করিল না, এই মনে করিয়া যেন এরূপ মৃদু হাসিলেন। কহিলেন—"ললিতে! ভাল স্মরণ করাইয়া দিলে! শ্রীদাম-চন্দ্রাঙ্কিত ভাণ্ডীর-পূর্ব্বশৈলে শ্রীকৃষ্ণ-জলধরকে দেখিয়া আমাদের এই চপলা সখী বৃন্দা হাস্যমুখী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদাই সর্ব্বোৎকর্ষ বিরাজমান; কিন্তু সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীদামের উৎকর্ষ দেখিয়াই বৃন্দা হাস্য করিয়াছিলেন। আবার এই বৃন্দার সখীত্বেরও স্থিরতা নাই। যখন যাহার উৎকর্ষ দেখেন তখন তাহারই পক্ষপাতিনী হন। কখন কৃষ্ণোৎকর্ষ দর্শনে কৃষ্ণসখী কখন বা আমাদের উৎকর্ষ দর্শনে আমাদের সখী হইয়া থাকেন।"

অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সুন্দরি! আমাদের বয়স্যগণের মধ্যে কোন সখা আমাদিগকে জয় করে আবার আমরাও বা কাহাকে জয় করি। এই জয় পরাজয়ে আমাদের বয়স্যত্বই কারণ, ইহাতে তোমাদের ভ্রাতৃত্বের কারণ নাই। অতএব তোমাদের এরূপ গর্ব্ব করা বৃথা।"

সকলেই নীরব। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিলেন না। শ্রীরাধা কথা কহিব মনে করিতেছেন, পারিতেছেন না। প্রেমানন্দজনিত

অশ্রুর্বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ। প্রাণ-প্রিয়তমের নয়নানন্দ নবকিশোর রূপ খানি দেখিব বলিয়া বিদ্যুদ্বিলোকনে চাহিতেছেন,—লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে, অমনই মুখখানি অবনত করিয়েছেন। মৃণাল-ভুজবেষ্টনে প্রাণকান্তকে হৃদয়ে ধরিবার উপক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, চরণ অচল—বাহু অসাড়। সাত্ত্বিক-বিকার বিকম্পিত দেহখানি কনক-লতিকার ন্যায় কেবল থাকিয়া থাকিয়া মৃদু কম্পিত হইতেছে।

———

॥ ৩ ॥

বৃন্দাবনের বৈকালিক বনমাধুরী কি মনোমোহিনী! দেখুন পাঠক! সকল বনেই তো ফুল ফুটে, মলয়ের মৃদুপ্রবাহে গন্ধ ছুটে। অলিগুঞ্জনে—কোকিল কূজনে সকল উপবনই তো মুখরিত হয়। কই, এমন প্রাণ মাতান—মন গলান ভাব-মাধুরী তো তাহাতে নাই? আহা! এ বনে সে বনে কি তুলনা হয়? এযে রাধাশ্যামের লীলাকানন শ্রীবৃন্দাবন। এ বনের মোহন মাধুরী অমরার নন্দনকেও পরাজিত করে—ভুবন মোহনেরও মনোমোহন করে। মরি মরি! ঐ যে নিরুপমা শোভা প্রতিমার ন্যায় শ্রীরাধা কাঞ্চন-কমল-কান্তিতে কানন খানি কমনীয় করিয়া বক্ষোবিলম্বি মণি মালা দোলাইতেছেন, সে দেব-দুর্ল্লভ মণি-কান্তি অস্তমরবির ঈষৎ আরক্তিম কিরণে ঝলমল করিতেছে। ভুবন-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সে মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। মৃদুপাদবিক্ষেপে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া কহিলেন—

"বিনোদিনি! মু বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া, দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
খঞ্জন নয়নে অঞ্জন রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে, অমূল্য মুকুতা
উহার অধিক দান॥
অলকা উপরে ফুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।
পরশ দাপণি, নিজ মুখ খানি,
কে করে দানের লেখা॥

পীন পয়োধর, সুমেরু শিখর,
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক যতন করিয়া
ধন লৈয়া যাও কোরে॥
চরণ উপরে কনক নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
হাঁসের পসার, করি আগুসার,
প্রবোধ করহ দানী॥" (বংশীবদন)

বলিতে বলিতে হৃদয়ে এক দুর্দ্দমনীয় আবেগ আসিল। অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতির সহিত যেন অল্পে অল্পে আত্মহারা হইলেন। এমন সময়ে সহসা কেকীর সঙ্কুল রবে শ্রীকৃষ্ণের চমক ভাঙ্গিল। শ্রীরাধার দিকে ললিতাপাঙ্গে চাহিয়া পুনরায় কহিলেন—

শুন গৌরি! সুলোচনে! চাতুরী করিয়া মনে,
যদি না কাঞ্চন কর দান।
গৌরিক চিত্রিত মরি! প্রবেশিয়া গিরি-দরী,
রাখহ সজনি! নিজমান॥" * *

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ঈষৎ আবরণ করিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতা উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"ওহে রতিবল্লভ! শুন শুন, এই শ্রীরাধা-মাধুরীর এমনই মাহাত্ম্য যে, ইহাঁর স্বামীও পাদপদ্মস্পর্শ-সৌভাগ্য ভাজন হইতে আপনাকে অযোগ্য মনে করেন। শ্রীরাধা তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল ইহাতেই কৃতার্থ মানিতেছেন এবং শঙ্কাকুল চিত্তে দূর হইতেই সাদরে বন্দনা করিয়া থাকেন।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীরাধা ভ্রূ কুটিল করিয়া ললিতার দিকে চাহিলেন। চাহনিতে যেন কত অসূয়ার ভাব প্রকাশিত হইল। শ্রীরাধা কহিলেন—"ছিঃ সখি! ওকি বলিতেছ?"

ললিতা। কেন সখি। কি বলিতেছি।

শ্রীরাধা। তুমি আমার সমক্ষে আমারই প্রশংসা ও আমারই পতিনিন্দা করিতেছ। ইহাতে যে আমার লজ্জা ও অভিযোগ প্রকাশ পাইল।

ললিতা। রাধে! তুমি তো আপন মুখে আত্মপ্রশংসা বা পতিনিন্দা কর নাই যে তোমার লজ্জা বা অভিযোগ প্রকাশ পাইবে?

শ্রীরাধা। যাহা হউক সখি! ও দুইটী যাহাতে ব্যক্ত না হয়, এরূপ করিয়া বলা উচিত।

ললিতা। আমি তোমার সখী, যথার্থ কথাই বলিব; ইহাতে যদি কিছু প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহা তো ইষ্টাপত্তিই বটে। কারণ, ঔৎসুক্য-মহারাজের প্রবল্য প্রকাশে লজ্জাদি দস্যুর প্রভাব কোথায়?

শ্রীরাধার বিম্বাধরে ঈষৎ হাসির রেখা প্রতিভাত হইল। ধীরে ধীরে কহিলেন—"দেখ দেখি সখি! এ স্বেচ্ছাচারী আমাকে পুনঃপুনঃ বিচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে!"

ললিতার বড় হাসি পাইল। এইমাত্র যাঁহার কলপদামৃত বংশীগানে আত্মহারা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বিপিন-পথে ছুটিয়া আসিলেন, যাঁহার অদর্শনে নিমেষার্দ্ধকালও কোটীযুগবৎ জ্ঞান হয়, যাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলবিশিষ্ট, শ্রীমুখচন্দ্র দর্শনে, বিধাতা চক্ষুতে পলকের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিয়া থাকেন। সেই সৌভাগ্যমণি সম্মুখে পাইয়াও এখন আবার উপেক্ষা করিতেছেন! আহা, শ্রীরাধ-প্রেমে এই বামতাই তো বিচিত্র! ললিতা প্রফুল্ল নয়নে প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সুন্দর! আমাদের প্রিয় সখীর শ্রীঅঙ্গগুলিতে কৌমার কাল অবধি পুরুষের গন্ধটুকুন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই এবং মঞ্জু-নবযৌবনও প্রিয় সখীর শ্রীঅঙ্গ সেবোৎসুক হইয়া অদ্যাপি শঙ্কায় সঙ্কুচিত—ভালরূপে নির্ভর করিতে পারিতেছে না। এ হেন সতীকুলশিরোমণির পবিত্র কৈশোরাঙ্গ স্পর্শ করার কথা কি? যে ব্যক্তি কেবল দর্শন করিতেই সঙ্কল্প করে তাহাকে দুঃসাহসিকগণের অগ্রগণ্য বলা যায়। অতএব ধূর্ত্ত-শেখর! সরিয়া যাও, সরিয়া যাও!"

ললিতা বাক্-চাতুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রলোভন বাড়াইলেন আবার তাঁহাকে নিবর্ত্তিতও করিলেন, দেখিয়া সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মধুমঙ্গলের বড়ই অসহ্য হইল। তিনি উচ্চহাস্য করিয়া হাতমুখ নাড়িয়া কহিলেন—"ললিতে! আর এরূপ অতিগর্ব্ব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রিয়বয়স্যও আশৈশব ব্রহ্মচারী। তোমার প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বিকাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি দুর্ব্বাসা মুনির মুখে সখার অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-মাধুরী স্বয়ংই শুনিয়াছেন।"

সুবল কহিলেন—"ললিতে! মুনিপুত্র সত্যই বলিয়াছেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস কর। আমাদের সখা ব্রতধারী, তাঁহার হৃদয় কখন রমণীগণের কথাতেও যায় না; বরং তিনি নারীগণ হইতে ভয় পাইয়া থাকেন।"

অর্জ্জুনও অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"হাঁ হাঁ, স্মরণ হইল বটে, এই জন্যই আমি প্রিয়সখাকে এই সকল গোপাঙ্গনাদের বলয়ার শব্দে সমাকুল হইয়া কম্পমান ও পুলকিতাঙ্গ হইতে পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস ভঙ্গীতে বলিলেন—"ললিতে! সমান ধর্ম্মা সাধক দ্বয়ের একত্র অবস্থান ব্রতসিদ্ধির কারণ বলিয়া কল্পিত। আমি ব্রহ্মচারীর শিরোমণি, তুমিও ব্রহ্মচারিণী, উভয়েই সমান ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং উভয়ের সহবাস-সৌহার্দ্দ-মাধুর্য্য শীঘ্র মহাব্রত সুসিদ্ধ হইবে। তাই বলি, এস্থলে বিরোধ করা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইতেছে না।"

শ্রীরাধা মোহাকুলিত নয়নে চিরধ্যান-ধারণার ইষ্টমূর্ত্তির পানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রিয়তম যেন প্রেম-কৌটিল্য-নয়নে চাহিয়া আকুল-আহ্বান করিতেছেন। বামা-স্বভাবা শ্রীমতী অবহেলার সহিত কিঞ্চিৎ ফিরিয়া কহিলেন—"নাগর! তোমার চপল চাতুরীর কোন সার নাই; অতএব আর পিষ্ট পেষণ করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষভঙ্গী করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বৃন্দার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"বৃন্দে! দেখ দেখ!

মম পরিহাস বচন-মাধুর্য্যে
অন্তরে অতুল আনন্দ পাই'।
সুগরব ভরে সে কথা সুন্দরী
শ্রবণে ঈষৎ না দিল ঠাঁই॥
সে ভাব চাতুরী, প্রকাশিছে ওই
উল্লাস আয়ত নয়ন দুটি।
সৌভাগ্য-গরবে দেখ চাঁদমুখে
গূঢ় হাস্যবিভা উঠেছে ফুটি॥
কিন্তু অনাদরে বাগ্‌ভঙ্গী করি,
যে লাঘব পরকাশিল রাই।
তদীয়তা মম †, প্রণয় অপেক্ষা
শতগুণ তায় প্রীতি যে পাই॥ ** (১)

† চন্দ্রাবলী প্রভৃতির রাগনিষ্ঠ।

(১) এই পদ্যে বিব্বোক নামক রস প্রকাশিত হইল। "বিব্বোকো মানগর্ব্বাভ্যাং স্যাদভীষ্টেঽপ্যনাদরঃ।" অর্থাৎ মান ও গর্ব্ব দ্বারা প্রিয় জনের প্রতি যে অনাদর প্রকাশ তাহার নাম বিব্বোক।

শ্রীরাধা সলাজ-মধুর চকিত চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের নয়ন সন্নিহিত করিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিলেন। সে হর্ষ-স্ফুরিত মোহন হাস্য বিম্বাধরে কুসুমের অস্ফুট বিকাশের ন্যায় বড় সুন্দর দেখাইল। শ্রীরাধা ললিতার কানে কানে কি কহিলেন। ললিতার মুখচ্ছবি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। ক্ষণকালের জন্য সকলেই নীরবে রহিলেন।

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমসুখময় আনন্দের স্রোতে কত আশা আকাঙ্ক্ষার লহরী-লীলা গণিতেছেন। আর এক একবার প্রেয়সীর প্রণয়োৎফুল্ল পুষ্পিত সৌন্দর্য্যরাশি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছেন। ললিতা নিকটে গিয়া নয়ন কোণে চটুলতার চপলা খেলা দেখাইয়া ধীরে অথচ গম্ভীরে কহিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি গোকুলের বিখ্যাত গুণশালী যুবরাজ বলিয়াই আমরা চুপ করিয়া রহিয়াছি। সম্প্রতি তুমি যদি মর্য্যাদা সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে একান্তই প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে আমরাই বা কেন স্বকার্য্য সাধনে উপেক্ষা করিব?

অর্জ্জুন কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তোমাদের সে কার্য্য কি, যে উপেক্ষা করিবে না?"

ললিতা। গোপগণের উৎপাত হইতে নিজেদের বৃন্দাবনকে রক্ষা করা ভিন্ন আমাদের আর কার্য্য কি?

অর্জ্জুন কথাটা অবহেলা করিয়া 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপব্যঞ্জক হুঙ্কার করিতে করিতে মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বিশাখা তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া ললিতার নিকট যাইয়া কহিলেন—"ললিতে! আমাদের গোকুল যুবতীকুল-রাজ্ঞী প্রিয়সখী কি আজ্ঞা করিতেছেন শুন।

ললিতা। কি আজ্ঞা, বলনা।

বিশাখা। এই সকল গর্ব্বিত গোপাল বহুকাল যাবৎ এই বৃন্দাবনে লতাঙ্কুর-পুঞ্জ-ভঞ্জন-দক্ষ লক্ষকোটী গোধন চরাইতেছে, ফল পাড়িয়া ভোজন করিতেছে, ফুল তুলিয়া, নবশাখা ভাঙ্গিয়া পরস্পর বেশ রচনা করিতেছে। ফলতঃ বৃন্দাবনকে যেন একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। অতএব ইহাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বল, হয় ইহারা এখান হইতে চলিয়া যাউক নতুবা কর প্রদান করুক।

কথাটা মধুর গায়ে যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিল। রাগে গরগর করিতে লাগিলেন। ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে বিশাখার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"চুপ্ কর গো বিপরীতবাদিনি! আর অতটা বাহাদুরী প্রকাশ করিতে হইবে না। এ বিষয়ে তোমাদেরই বা দোষ দিব কি? প্রিয়বয়স্যের কারুণিকতাই তো এ অনর্থের মূল। তোমাদের ন্যায় অসরলাগণকে এই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেওয়া তাঁহার অনুগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব তোমাদের উহা অযুক্ত প্রলাপ নহে?"

চম্পকলতা সহাস্যমুখে বলিলেন—"ওহে আর্য্য! তুমি যে অনার্য্য হইয়া পড়িলে? বিচার না করিয়াই ব্যর্থালাপ আরম্ভ করিতেছ!"

তখন ললিতা হাসিতে হাসিতে অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"সখি! ইহা আর আক্ষেপের বিষয় কি?"

অতি সযতনে যারে শতবার
শিখালেও নাহি শুনে।
যে মহা উৎসব স্বচক্ষে হেরেছে
তা'ও যার নাহি মনে॥
শ্রুতি স্মৃতি রূপ নয়ন দু'টীর
যে জন খাইল মাথা।
সে যে মূঢ়অতি, তারে সখি! আর
দিওনা গঞ্জনা বৃথা॥ * *

ললিতার এই উপহাস-দীপ্ত কথা শুনিয়া সখীগণ বদনকমলে পটাঞ্চল ঢাকা দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু নান্দীমুখী যেন কিছু অন্যমনস্কা হইলেন। তদ্দর্শনে বিশাখা কহিলেন—"সখিনান্দী! আপনি কি প্রিয় সখীর সেই মহাভিষেক মহোৎসব স্মরণ করিতেছেন?"

নান্দীমুখী কহিলেন—"ভুবনমাঝে এমন্ কোন্ প্রাণী আছে যে, সেই মহামহোৎসব বিস্মৃত হইতে পারে?"

চিত্রা উল্লাস প্রফুল্লমুখে কহিলেন—"নান্দীমুখি! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেও সেই মহোৎসব অলৌকিক বলিয়া আমার কর্ণযুগল অতিশয় উৎসুক হইয়াছে, তাহা পুনরায় শ্রবণ করান্।"

সে অসামান্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে সকলেরই অতীব আগ্রহ জন্মিল।

তখন সখীগণ নান্দীমুখীকে মধ্যে করিয়া সম্মুখে নবমঞ্জরিত অশোক তরুমূলে সানন্দে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

॥ ১ ॥

তখনও শিথিলাঙ্গ দিবাকরের স্তিমিত রক্তিমাভা গগনমণ্ডলকে অনুরঞ্জিত করে নাই। তখনও গোষ্ঠ গমনের সময় হয় নাই; সুতরাং গোকুল গমনোৎকণ্ঠিতা গাভীগণ অবিরত হাম্বারবে ক্রীড়াপর ব্রজরাখাল দলকে আহ্বান করে নাই—ইচ্ছামত বৃন্দাবনের শ্যামল তৃণগুচ্ছ নিবিষ্ট চিত্তে ভক্ষণ করিতেছে। তখনও ব্রজরাখালগণ দূরে দূরে প্রফুল্লান্তরে বিচরণ করিতে-ছেন,—কেহ বা শ্রমাপনোদন ছলে সন্নিহিত তমাল তলে অর্দ্ধশায়িত রহিয়া-ছেন। আর এ দিকে ঐ গোবর্দ্ধনগিরি-প্রান্তে—ঐ যে পুষ্পিত অশোক তরুমূলে—মরিমরি! ঐ দেখুন পাঠক! চন্দ্রাননী ব্রজবধূদের বিমল মুখ-চন্দ্রকে বিমোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নান্দীমুখীর নিকট শ্রীরাধার অলৌকিক অভিষেক কাহিনী শুনিবার জন্য উৎসুকচিত্তে কেমন বঙ্কিমঠামে পাঁচনী নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সখ্য-রস-রঙ্গী সখাগণও সঙ্গে রহিয়াছেন। আহা! কি সুন্দর ভাব—কি ভুবন-বিমোহন মাধুর্য্যরস-মণ্ডিত বঙ্কিম মধুর মূর্ত্তি!! শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্ত আগ্রহের সহিত শ্রীরাধার নাম-রূপ-গুণ-কথার আলোচনা শুনিতেছেন, শুনিয়া শুনিয়া বিমোহিত হইতেছেন।—আহা! শ্রীরাধা-প্রেমের এমনই মোহনিয়া শক্তি—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভুবন মোহনকেও এরূপ অভিভূত করিল!! অনন্তর নান্দীমুখী বলিতে লাগিলেন—"সখি চিত্রে! শুন, একদিন বৃন্দা, ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর নিকট যাইয়া বলিল—যোগেশ্বরি! বৃন্দাবনরাজ্যে আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে অভিষিক্তা করুন। যেহেতু, আকাশ-বাণী আমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে এরূপ আদেশ করিয়াছেন।"

নান্দীর কথায় বৃন্দা ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার এরূপ হাস্যের কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ অনুসারেই তিনি আকাশবাণীর ছল করিয়া ভগ-বতীকে একথা জানাইয়াছিলেন। তখন চিত্রা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে সাগ্রহে কহিলেন—"সখি! তা'রপর তা'রপর।"

নান্দী। অনন্তর মহাতাপসী ভগবতী পৌর্ণমাসী আহ্বান করিবামাত্র পাঁচ জন দেবাঙ্গনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অর্জ্জুন অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন—"দেবি। তাঁহারা কে?"

বৃন্দা কহিলেন—"যিনি কংসকে ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন সেই ভুবনবিখ্যাতা দেবকীদেবীর কন্যা, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া, সূর্য্যপুত্রী যমুনা ও মানস গঙ্গা।

চিত্রা। তারপর কি হইল সখি!

নান্দী। সূর্য্যের কনিষ্ঠা মহিষী ছায়া বলিলেন—"ভগবতি! আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, নিশ্চয় উহা শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু কোথায় মহিয়সী শ্রীরাধা, আর কোথায় ১৬ ক্রোশ মাত্র বিস্তীর্ণ এই বৃন্দাবন রাজ্য। ইহাতে আমার মন ভালরূপে প্রসন্ন হইতেছে না। আপনি সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডাধিপত্যে শ্রীরাধাকে অভিষিক্তা করুন।"

এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবকীকন্যা পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"সখি সবর্ণে! কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্যের কথা কি, তাহাতো বৃন্দাবনের একপ্রান্তে রহিয়াছে। বলি শুন,—বেদের বস্তুজ্ঞান, যজ্ঞের বিশিষ্ট ফলোৎপাদন, তীর্থের পাবনত্ব, মন্ত্রের দুর্ঘট ঘটন, তপস্যার বাঞ্ছিত ফললাভ, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গের ইন্দ্রিয় জনিত সুখ-ভোগ, স্বর্গবাসীগণের সুখপ্রমত্ততা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ঐশ্বর সুখ, তপস্বী ও সাধুগণের যোগৈশ্বর্য্যাদি, মায়াতীতা হ্লাদসত্বা চিৎশক্তির নিত্যকল্যানকর গুণময় পদার্থ সমূহের আবিষ্করণ এবং চিৎশক্তির কার্য্যস্বরূপ বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট চিন্ময়ত্ব, এই সকল বিখ্যাত বীর্য্য অপেক্ষাও অধিক উৎকৃষ্ট বীর্য্য শ্রীমথুরা মণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। আবার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর এই ষোলক্রোশ মাত্র শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত আছে। অতএব সুন্দরি! এ হেন শ্রীবৃন্দাবন রাজ্যে ভুবনারাধ্যা শ্রীরাধাকে অভিষিক্তা করা কখনই অসঙ্গত হইবে না।

চিত্রা উল্লাস প্রফুল্লমুখে নান্দীকে সম্বোধন করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন— "সখি! তা'রপর তা'রপর।"

নান্দীমুখী ভাব গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—"তারপর লোক সকল হর্ষোৎফুল্ল হইল। গগন মণ্ডল হইতে দিব্য কুসুমরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন সূর্য্যপুত্রী যমুনা অম্বর পথে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভগবতি! বিরিঞ্চি নন্দিনী সরস্বতী এই উৎসবে যোগদান করিতে নিতান্ত উৎসুকা হইয়াও আপনার আহ্বান ব্যতিরেকে শঙ্কিত মনে আসিতে পারিতেছেন না।

অনুগতা প্রিয়সখী দিব্য-মঞ্জুষিকা (পেটিকা) লইয়া গগন পথে অপেক্ষা করিতেছেন; আপনি তাঁহাকে শীঘ্র আমন্ত্রণ করুন।"

তপন-তনয়া যমুনা এই কথা নিবেদন করিলে, ভগবতী পৌর্ণমাসী সাদরে বিরিঞ্চিপুত্রী সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন। বাগ্দেবী ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিয়া সেই দিব্য-পেটিকাটি উদ্ঘাটন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"

বৃন্দা আনন্দে অধীর হইয়া নান্দীমুখীকে আর বলিতে না দিয়া বাগ্দেবীর সেই উক্তি স্বয়ং প্রকাশ করিলেন।—"বাগ্দেবী বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রপত্নী শচী স্বর্ণসিংহাসন, কুবের গৃহিণী ঋদ্ধি রত্নালঙ্কার, বরুণ-প্রিয়া গৌরী ছত্র, পবনপ্রিয়া শিবা চামরদ্বয়, অগ্নিভার্য্যা স্বাহা দুকূলদ্বয়, শমন-প্রিয়া ধূমোর্ণা মণি-দর্পণ কৌতুক সহকারে আমার হাতে দিয়া পাঠাইয়াছেন।"

চিত্রা মোহিত হইয়া কহিলেন—"সখি! তারপর তারপর।"

বৃন্দা। তাহারপর—

উঠিল অম্বরে দিব্য বাদ্যধ্বনি।
শ্রবণ রোধিয়া, দিগন্ত প্লাবিয়া,
গম্ভীর করিল আকাশ অবনি॥
তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্বের গণ।
থাকি মেঘান্তরে, সুমৃদু ঝঙ্কারে,
গায় দিব্যগীত পুলকিত মন॥
যত বিদ্যাধরী—অপ্সর অপ্সরী।
সঙ্গীতের তালে, নাচে কুতূহলে,
জগভরি উঠে আনন্দ লহরী॥
হেনকালে সেই সুররামাগণ।
করি জয়রব, অভিষেকোৎসব,
আরম্ভিল হ'য়ে আনন্দ মগন॥ * *

এই বলিয়া বৃন্দা সলাজ দৃষ্টিতে নান্দীর মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন—"সখি! তার পর কি হল, বল না!"

নান্দীমুখী ঈষৎ হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন। "তাহার পর ব্রজেন্দ্র-নন্দন সানন্দ চিত্তে সে মহোৎসব রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। ভগবতীর আজ্ঞায় তখন ভুবন পাবন তরঙ্গিনী গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী সঙ্গিনী সেই দেবাঙ্গনা গণ,

তোমরা সখী বলিয়া তোমাদের সহিত শ্রীরাধাকে স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। দিব্য মহৌষধি রসামৃতে মণিকুম্ভ সকল পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।—

"কত শত ঘটভরি, বারি সুবাসিত,
তাহি করিল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন
কুসুমহার সুললিত॥
বাস ভূষণ, উপহার রসায়ণ,
আনত কত পরকার।
রতন বেদিপর বৈঠল শশিমুখী,
সখীগণ দেই জয় কার॥
শ্রীবৃন্দাবন, ভূমীশ্বরী করি,
ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয়, মঙ্গল কলরব,
আনন্দ মোহন দেখ॥" (পঃ কঃ)

চম্পকলতা আনন্দে পুলকিতা হইয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"তার পর, তার পর।"

নান্দীমুখী ভাব-বিজড়িত কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"সখি, তার পর—

বীণা উপাঙ্গ, ডম্ফ কত বাজত,
মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিকে সহচরী জয় জয় রব করি,
নাচত গায়ত পরম রসাল॥
দেখ দেখ রাই কো শুভ অভিষেক।
কনক মুকুর তনু, বদন চাঁদ জনু,
নিরমল ঝলকে পরতেক॥
ভগবতী কতহুঁ, যতন করি রাইকো,
শিরোপর ঢালই বাসিত বারি।
সুমেরু শিখরে জনু, শতমুখী সুরধুনী,
বেগে গিরয়ে ঐছে নেহারি॥

কুঞ্চিত কুন্তল, বাহি বাহি পড়য়ে জল,
চাময়ে মোতিম চরকে জনু।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলয়ে,
আনন্দমোহন অবশ তনু॥"

(পঃ কঃ)

অনন্তর সরস্বতী সৌগন্ধিক মালা হাতে লইয়া কহিলেন—"ইহা আমার জননী সাবিত্রী স্নেহ সহকারে পাঠাইয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া,দেবকীপুত্রী বিন্ধ্যাবাসিনী, সরস্বতী দেবীর হাত হইতে সেই মালা ছড়াটী লইয়া গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে পরিহাস রসিকা যমুনা সহাস্য মুখে কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! বন্ধুজনের স্নেহ ধর্ম্মেরও বিস্মৃতি ঘটায়। এই স্নেহের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও অবিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।"

যমুনার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী যেন কিছু অপ্রতিভা হইলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন—"যমুনে! তুমি এমন কি অবিচার দেখিলে? তখন যমুনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"দেবি! আমার প্রিয় ভগিনী শ্রীরাধার সৌগন্ধিকমালা আপনি কেন নিজের ভাইয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন।"

এই কথা শুনিয়া দেবী হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে সুচারু মণিহারের সহিত দিব্য সৌগন্ধিক মালাছড়াটী খুলিয়া লইয়া প্রিয়সখীর কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—"অয়ি! এই তোমার মালা লও।"

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন। প্রেমিকচূড়ামণি এই অতীত প্রেমলীলা কাহিনী যত মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন, ততই প্রেমে মাতিয়া, প্রেমের আকুলতরঙ্গে ভাসিতেছেন। অতীত সুখস্মৃতি গুলি লহরে লহরে পরিস্ফুট হইয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ধীর স্থির ভাবে শুনিতে লাগিলেন। বিশাখা কহিলেন—"সখি তারপর তারপর।"

নান্দীমুখী বলিতে লাগিলেন,—"তারপর, এই হার কঠিন হৃদয়ের সঙ্গ করিয়াছে ইহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া তপন তনয়া যমুনা হাসিতে হাসিতে সকৌতুকে শ্রীরাধার হার খুলিয়া লইয়া মনোহর হরিকণ্ঠে অর্পণ করিলেন। অনন্তর বিন্ধ্যবাসিনী কংসারির বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ লইয়া শ্রীরাধার তীলক রচনা করিয়া দিলেন। তারপর—

"মণিময় আভরণ ভগবতী দেল।
যাঁহা যেই শোভল পহিরণ কেল॥
নব ফুলমালা দেওল বনদেবী।
ঐছনে চন্দনে বহু মত সেবি॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম।
ডাহিনে ললিতা বিশাখা বাম॥
মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ।
চরিত্র বিচিত্র দণ্ড করু হাত॥
চম্পকলতা চামর করু গায়।
শশিকলা সম বীজন বায়॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়।
মোহন দূরহি নেহারই তায়॥ (পঃ কঃ)

বৃন্দা এই মনোহর প্রেমলীলাকাহিনী শুনিতে শুনিতে আনন্দবেগে পুলকিতা হইলেন। তাঁহার চিরপ্রেমোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত হৃদয়ে স্মৃতির লীলাময় চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তখন একে একে সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল। হর্ষবিহ্বলচিত্তে বৃন্দা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তাহার পর ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী উল্লাসের সহিত বলিয়াছিলেন—

"আনন্দে বিলাস কর ওহে ফুল্লতরুগণ!
নবীনা লতিকাবধূ প্রেমে করি আলিঙ্গন॥
সুকণ্ঠ বিহগকুল! অলির গুঞ্জন সঙ্গে।
তুলিয়া ললিত তান গাও গাও গাও রঙ্গে॥
বনচারী পশুগণ! কর সুখে আস্ফালন।
ময়ূর ময়ূরী নাচ করি পুচ্ছ প্রসারণ॥ * *

যেহেতু, শ্রীমতী রাধারাণী সখীরূপ সেনানীগণে পরিবৃতা হইয়া এবং উদ্যান পালিকা বৃন্দাকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া তোমাদের এই বৃন্দাবন রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ভগবতী এই কথা বলিলে সকলেই পুলকানন্দে নিস্পন্দ হইল। তখন—

চারু কুন্দলতা পুলকে শীহরে,
নব নব কলি কত যে মঞ্জরে,

মালতী শোভিতা হয়ে পত্রাঙ্কুরে,
বিরাজে ধরিয়া মোহন সাজ।
মনোরমা নব মালিকা সুন্দরী,
ঈষৎ হাসিল বিসারি মাধুরী,
বিশাখিকা চাঁপা ধীরে ধীরে মরি!
ফুল্লিতা হইল বিপিন মাঝ॥

আর প্রিয়সখী কুন্দলতা তখন শত শত উৎকণ্ঠায় আকুল হৃদয়া হইলেন। চিত্রা স্তনমণ্ডল ও কপোল উপরি পত্রভঙ্গ রচনা করিয়া উল্লাসভরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ললিতা নবপুষ্পদামে বিভূষিতা হইয়া ঈষৎ হাস্যমুখী হইলেন এবং চম্পকলতা ও বিশাখা বিপুল হর্ষভরে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন।

এই কথা শুনিয়া ললিতা প্রফুল্লান্তরে কহিলেন—"নান্দীমুখি! রবিনন্দিনী যমুনা যে কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

নান্দীমুখী মৃদু হাসিয়া সাগ্রহে কহিলেন—"নানা, ললিতে! আমাদের নিকট তিনি যে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন তাহা ভুলিব কেন? যমুনা বলিয়াছিলেন "আজি হইতে আমার ক্রীড়া কাননে প্রিয়সখী ললিতা প্রভৃতি সুখস্বচ্ছন্দে কুসুম চয়ন করুন।"

তখন যমুনার এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়াছিলেন—"যমুনে! কুসুমগুলিও মাধবের অধীন।

বৃন্দা সহাস্যমুখে শ্রীরাধাকে ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—"সখি! সে সময় দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তোমার তিলক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, শশির জননী ছায়া তোমার চূড়া বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। তুষ্টা পুত্রী সংজ্ঞা তোমার কবরীবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, তোমার সখীগণ তোমাকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছিলেন, সূর্য্যপুত্রী যমুনা তোমাকে চামর ব্যজন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার নন্দিনী সরস্বতী তোমার মস্তকে মণিচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, আহা! সে সকল গৌরবের বিষয় কেন বিস্মৃত হইব?"

আত্মপ্রশংসাসূচক স্বীয় সৌভাগ্য গৌরবের কথা শুনিয়া শ্রীরাধার হাস-বিকসিত বদনখানি লজ্জাভারে অবনত হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে কহিলেন—"বৃন্দে! বিরত হও।"

এই মধুরাভিষেক বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপটে প্রিয়তমা শ্রীরাধার সে সময়কার ভুবনমোহন মাধুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ

তন্ময়ভাবে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! মাধুরীময়ী শ্রীরাধার মধুরিমা দর্শনে উদ্দামলালসা জন্মিলেও দেববধূদের লজ্জায় আমি তখন নতবদন হইয়াছিলাম। সুতরাং শ্রীরাধার সে শোভা সন্দর্শনে নয়ন নিয়োগ করিতে পারি নাই। কিন্তু সে সময়ে সহসা আমার হৃদয়শোভী কৌস্তুভ-মণিতে শ্রীরাধার মাধুরী-মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই বিপুল হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম।"

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকৃষ্ণ বড়ই বিহ্বল হইলেন। সুবল অন্তরাল করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—"সখে! শ্রীরাধার উন্মাদ প্রমদের জন্যই তো সেই মহাভিষেক-স্থলীকে লোকে "উন্মদরাধা" বলিয়া থাকে।"

কথাটা মধুমঙ্গলের ভাল লাগিল না। বিরক্ত ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন—"প্রিয়বয়স্য! সবই স্মরণ আছে। এ সব কথা সত্য নহে, উহা গোপীদের দম্ভ মাত্র।"

এই বলিয়া সকলেই ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[২]

ব্রজলক্ষ্মী শ্রীরাধা তখনও পূর্ব্ববৎ বদন কমল ঈষৎ অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। আর এক একবার বিদ্যুদ্বিলোকনে প্রেমাস্পদের প্রেমমাখা কান্তমূর্ত্তিখানি দেখিতেছেন; প্রাণে আনন্দবেগ উছলিয়া উঠিতেছে। মনে করিতেছেন কথা কই, কিন্তু পারিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণও বঙ্কিম নয়নে চাহি-তেছেন,—নয়নে নয়নে মধুর মিলন—নয়নে নয়নে মধুরালাপ। আহা! প্রেমিকের মরম-কাহিনী বুঝি এইরূপ নয়নে নয়নেই নীরবে প্রকাশ পায়। অনেকক্ষণের পর শ্রীরাধার সে আবিষ্টভাব তিরোহিত হইল। ধীর মধুর স্বরে বৃন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সখি! গণনা করিয়া দেখ, কানঃ-নের কর আটবৎসর হইল কিনা?"

বৃন্দা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমার অভিষেকের পূর্ব্ব হইতে এই ৮ বৎসর কেহ ইহাদের নিকট করগ্রহণ করে নাই। সুতরাং করগ্রহণ একান্ত উচিত; কিন্তু এই সকল অসংখ্য গোপাল প্রত্যেকে শত কোটি গোচারণ করিয়া থাকে। এই অসংখ্যত্ব নিবন্ধন ইহাদের গণনা হই-তেই পারেনা। তবে কানন কর রূপ মূল্যে কৃষ্ণাদি গোপ যে তোমার ক্রীত হইয়া রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয়।"

ললিতা পরিহাস করিয়া কহিলেন—"বিশাখে! বৃন্দাবনেশ্বরী আজ্ঞা করিতেছেন, তুমি আগে জোর করিয়া এই পটুম্মন্য ব্রাহ্মণ বালকটার মণি-ভূষণ কাড়িয়া লও।"

এইকথা শুনিয়া মধু বাস্তবিকই যেন কিছু বিচলিত হইলেন। ভয়ে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন—"প্রিয়বয়স্য! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ বিষয়ের মীমাংসা করা দুষ্কর। অতএব আমাদের পলায়ন করাই ভাল।"

মধুমঙ্গলের ভাবগতি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ওহে বয়স্য! তবু যে তুমি স্বস্থানে থাকিয়া পরকে দ্বেষ করিতে ছাড় না। যাহা হউক ললিতার লগুড় তাড়নাভয়ে সঙ্কুচিত হইও না। এই আমি সম্মুখে সুদর্শন রহিয়াছি।"

শ্রীরাধা কুটিলাপাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ আলিঙ্গন করিয়া সে বদনশোভা একবার দেখিয়া লইলেন। আহা! সেই কোটীকাম-কমনীয় সানুরাগ সহাস্যমুখখানি শুধু একবার নয় শ্রীরাধা অনিমিখ্ নয়নে অনেকবার দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃদু হাসিয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"নানা সুবল! আর লজ্জায় কাজ নাই, কানন-কর শীঘ্র আনয়ন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধার দিকে প্রেমকুটিল নয়নে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"রাধে! তুমি একমাত্র কানন ঈশ্বরী।
কিন্তু সেই ঘট্টরাজ, গোকুল মণ্ডল মাঝ,
দ্বাদশবনের হন পূর্ণ অধিকারী॥
সামান্য প্রদেশে তব আছে অধিকার।
নিখিল জগতি মাঝে, যতেক পরাণী আছে,
সর্ব্বোপরি আধিপত্য আছে যে তাঁহার॥
তুমিত সামন্তলক্ষ্মী—মণ্ডল ঈশ্বরী।
মন্মথ সম্রাট তিনি শুনগো সুন্দরি॥
ভাল চাও ঘটশুল্ক দাও আনি তাঁর।
প্রয়োজন আছে কিবা এত ছলনার॥" **

বিশাখার বিম্বাধরে হাসির রেখা দেখা দিল। কহিলেন—"ওহে সুবল! শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা তো বেশ বুঝিলাম। কিন্তু তা'হলে কি হয়,

তোমাদের উদ্যানচক্রবর্ত্তীর আজ্ঞাকারী ঘট্যাধ্যক্ষ আমাদের বৃন্দাবনেশ্বরী প্রিয়সখীর কানন-কর কিরূপে মুক্ত হইবে?"

কথাটা সুবলের প্রাণে বড় লাগিল। রাগে ক্ষোভে বদনখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"বিশাখে! তোমার ওরূপ ঘৃণিত গর্ব্বপ্রকাশ থাক্। তুমি মূঢ়ের ন্যায় মদঘূর্ণিতা হইয়া তত্ত্ব না জানিয়াই প্রলাপ করিতেছ।"

বিশাখা মৃদু হাসিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওহে! এ বিষয়ে তত্ত্বটা কি বলনা, শুনি।"

সুবল। "বিস্তারের প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলি শুন। যিনি মহা-মন্মথ চক্রবর্ত্তী তিনিই আমাদের প্রিয়বয়স্য রূপে বর্ত্তমান জানিও। স্বরূপতঃ এই দুইয়ের ভিন্নতা নাই।"

অর্জ্জুন উল্লাসের সহিত কহিলেন—"শ্রীরাধা, মহামন্মথ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া তত্ত্বতঃ উভয়ে একই বস্তু। ইহা তো সামান্য কথা। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সমানধর্ম্মা যে কেহ আছেন তাহাও কখন জানা যায় নাই, বিশেষতঃ যিনি সম্মোহন মাধুর্য্যভরে নিত্যনূতন ও সর্ব্বোপরি বিরাজমান সেই প্রিয় বয়স্যের সমগ্র গোকুলপতিত্বে গোবিন্দাভিষেক কাহার গর্ব্ব না খর্ব্ব করিতেছে? আহা!———"

ভয় পাই অতি, দেব সুরপতি,
আসিয়া গোকুল পুরী।
নিভৃতে পাইয়া, হরষিত হৈয়া,
পড়ে কৃষ্ণ পদ ধরি॥
স্তুতি নতি করি, পুনঃ পুনঃ পড়ি,
অপরাধ ক্ষমাইল।
দেবগণ লইয়া, একত্র হইয়া,
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল॥
আসিয়া সুরভি, কৃষ্ণ শিরোপরি,
ঢালয়ে স্তনের ক্ষীর।
দেবগণ মিলি, শিরোপর ঢালি,
আকাশ গঙ্গার নীর॥

দুন্দুভি বাজে, বিদ্যাধরী নাচে,
গন্ধর্ব্বে মধুর গায়।
পড়ে স্তুতিবাণী, জয়জয় ধ্বনি,
আকাশ ভেদিয়া যায়॥
দেব কলরব, মহা মহোৎসব,
নানামতে পূজা কৈল।
হৈয়া দণ্ডবতে, পড়িলা ভূমিতে,
চরণে স্মরণ লৈল॥
তুষ্ট হৈয়া হরি, শুভদৃষ্টি করি,
সব দেবগণ পানে।
অভয় পাইয়া, পদরজ লৈয়া,
গেলা সব দেবগণে॥" (মাধব)

স্বপক্ষীয় উৎকর্ষের কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। মুখে আর হাসি ধরে না। হাত মুখ নাড়িয়া অভিজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় অদ্ভুত বাক্‌ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"ললিতে! অর্জ্জুন ভাল কথা বলিতেছে। এই জন্যই গোপাল তাপনী প্রভৃতি উপনিষদে এই বন "কৃষ্ণধন" বলিয়া বর্ণিত আছে।"

রসজ্ঞা বৃন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এই দুইয়ের মধ্যে পরবিধিই বলবান। অতএব নূতন রাজা অভিষিক্ত হইলে পুরাতনকে কে গণনা করে।"

মধুমঙ্গল বৃন্দার দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অবজ্ঞাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন—"বৃন্দে! তোমার ও বাচালতা রাখ; নিশ্চয় জানিও, আমাদের প্রিয়বয়স্যই এই কান্তারের অধীশ্বর। অতএব আমরা রাজকুলপুরুষ; করদাত্রী তোমাদিগকে জীলাপীর ন্যায় বোধ করিতেছি।"

ঔদরিক মধুমঙ্গলের কথায় বৃন্দা মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল শেষে তাঁহাকে কুটীলস্বভাবা বলিলেও তাহা উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীরাধার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। মধুমঙ্গলও হর্ষোৎফুল্ল মুখে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

॥ ৩ ॥

সায়াহ্ন গগনের ন্যায় শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধার লাবণ্য-লীলা পলকে পলকে অভিনব শোভাশালিনী। শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে সে মাধুরী মাখা শোভারাশি দেখিতে দেখিতে কখন বিহ্বল, কখন তন্ময়. কখন বা প্রেমাবেগে অধীর হইতেছেন। তাঁহার বিরহ বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রেমের লহরী যেন দুলিয়া দুলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। শ্রীরাধা পীযুষ নিষ্যন্দিনী দৃষ্টিতে একবার প্রাণকান্তের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। আহা! সে ভুবনভুলান হাসি যেন অধরপুট হইতে পলাইয়া গিয়া নয়নপ্রান্তে লুকাইয়া কত মাধুর্য্যামৃত বর্ষণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সে অনুকূলা দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া সোল্লাসে কহিলেন—"সখে সুবল! শ্যামল মণ্ডপিকা সজ্জিত কর; কারণ, এই সকল রমণী যখন শুল্কদান করিল না, তখন ইহারা শুল্ক মূল্যে ক্রীতদাসী হইয়াছে; সম্প্রতি ইহাদিগকে ঐস্থানে অবরোধ করিয়া রাখিতে হইবে।

সুবল সেই দণ্ডে শ্যামল-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীরাধা ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে চাহিয়া নাতি-কঠোর কণ্ঠে কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! ওহে চোর-চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রিবর সুবল! তোমরা কি কারণে আমার প্রিয় সখী শ্যামলার ব্রতবেদী এই ক্ষুদ্র গৃহখানি ঘট্ট-ঘটনায় দূষিত করিতেছ।"

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূ-কুটিল করিয়া কহিলেন—"কুটিলাধিশ্বরি! আর রাধাচক্র ঘূর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই।"

অনন্তর আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিলেন—"এই মহামন্মথরাজ ধনুর্দ্ধারীর শিরোমণি, ইনি দুর্লক্ষ্য মনকেও শীঘ্র ভেদ করিতে পারেন; অতএব এই ঘট্টস্থান ইহাঁরই অধিকারস্থ।"

শ্রীরাধা উৎফুল্ল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া কহিলেন—"ওহে বংশিকা-রসিক! তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত তিনস্থানই বক্র, তুমি এই ত্রিভঙ্গিম ঠামে কল-মধুর বংশীধ্বনি দ্বারাই বক্রেশ্বর শিবের ন্যায় জগতের প্রণয় পাত্র হইয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে প্রণয়-পূরিত মধুর-বাক্যে কহিলেন—"ওহে! আমি তো ত্রিবক্র বটেই, কিন্তু তোমার যে বাক্য, কেশ, ভ্রূ, দৃষ্টি, হাস্য গমন, অবগুণ্ঠন ও হৃদয় এই আটটী স্থানই বক্র। অতএব তুমি অষ্টাবক্র ঋষি সদৃশ বক্রেশ্বরের উপাসক, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীকৃষ্ণের এই সরস বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রীরাধা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন।

ব্রজবিনোদের দিকে ক্রীড়াকুঞ্চিত নয়নে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া বদনখানি অবনত করিলেন। তদ্দর্শনে চম্পকলতা মৃদুহাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন— "মোহন! তোমার বক্রিমা লক্ষ্য না হইলেও তুমি লক্ষ বক্রিমাশালী। অতএব তুমি সমধর্ম্মা জনের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার কর, কিন্তু আমাদের এস্থান হইতে গমন করা একান্ত উচিত, কেননা, আমরা অতি বিশুদ্ধধর্ম্মা।"

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"পুণ্যবতি! মহাদান না দিয়া এখন হইতে গমন দুর্লভ জানিও।"

চম্পকলতা। সাধু ব্যক্তিদের সকল পথেই গতি, প্রসিদ্ধ আছে।"

চিত্রা। "ওহে পুরুষোত্তম! তুমি পুণ্যশ্লোক; আমরাও ধর্ম্মকর্ম্মনিরতা; সেই জন্যই বলিতেছি আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

শ্রীকৃষ্ণ। চিত্রে! এই মহারাজের আশ্চর্য্য রীতি, এ রাজ্যে ধর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু কামের অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

তখন নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সমর্থন করিয়া কহিলেন—"শাস্ত্রকার মুনি দিগেরও এই রীতির বৈলক্ষণ্য নাই; যেহেতু, কামের পরই মোক্ষ পাঠ করেন, ধর্ম্মতো অতি দূরের কথা। অর্থাৎ মোক্ষপদে আরোহণ করিতে হইলে অগ্রে ধর্ম্ম, পরে অর্থ. তৎপরে কাম এবং তাহার পর মোক্ষ। সুতরাং মোক্ষে ও কামে পরস্পর আভিমুখ্য আছে।

নান্দীর কথায় শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীরাধার প্রতি প্রেম কুটিল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন—"সুন্দরি! তুমি যখন শুল্ক মূল্যে ক্রীত হইয়াছ তখন নাথের প্রীতি সম্পাদনই আজ তোমার একমাত্র গতি; অতএব অভীষ্ট সেবা দ্বারা এই দানীন্দ্রকে আনন্দিত কর।"

ললিতা শ্রীরাধাকে পশ্চাতে করিয়া অপেক্ষাকৃত তীব্রস্বরে কহিলেন— "মোহন! বহু তপস্যার ফলেই ঘট্টপালের দাসীত্ব লাভ ঘটে, কিন্তু আমার প্রিয়সখীর কোন তপস্যা দেখিতেছি না; সুতরাং ইহার পক্ষে ঘট্টপালের দাসীত্ব অতি দুর্লভ।

মিলন-চতুরা নান্দীমুখী সুযোগ বুঝিয়া হাসি হাসিমুখে কহিলেন—"ওহে "ওহে নিকুঞ্জলীলা কুঞ্জরেন্দ্র! ললিতা কথার ভাবে প্রকাশ করিল যে, তুমি শুল্কাধ্যক্ষ হইলেও আমাদের প্রিয়সখী সমগ্র যুবতীমণ্ডলীর মধ্যে মহারাজ্ঞী বলিয়া তোমার উপাসনার পাত্রী। অতএব বিপরীত কথা বলিতেছ কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ নান্দীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন। কহিলেন—"নান্দীমুখি! ললিতা যাহা বলিল, তাহা কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিব না। আমি শ্রীরাধার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। প্রথমেই উহার হৃদয়-শোভি কনক-কুম্ভে পঞ্চশাখা-পল্লব অর্পণ করি।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাঁচুলী গ্রহণে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া ললিতার অঞ্চল ধরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"চঞ্চল! তুমি আপনাকে নাগর বলিয়া মানিতেছ। যাহা হউক এরূপ দুষ্টলীলা প্রকাশ করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য মুখে কহিলেন—"কৃপণে! তুমি যখন শুল্ক না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এই স্বাধীনা শ্রীরাধাকে আমায় বিক্রয় করিয়াছ, তখন এস্থলে করিণী বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ দানে বিবাদ করিতেছ কেন?"

এই বলিয়া শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। ললিতা সগর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"কৃষ্ণ! আমি যে দুর্ল্ললিত ব্যক্তিদিগের ললিতা, তুমি তো তাহা জান? তাই কি আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে উদ্যত হইয়াছ?

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ললিতে! তুমি আপনাকে সুবীর মনে করিতেছ, কিন্তু আমি বিক্রমশালীদের চক্রবর্ত্তী, অতএব শক্তিহীন কৃত্রিম সর্পের ন্যায় বৃথা আটোপ-রঙ্গের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র দান ঘাটের শুল্ক প্রদান কর।"

ললিতা অধর টিপিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওহে শঠ! ঘট্টিঘণ্টা-ঘোষণের প্রয়োজন নাই, যদি তোমার শুল্ক লইতে এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী যাইও, উত্তম ঘন-ঘোল দিব। সমস্তদিন যাচক, কর্ম্মকারক প্রভৃতিকে দিয়া মন্থনীতলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অম্ল বলিয়া অন্যের অনুপাদেয় হইলেও লবণ মিশাইয়া দিলে তোমাদের অতিশয় রুচিজনক হইবে।"

ললিতার পরিহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ লজ্জাবনত বদনে নান্দীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নান্দীমুখী মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "ললিতে! শতকোটি কামধেনুপতি গোপরাজের গৃহে কি ঘনঘোল নাই যে, তাহার জন্য তোমাদের বাড়ী যাইবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল মুখে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"বিশালাক্ষি! তুমি ললিতার

লঘু প্রলাপ-চাতুর্য্যে ভরসা স্থাপন করিয়া শুল্কপ্রদানে অস্বীকার করিও না। আমি তোমার কাছে গিয়া রহস্য বলিতেছি শুন।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষদপাঙ্গে চাহিয়া ধীরে ধীরে শ্রীমতীর নিকটে গিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ললিতার পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"কবরী ভয়ে চামর গিরি-কন্দরে,
মুখভয়ে চান্দ আকাশ!
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরি! কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ওই স্বর, দূরহি পলাওল
তুঁহু পুনঃ কাহে ডরাসি॥
কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাসে।
দড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক— মৃণাল পঙ্কে রহু
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
করহ দমন পরতাপে॥" (পঃ কঃ)

ললিতা ভ্রূ-কুটিল করিয়া সদম্ভে কহিলেন—"ওহে ব্রজ-বিনোদ! তুমি দুর্ল্লভ ফললাভে বলপ্রকাশ করিতেছ; নিশ্চয় জানিও, ললিতার অগ্রে শ্রীরাধার কাঁচুলীর অঞ্চল স্পর্শ করিতে ভুবনপ্রাণ সমীরণেরও সাধ্য নাই। সুতরাং এস্থলে তুমি হস্তার্পণের অভিলাষ করিতেছ, ইহা কেবল তোমার মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র।"

কৃষ্ণ। চণ্ডি! এই কৃষ্ণ-সর্পকে উত্তেজিত করিও না; ইহার ফুৎকারে * কেন বিমোহিতা হইবে।"

* ফুৎকারে অর্থাৎ চুম্বনে, ইহাই শ্লেষার্থ।

ললিতা। ওহে! আর ভয় দেখাইতে হইবে না। ললিতাও সিদ্ধমন্ত্র-ব্যুৎপন্না আহিতুণ্ডিকী (সাপুড়িয়া)। এ যখন তোমার অগ্রে বিরাজ করিতেছে, তখন তোমার ন্যায় কৃষ্ণ-সর্পের মস্তক উত্তোলন সহজ নহে।

ললিতার এই দর্পব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত না হইয়া বরং আরও কুতূহলী হইলেন। হাসিতে হাসিতে রহস্য-ভঙ্গীতে কহিলেন—"নান্দীমুখী! ঘট্টাধিকারীদের মিথ্যা কথা বলা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও আমি কিন্তু সরল প্রকৃতি আমার রসনা কখন মিথ্যা কহিতে জানে না এবং হস্তও হঠ-চেষ্টায় সম্মত নহে; অতএব এই সকল রমণীগণের সহিত বিরোধে দোষ কি?"

ললিতা পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিলেন। প্রণয়-তিরস্কার ভঙ্গীতে কহিলেন—"অঘনাশন! তোমার রসনা যত্নসহকারে সহস্র সহস্র সাধ্বী রমণীর অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়াছে, সে কেন মিথ্যা কহিবে, এবং তোমার যে অনুরাগী হস্ত সুলোচনা সুন্দরীবৃন্দের নীবিবন্ধনও সহ্য করিতে পারেনা, সেকি কখন বল প্রকাশ করিতে পারে? অতএব অন্য কাঁচুলাদি বন্ধনের কথা আর কি বলিব?"

শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জবদনে মৃদু হাস্য করিলেন। অমিয়-মধুর বাক্যে কহিলেন—"ললিতে! বাস্তবিকই তোমারা কৃত-পুণ্য-পুঞ্জগণের শিরোমণি; তোমাদের সৌভাগ্য রূপ ঔষধের গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীর পার্শ্ব-চারিণী এই নান্দীমুখী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

ললিতা। নান্দীমুখি! ভগবতীর পাদপদ্মের দিব্য, তুমি আর এখানে থাকিও না, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও, দেখিত এ আমাদের কি করিতে পারে।"

নান্দী। ললিতে! যখন হঠিল-চক্রবর্ত্তীর হাতে পড়িয়াছ তখন তোমাদের মহাশঙ্কট। অতএব এ সময় তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়া স্নেহের কার্য্য নহে। তুমি আমাকে যাইবার জন্য দিব্য দিতেছ, কিন্তু ধর্ম্ম অপেক্ষা স্নেহের বল অধিক বলিয়া আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না।"

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে অর্জ্জুনের মুখপানে চাহিলেন। অর্জ্জুন ইঙ্গিত বুঝিয়া সদর্পে কহিলেন—"প্রিয়বয়স্য! যে সকল দাম্ভিকা রমণী শুল্কদিতে বিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে শীঘ্র আমার নিকট লইয়া এস। উদ্যান চক্রবর্ত্তীর শাসন কেন তুমি ভুলিতেছ?'

"অর্জ্জুন! ভাল কথা স্মরণ করিয়া দিলে." এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে

মধুর হাস্য করিলেন। কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন—"ললিতে! আমার সখাগণ এবং তোমার সখীসকল এই দান ঘাটেই অবস্থিতি করুক; তুমি একাকিনী আমার সঙ্গে উদ্যান চক্রবর্তীর সভায় চল।"

ললিতা শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বুঝিলেন। তাঁহার শারদ-শশী-লাঞ্ছিত বদনখানি লজ্জাভারে ঈষৎ অবনত হইলেও ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওহে ধর্ম্মধুরীন্! তুমি পুণ্যশ্লোকগণের শিরোমণি, তোমার সঙ্গে যে কুলাঙ্গনা নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিবে তাহার তো দুইকুল রক্ষা হইবে?"

শ্রীকৃষ্ণ কিছু অন্যমনস্ক হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"ইহাতেই বা কি হইবে! যেহেতু, দানঘাটের কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; তাহাতে দীর্ঘসূত্রতার প্রাস্তাবনা বিষয় নহে। অতএব সত্বরই শুল্কগ্রহণ করা যাউক।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরপদ সঞ্চারে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধা সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

"নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে।
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোনছলে যাও অবিচারে॥

* * * * *

সমুখ আছয়ে দান সমুখে আসাড়ি।
অঙ্গে বহুমূল্য ধন আর নীল সাড়ী॥
সিঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥ (জ্ঞানদাস)

শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ বাক্যে সখীগণ শঙ্কিতা হওয়া দূরে থাক্ অবজ্ঞা ব্যঞ্জক উচ্চহাস্য করিলেন। স্পর্দ্ধা সহকারে শ্রীরাধা কহিলেন—

"পথছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানু সুতাতনু ছুঁইল রাখালে॥

একে সে তোমারে ভালবাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিল ফেন দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি।
গোপী গণে না রাখিও না হইও দানী॥ (পঃকঃ)

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"তোহে কহোঁ গোয়ালিনী আয়ানের রাণি!
কেমনে জানিবা দান তুবড় আয়ানি॥
তুহুঁ গজগামিনী হরি জিনি মাঝ।
নবযৌবন-মদে নাহি দেব রাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরস দানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥ (গোবিন্দদাস)

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঘন ঘন কুটিলাপাঙ্গে শ্রীরাধার ফুল্ল মুখারবিন্দের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ললিতা উপহাস-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—

"ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণী দেখি, সঘনে ফিরাও আঁখি
দৃঢ় জনার হাতে ঠেক নাই॥
আঁধার বরণ গা, ভূমিতে না পড়ে পা,
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই, আপনাকে চিন নাই,
হায় ছিছি লাজ নাই বাস॥
পেঁচ রাখি পর ধড়া টেড়া করি বান্ধ চূড়া,
কাণে গোজ বনফুল ডাল।
ডেগর লইয়া সাথি, বনে ফির নানা ভাঁতি,
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল॥

বনে আছে ফুলগুলা, তাহা তুলি পর মালা,
গায়ে সদা রাঙ্গা মাটি মাখি।
এ বেশ ভূষায় কিবা, পর নারী ভুলাইবা,
(বংশীদাসের মনে দেয় সাখী ॥)

"এত কথায় কাজ কি" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিপ্র হস্তে শ্রীরাধার পটাঞ্চল আকর্ষণ করিলেন। ললিতা উভয়ের মধ্য বর্ত্তিনী হইয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—

"শুন শুন নিলজ কান। কার সঞে মাগহ দান॥
সবে দধি ঘৃতের পসার। কাহে করহ অবিচার॥
সহজেই তুহুঁ সে অধীর। ধর কুলবধূগণ চীর॥
রাজ ভয় নাহিক তোহার। পথমাহা এতেক বেভার॥
গোপ গোপালগণ সঙ্গ। অহনিশি কৌতুক রঙ্গ॥
তেঞি সাহস এত ভেল। পরিহর কুলবতী চেল॥ (পঃক)

এই বলিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের করমুষ্টি হইতে বল পূর্ব্বক শ্রীরাধার পটাঞ্চল মুক্ত করিয়া লইলেন। রোষ-কষায়িত লোচনে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ওহে নন্দকুমার! নয়ন কোণেও শ্রীরাধার তনুস্পর্শে তোমার সাহস আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি এই প্রসিদ্ধ বিক্রামশালিনী গোপী ললিতার বিক্রম দেখিতে তোমার কৌতুহল হইয়া থাকে তবে তোমার যতদুর সাধ্য বিক্রম প্রকাশ কর।"

স্বপক্ষীয়া সখীগণের বাম্যরূপ প্রৌঢ়ি রক্ষার নিমিত্তই ললিতার এই সতেজ বাক্ চাতুর্য্য। নতুবা যে ভুবন সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বাঁসরীর প্রেমগানে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় আত্মহারা হইয়া গুরুগঞ্জনা, লজ্জাভয়, কুলমান ত্যাগ করিয়া পাগলিনীর মত কুঞ্জ-কাননে আসিয়া মিলিতা হন, যে মোহনিয়ার প্রাণোন্মাদী রূপগুণ লীলা হৃদয়ে অনুভব করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সাত্বিক বিকারে অধীরা হইয়া পড়েন, সেই প্রিয়তম প্রাণ কান্তকে হৃদয়ের অতি কাছে কাছে পাইয়াও আব হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারিতেছেন না। প্রবল ঔৎসুক্যে হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে; অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন। কেননা, এই দান ঘাটের বিবাদ-বচন-সময়ে সহসা অনুকুলার ভাব প্রকাশ নিতান্ত অসঙ্গত ও উন্মাদের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ললিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ভাবে বোধ হইল যেন, উঁহাদের চাপল্য প্রকাশের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক সেই প্রৌঢ়ি ধ্বংস করিয়া নিজের বিজয়েচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের

অভিপ্রেত নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উৎকর্ষ ধ্বনিত করিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন—"হে মহাচণ্ডি! তোমাকে নমস্কার! হে চামুণ্ডে! তোমাকে নমস্কার! তুমি নিজের প্রসিদ্ধ অলঙ্কার মুণ্ডমালা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই দুর্ব্বার কন্দর্পের সংহার জন্য গোপিকারূপে অবতীর্ণা হইয়াছ।"

"সখি! বিজয়িনী হও" বলিয়া বিশাখা আনন্দে উৎফুল্লা হইলেন। তখন শ্রীরাধার প্রেমবিহ্বল অসাড় অঙ্গেও পুলকাঙ্কুর উদ্গত হইল—প্রাণে গর্ব্বোৎফুল্লতার বিদ্যুৎপ্রভা খেলিল। মাধুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া ঈষৎ অপাঙ্গে অনঙ্গকোটি-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও লোলাপাঙ্গে তাহার প্রতিদান করিলেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

এক দিকে প্রেমময় তীব্র উৎকণ্ঠা, অপর দিকে বাম্যময় মানগৌরব, এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া ব্রজবালাগণ বড়ই বিব্রত হইলেন। ললিতা দেখিলেন—শ্রীরাধার প্রেমচেষ্টা চরম সীমায় উঠিয়াছে। উৎকণ্ঠার প্রবল প্রবাহ দুকূল ভাঙ্গিয়া তাঁহার প্রাণ মন কৃষ্ণ-সাগর-সঙ্গমের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। মনে মনে ভাবিলেন—"আর এরূপ মনোহর আলাপ বিলাসের প্রয়োজন নাই। উভয়ের অভীষ্টামৃত সাগরে অবগাহনের নিমিত্ত সদুপায় স্থির করি।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"বিশাখে! তুমি ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর নিকট গিয়া আমাদের এই বিড়ম্বনার কথা নিবেদন কর।"

ললিতার কথা শুনিয়া নান্দীমুখী মৃদু হাসিলেন। কেননা, পৌর্ণমাসী দেবী মাধবী-মণ্ডপের অন্তরালে থাকিয়া সকল কথাই তো শুনিতেছেন। কহিলেন—"ললিতে! ভগবতী নিশ্চয়ই এখন গোকুলেশ্বরীর নিকট আছেন।

সহসা ললিতা উগ্রভাব ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শ্রীরাধা বদনকমলে হস্তাবরণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরিহাস বাক্যে কহিলেন—"ললিতে! তুমি নিজ অপেক্ষাও আমাদিগকে যে অতিশয় স্নেহ কর, তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম।"

ললিতা। "কি দেখ্‌লে সখি!"

শ্রীরাধা। "ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, তুমি ঘট্টপালদের হইতে আমাদের এই উপস্থিত কষ্ট বিমোচনের নিমিত্ত আত্মসমর্পণ করিতেও ইচ্ছা করিতেছ। সখি! তুমিই ধন্যা!"

ললিতা। বীরব্রতে! বক্রবাক্‌যুদ্ধে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে সত্য কিন্তু কন্দর্পযুদ্ধেও তোমার ক্ষমতা সামান্য নয় এবং তুমি যে পুরুষকার-সৌষ্ঠব-সার-শোভিতা তাহাও পুনঃপুন দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া কটাক্ষজৃম্ভণ-বাণে এই বীরাভিমানীকে জৃম্ভিত করিয়া এখানে ক্ষণকাল অবস্থিতি কর, আমরা কিছু অগ্রে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিব।"

এই বলিয়া ললিতা ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধা প্রণয়কোপ-কুটিল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যাও, যাও এখনি যাও! তুমি "গা ঢাকা" দিয়া সরিয়া পড়িতে যে বিলক্ষণ পটু হইয়াছ, তাহা বুঝিলাম। যাও এখনি আমাকে দেখিতে পাইবে।"

ললিতার অনুকূলভাব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নিরাশা-বিশুষ্ক হৃদয়ে সহসা আশা-তরঙ্গিনীর প্রবাহ বহিল। অন্তরের সেই উৎকট আনন্দাবেশ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন—"বেশ বেশ, ললিতে! তুমি সময়াভিজ্ঞা। তাই মিথ্যা বিবাদ ঘটা-বিঘটন করিয়া দানঘাটে অবস্থিতি করিতেছ।"

ললিতা। "ওহে কপট-ক্রীড়া-বিদগ্ধ! গোপগণ যেমন লগুড়মাত্র অবলম্বী হঠকারী, সারগ্রাহিনী গোপিকাগণ সেরূপ নয়।"

এমন সময়ে বিশাখা সসম্ভ্রমে কহিলেন—"ললিতে! মহাপ্রমাদ, মহা-প্রমাদ!"

ললিতা। সখি! প্রমাদ কি?

বিশাখা। হায়! তুমি কলহ ব্যাপারে ধর্ম্মও বিস্মৃত হইয়াছ! সখি! ক্ষান্ত হও।"

ললিতা। বুঝিলাম না সখি! ভাঙ্গিয়া বল।

বিশাখা। যাজ্ঞিকগণ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা যখন যজ্ঞীয় ঘৃত আনয়ন করিবে তখন কুলাঙ্গনাগণের সতীত্বহারী কোন কামীজনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিও না। কিন্তু হা ধিক! তুমি উন্মত্ত হইয়া মোহবশতঃ বহুক্ষণ ধরিয়া বৃথা বাক্যালাপ করিতেছ।"

এই বলিয়া বিশাখা যেন কত ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া নাসাগ্রে তর্জ্জনী অর্পণ করিলেন। ললিতাও নিজের অন্যায় কার্য্যের জন্য বিশেষ অনুতপ্তা হইলেন। অধোমুখী হইয়া কহিলেন—"বিশাখে! ভাল কথা বলি-তেছ! আমি মুগ্ধা হইয়া সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে নিষ্কৃতি কি ভাবিয়া দেখ।"

বৃন্দা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"মুনিগণ বলিয়া থাকেন, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর স্মরণেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব ঐ বিষ্ণুকেই স্মরণ কর।"

"বিষ্ণু, বিষ্ণু" স্মরণ করিতে করিতে ললিতা সসম্ভ্রমে নাসিকা ও কর্ণ স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসের সুযোগ পাইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন—"ললিতে। তুমি সত্যই দূষিতা হইয়াছ; অতএব শীঘ্র আমার কাছে এস; এখনি তোমামাকে পবিত্র করিব।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকৌতুকে বাহু প্রসারিত করিলেন। ললিতা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া একটু দূরে সরিয়া গেলেন এবং নিজেকে যেন কিছু অপমানিত বোধ করিয়া কহিলেন—"ওহে কানাই! পরনারী দূষণে সাহসী হইও না; আমি কুলবালা আমাকে স্পর্শ করিলে দূষিতা হইব।"

বলিতে বলিতে ললিতা ধীর পাদচারণে শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন—"ললিতে! তুমি নারীচোরের করস্পর্শে কলঙ্কিতা হইয়াছ ছুঁইও না, শীঘ্র আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাও।"

ললিতা। সখি! আমোদ করিতে করিতে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছি, নতুবা আমার মত পতিব্রতা-ময়ূরীর স্পর্শে ভুজ-ভুজগেঁর সাহস কোথায়?

শ্রীরাধা। সখি! আর লুকাইলে কি হবে! বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার হর্ষোৎফুল্ল লোমাবলীই তো সাক্ষ্য দিতেছে।"

এই বলিয়া শ্রীরাধা বদন-কমলে পটাঞ্চল আবৃত করিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে ললিতা যে সাত্ত্বিক বিকারোদয়ে পুলকিতা হইয়াছেন তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন সখীগণ সকলেই হাঁসিয়া উঠিলেন। ললিতা দুর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রবাহে চিত্ত হারাইয়া বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। ভাব সম্বরণ করিয়া ব্রীড়া-নম্র-বদনখানি ধীরে ধীরে অবনত করিলেন।

॥ ২ ॥

রুদ্ধগতি নদীর প্রবাহ আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন গর্ভেই ফুলিতে থাকে—ফুলিয়া ফুলিয়া অবশেষে দুকূল ভাঙ্গিয়া অদম্য গতিতে বহিয়া

যায়। প্রেমতরঙ্গিনীও সেইরূপ কোন বাধা পাইলে তরতর তরঙ্গে হৃদয়ের কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু হায়! প্রেমের সে অপ্রতিহত গতি কতক্ষণ রুদ্ধ থাকে? আপন প্রভাব দুকূল প্লাবিয়া তরঙ্গ-রঙ্গ-ভরে নিজ গন্তব্য স্থানে গিয়া মিলিত হয়, তখন কাহার সাধ্য, তাহার বেগ প্রতিরোধ করিতে পারে? ললিতার প্রাগাল্‌ভ্য-গরিমাও মুহূর্ত্তমধ্যে এই দুর্ব্বার প্রেম-প্রবাহের মুখে তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া গেল। ললিতা লজ্জা-মুকুলিত ভাবমাখা বদনখানি ঈষৎ উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্রের দিকে সানুকূল দৃষ্টিপাত করিলেন। মোহনিয়ার বিম্ব-বিড়ম্বি আরক্ত অধর পুটে প্রেমমাখা মধুর হাসি দর্শনে পিয়াসিনীর সতৃষ্ণ নয়ন বাহ্য হারাইয়া নির্নিমেষ হইল। প্রেমাকুল প্রাণ আনন্দ-লহরীতে ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণের পর চিত্ত স্থির করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"ব্রজনাগর! তোমা কর্ত্তৃক দূষিতা হওয়ায় সখীগণ আমাকে আর স্পর্শ করিতেছে না. এজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তবে "ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ" অর্থাৎ পাঁচজনের সঙ্গে দুঃখ হয় না, এই বাক্য যাহাতে সার্থক হয় তাহা কর।"

ললিতা সরস বাকৃচাতুর্য্যে প্রকাশ করিলেন যে, আমাকে যেমন স্পর্শ করিলে তদ্রূপ অপর সখীগণকেও স্পর্শ কর। শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া আনন্দাবেশে পুলকিত হইলেন। চপলকটাক্ষে চাহিয়া চম্পকলতার নিকটস্থ হইয়া সহাস্যে কহিলেন—"চম্পকলতে! এই দেখ তোমার সম্মুখে গগনস্পর্শী দীর্ঘশাখ শ্যাম-তমালতরু; তুমি ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্ল হও।"

চম্পকলতা সভয়ে স্খলিতচরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। চম্পক-বিনিন্দ্য অঙ্গযষ্টি সলজ্জ মৃদু সঙ্কোচনে ঈষন্নত হইয়া পড়িল। তখন চম্পকলতা সেই লজ্জা-ভয়-খেদ-বিমিশ্র চরণ-চুম্বিত চল চল নয়নের বিলোলদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দে সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন—"চঞ্চল! "ন শয়ানঃ পতত্যধঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুইয়া থাকে সে কখন পড়িয়া যায় না। এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য তুমি পুনরায় সেই ললিতাকেই দূষিতা কর।"

ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বোধ হইতেছে তুমি অবিলম্বেই প্রিয়সখী বিশাখাকে সুবিশাল কঠিন পরুশাখায় (পুরুষের কঠিন হস্তে) শোভিতা দেখিতে পাইবে।"

ললিতার পরিহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—"বিশাখে! এই তরুণ-তরুকে আলিঙ্গন করিয়া সুশোভিতা ও সুস্নিগ্ধা হও। যেন চম্পক-লতার ন্যায় ভঙ্গ দিয়া পলাইও না।"

বিশাখা সসঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ ক্রোধ ব্যঞ্জক তীব্রস্বরে কহিলেন—"ও কলঙ্কিনি ললিতে! আবার আমাকে কেন দূষিত করিতেছ? নির্লজ্জব্যক্তি নিজে দূষিত হইয়া পরকেও দূষিত করে; তুমি বুঝি তাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? যাহা হউক তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ হইল। অতএব আর অলীক ভাবান্তরের প্রয়োজন নাই। আহা! কি সৌভাগ্য! আমরা চিন্তাকুল হইলে তুমি সহসা আমাদের সকলকেই গুরুযোগ্য করিয়াছ!

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার নিকট ইঙ্গিতে মিনতি জানাইলেন। ললিতাও কিছুদূরে সরিয়া গিয়া অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই চান, ললিতার সম্মতি পাইয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া সরস প্রেমসম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—

"না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পাইয়াছ ব্যথা চরণ যুগলে॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করি-কুম্ভ দম্ভ জিনি কুম্ভ কুচগিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ দেখ হরিণীর লোভে॥
সিন্দুরের বিন্দুভালে ভানুর উদয়।
রবিশশী বলিমুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাই পিলে॥" (বংশীবদন)

এই বলিয়া রস-নায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার করপল্লব ধারণে উদ্যত হইলেন।

তখন শ্রীরাধা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া "ছাড় বিদূষক" বলিয়া হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ললিতাপাঙ্গে চাহিয়া বলিলেন—"বিলোলাক্ষি! ললিতার নয়নভঙ্গিরূপ প্রবল পবনে আমার কর-পল্লব আন্দোলিত হইতেছে। অতএব এ সভ্যের প্রতি অসূয়ার সহিত নয়নারোপ করিও না।"

বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীরাধাকে নিবিড় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিলেন। শ্রীরাধা সভয়ে বিশাখার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—"সখি!

দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে।

মো যদি জানিতাঙ পাছে, এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাঙ বাহিরে॥
ঘরে হৈতে নাবাইতে, ও চাল ঠেকিত মাথে,
হাঁচি জিঠি না পড়িল বাধা॥
হরিণী পলাঙা যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায়, এক নয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ॥
ঘরে বৈরী ননদিনী, পথে বৈরী মহাদানী,
দেহের বৈরী হৈল যৌবন॥
হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিব ঝাঁপ,
না রাখিব এছার জীবন॥
অবলা বলিয়া গায়, বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুটী বাহু॥ (জ্ঞানদাস)

অতএব সখি! আপনাকে পরিত্রাণ কর, যেহেতু লোক বলে, রাধার মালিন্যে বিশাখাও মলিনা হইয়াছে।

শ্রীরাধা কথার চ্ছলে বিশাখাকে অন্তরঙ্গা এবং ললিতাকে বহিরঙ্গা বলিয়া প্রকাশ করিলেন ললিতা তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গান্ধর্ব্বিকে! ধূর্ত্তশিরোমণি লুব্ধকের অনুগামিনী হইয়া কেন তুমি এই পঙ্কমুখীকে পরিত্যাগ করিয়া বিশাখা-কুরঙ্গীর শরণ লইতেছ। এস, আমার অঙ্ক অলঙ্কৃত কর, তাহা হইলে ঐ গন্ধর্ব্ব (শ্রীকৃষ্ণ) শঙ্কাকুল হইয়া এখনি পলায়ন করিবে।"

"গন্ধর্ব্ব" শব্দে পশুবিশেষকে বুঝায়। এস্থলে ললিতা শ্রীরাধাকে "গান্ধর্ব্বিকা" নামে সম্বোধন করিয়া পশু-পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এবং আপনাকে পঞ্চসখীর মধ্যে প্রধানা সিংহিনীর স্বরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধাকে নিজের শরণাগত হইতে বলিলেন। কারণ, কুরঙ্গীর শরণ লইলে "লুব্ধক" অর্থাৎ ব্যাধের হাত হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। বরং সিংহিনী দর্শনে ব্যাধ শঙ্কিত হইয়া পলাইয়া যায়। বাস্তবিক ললিতাই শ্রীরাধার আশ্রয় ও ভরসা। ললিতার অনুমতি বিনা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারেন না। কিন্তু এবার ললিতা শ্রীরাধা মাধবের মধুর মিলনানন্দ উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাই তিনি শ্রীমতীর নিকট হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীরাধা ললিতার সরস বাক্যভঙ্গী বুঝিলেন। মনের আনন্দ বিহ্বলতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কুটিল ভ্রূভঙ্গ-লীলায় তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। কহিলেন—"বিশ্বাস ঘাতিনি! তুমি অনেক অনুরোধ করিয়া আমাদের ন্যায় সাধ্বীগণকে গৃহ হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছ। আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এখন যদি লোভ বশতঃ নিজের ব্রত ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তুমি যে, অন্য সতীকে দূষিতা করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?"

ললিতা। "ধিক্ ধিক্! সখি বৃন্দে? বল দেখি কি প্রকারে আমি শুদ্ধা হই।"

বৃন্দা। ললিতে! এ চিন্তার প্রয়োজন নাই, নিকুঞ্জ মহাতীর্থে পতি-বল্লভ জাগরণ নামক ব্রতারম্ভ করিয়াছেন, আর পাপের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আর ক্রীড়া কৌতুকে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়, যেহেতু, আজ শুল্ক গ্রহণ ব্যাপার বড়ই গুরুতর।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

———

॥ ৩ ॥

দিবাকর গগণের মধ্যরেখা অতিক্রম করিলেও রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয় নাই; তখনও পথ ঘাট, শিলাপাট উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মৃদু সমীর হিল্লোলে তরুলতা মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে যদিও কোকিলের কল-নিনাদে, ভ্রমরের মৃদু ঝঙ্কারে কুঞ্জকানন মুখরিত, তথাপি তখনও তাহাদের

পত্র পল্লবান্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। পথে ক্বচিৎ দুই একজন পথিক নয়ন গোচর হইতেছে মাত্র। এমন সময়ে ব্রজ-দুলালী শ্রীরাধা ঘৃতকুম্ভ কক্ষে লইয়া গমনোদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"হে দেলো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব-তলে, বৈসহ আমার বোলে,
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভব দুপর বেলা, তাতিল পথের ধুলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ, দেখি লাগে বড় দুঃখ,
শ্রমভরে আউল্যাল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে, গোঙাবের ভয় পথে,
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি, এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥" (পঃ কঃ)

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাহুজাল বিস্তারে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধা প্রণয়-কোপকুটিল নয়নে চাহিয়া কহিলেন—

"এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে।
পথের বিরোধ কর কুলবধূ সাথে॥
চাতুরী না কর কানাই চতুর সিয়ান।
কংসরাজা শুনিলে লইবে জাতিপ্রাণ॥" পঃ কঃ।

শ্রীরাধা সম্ভ্রমের সহিত এইরূপ যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপুটে তাহা প্রবেশ করিল না। শ্রীকৃষ্ণ আত্মহারা! শিশির-সংপৃক্ত প্রভাতী শতদলের ন্যায় শ্রীরাধার ঘর্ম্ম-সিক্ত বদনকমল বিহ্বল নয়নে দর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ পুলকাবেশে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে নান্দীমুখী ললিতার নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"ললিতে! দেখ, ক্রমশঃ অসময় হইয়া উঠিল, এক্ষণে তোমরা কত শুল্ক দিতে পার বল।"

এই কথা শুনিয়া ললিতা সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দানীন্দ্র! আমাদের পঞ্চাশ গণ্ডা কড়ী দেওয়া উচিত হইলেও তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া আমরা মণিমুদ্রা দিতেছি, লও।"

এই বলিয়া চিত্রার চম্পক-কলিকা-নিন্দি অঙ্গুলী হইতে মণিময় অঙ্গুরী খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কপট কোপপ্রকাশ করিয়া কহিলেন "সখে! এ ক্ষুদ্র মুদ্রিকাটা শীঘ্র পর্ব্বতাগ্রে নিক্ষেপ কর।"

অদূরে সুবল দাঁড়াইয়াছিলেন। তখনই অঙ্গুরীটী কুড়াইয়া লইয়া নিক্ষেপ করিবার ভান করিলেন। কিন্তু তাহা ফেলিয়া না দিয়া মুষ্টি মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। ললিতা রোষভরে কহিলেন—"বৃন্দে! দেখ্‌লে তো দুর্ল্লভ মণিমুদ্রা ফেলিয়া দিল।"

তখন নান্দীমুখী কহিলেন—"হাঁগো, নবনিধির অধিপতি কুবেরের মহাচিন্তামণির আশায় সাদরে হাত বাড়াইলে তাহাতে কাণাকড়ি নিক্ষেপ যেমন হয়, সেইরূপই তো তোমাদের ব্যবহার দেখিতেছি।"

ললিতা শ্রীরাধা গোবিন্দের উদ্বিগ্ন মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। "এক্ষণে ইহাঁদের উভয়কে ভঙ্গীদ্বারা আশ্বাস প্রদান করি।"—মনে মনে এই স্থির করিয়া শ্রীরাধার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"রাধে! দান না দিয়া এখান হইতে আমাদের যাওয়া যথার্থই দুষ্কর। অতএব তোমার হার ছড়াটী দাও শুল্কার্থ অর্পণ করি।"

এই বলিয়া বলপূর্ব্বকই যেন শ্রীরাধার কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইলেন। এবং পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—"উৎকণ্ঠিতে! অধীরা হইতেছ কেন? এই মৌক্তিকাবলী দূতী শ্রীকৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য চলিল; তুমিও অভিসারে সজ্জিতা হও।"

শ্রীরাধা অন্তরে হর্ষভরে পুলকিতা হইলেও বাহিরে কপট বিরক্তির সহিত রুক্ষস্বরে কহিলেন—"সুরত-রঙ্গিনি! আর এ প্রকার দম্ভগম্ভীর কার্য্যে প্রয়োজন নাই। এই বিবাদরূপ মহাযজ্ঞে তুমি অদক্ষিণা (অসরলা) হইয়াও সখীগণের সহিত দক্ষিণা নির্ম্মাণ করিতেছ।"

ললিতা শ্রীকৃষ্ণের দিকে ঈষদপাঙ্গে চাহিয়া বলিলেন—"ঘট্টনাথ! এই অমূল্য মুক্তামালা তোমার নিকট এখন গচ্ছিত রাখিলাম। পরে সন্ধ্যার সময় তোমাকে সুবর্ণার্পণ করিয়া এই মালা ফেরত লইব।"

"সুবর্ণার্পণ" শব্দে ললিতা শ্লেষে "সুবর্ণা × অর্পণ" অর্থাৎ সুবর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে অর্পণ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সহর্ষে হার গাছটী গ্রহণ করিয়া স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন—"প্রলম্বাসুর হন্তা বলদেব যে শঙ্খচূড়ের চূড়ামণি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়াছেন,

তাহা এই হারের মধ্যমণি। সম্প্রতি এই মুক্তামালা আমার আশাবীজের অঙ্কুরোৎপাদন করিতেছে।" এই বলিয়া মালাগাছটী আপনার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা তদ্দর্শনে হর্ষহ্বিলা হইয়া ললিতাকে মৃদু-মধুর স্বরে বলিলেন—"ললিতে! তপস্বিনী মুক্তামালার সৌভাগ্য দেখ!"

ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"রাধে! তোমার স্তন-শম্ভুকে সেবা করিয়া এই মুক্তামালা বিশুদ্ধা হইয়াছে, তাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়মাঝে বিরাজ করিতেছে। অতএব সখি! ইহা হারের মহিমা নয়, এ কেবল তোমারই মহিমা মাত্র।"

শ্রীরাধা ব্রীড়া-বিনম্র বদনে কহিলেন--"কুটিলে! প্রলাপের প্রয়োজন নাই। ইহা অপেক্ষা ভ্রমর-কলঙ্কিত ভঙ্গুরা বনমালার কত সৌভাগ্য বিলাস দেখ!"

বলিতে বলিতে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা উৎকট সাত্ত্বিক বিকারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেও প্রবল ঈর্ষাভরে বনমালীর আকণ্ঠ-পদ-চুম্বিত বিনোদ বনমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"লো সুভগে বনমালে! কুরঙ্গ-নয়না
বিশুদ্ধ স্বভাবা এই যত ব্রজাঙ্গনা;
মো সবার সনে কেন, অনুক্ষণ তুমি হেন,
করিছ সাক্ষাৎভাবে বিদ্বেষ-রচণা।
আমা সবে তৃণসম উপেক্ষি অন্তরে,
আপাদ মস্তক সুখে আলিঙ্গন করে,
তৃষ্ণারিপু হৃদি মাঝে, কিবা মনোহর সাজে,
বিহারিছ বিনোদিনি! সুগরব ভরে॥" * *

একি! সহসা বীণার-ঝঙ্কার থামিল কেন? ঐ যে রুদ্ধকণ্ঠা শ্রীরাধার অঙ্গলতা মহাভাবোদয়ে থর থর কাঁপিতেছে! সুকোমল অঙ্গগ্রন্থি যেন এলাইয়া পড়িতেছে। মূর্চ্ছা যান, যান—ললিতা দ্রুতপদে গিয়া শ্রীরাধাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

॥ ৪ ॥

সম্মুখে সারি সারি সদ্য-নবনীত-জাত ঘৃত-কুম্ভ, তাহার স্নিগ্ধ-মধুর সৌরভে বনভূমি ভরপুর হইয়াছে। ঔদরিক মধুমঙ্গলের নাসারন্ধ্র দিয়া

সে প্রাণ-মাতান সুগন্ধ যতই প্রবেশ করিতেছে, উদ্দাম লালসায় তাঁহার রসনা ততই সরস হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার লোলুপ-দৃষ্টি কেবল সেই ঘৃতের উপরই বিন্যস্ত;—প্রাণমন যেন তাহাতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। এক একবার মনে করিতেছেন, একটী পসরা লইয়া একবারে উদরস্থ করিয়া ফেলি, দুষ্টা লজ্জা তাঁহার সে শুভকার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। অবশেষে আর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যে ললিতাকে কহিলেন—"কল্যাণি! তোমরা ঘট্টপালেন্দ্রকে তুষ্ট করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুধাতুর কায়স্থকে একটী বৃহৎ ঘৃতের পসরা দিয়া কায়স্থ কর।"

ললিতা। আগে তোমার "কায়স্থ করাটা" কি প্রকাশ করিয়া বল।

মধু। আঃ! কি আপদ্, এটাও বুঝিলে না, এ শর্ম্মা তো এখন কায়ায় নাই! তোমাদের ঐ ঘৃতের গাগরীতে যে অবস্থিত আছে, তাই আমার কায়ায় ঘৃতকুম্ভ স্থাপন করিয়া আমার তদ্গত প্রাণটাকেও স্থাপন কর।"

মধুমঙ্গলের কথা শুনিয়া কেহই আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। তখন বিশাখা কহিলেন—"ওহে লোলুপ! আর এমন কথা বলিও না, এ যে সপ্ততন্তু যজ্ঞের ঘৃত।"

মধু। বিশাখে! সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণকেই ধন্য বলিতে হয়; তাঁহারা নিজ গৃহের আঙ্গিরস-যজ্ঞকে উপেক্ষা করিয়া সেই যজ্ঞীয় উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দ্বারা সমস্ত গোপগণকে ভোজন করাইয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমারা পরের গৃহের সপ্ততন্তু যজ্ঞের নবনীত দ্বারা এই একটী নবতন্তুকেও (ব্রাহ্মণকেও) ভোজন করাইতে পারিলে না?"

শ্রীকৃষ্ণ মধুরদিকে চাহিয়া "থাম, থাম্ বাচাল! তোমার কেবল ভোজন লইয়াই কাজ," এই বলিয়া ললিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সুলোচনে! আমি মহাঘট্টেশ্বর বলিয়া আমাকে যে হার উপহার দিয়াছ, তাহা অতি ভাল কাযই করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে উদ্যানরাজের অভিমত শুল্ক প্রদান করিয়া তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান কর।"

ললিতা প্রণয়-কোপের সহিত ভ্রূকুটিল করিয়া কহিলেন—"তোমাকে জানিয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি সমুদায় শুল্কের বিনিময়ে হার গাছটী তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি তাহা আপনার জীবিকাস্বরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইলে! আমাকে এরূপে যথাসুখে বিড়ম্বিত করা তোমার উচিত বটে?"

নান্দীমুখী ভাবিলেন, এরূপ বাগ্বিলাসে আর সময়ক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে শ্রীরাধার উদ্দীপ্ত বিরহানলে মিলনামৃত অভিসেচন করাই কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"দানীন্দ্র! আপনার অভিমত দান কি, প্রকাশ করিয়া বল, আমি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ। নান্দীমুখি! শ্রবণ করুন। আর্য্যা শ্রীরাধার পারিষদগণ আপনার সম্মুখেই রহিয়াছে। সুতরাং অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক করি না। কেবল পরার্দ্ধ পরিমিত দানই আমার অভীষ্ট; এক্ষণে আপনি যদি তাহা নাই বলেন, তাহা হইলে আমি কি করিব, যাহা হউক আপনি ঐ পরার্দ্ধমূল্যা শ্রীরাধাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখুন, আর অবশিষ্টগুলি চলিয়া যাউক।"

নান্দী। রঙ্গিল-পুঙ্গব! চিত্রা তোমার মনের অনুগামিনী, অতএব এই চিত্রাই তোমার শুল্কের উপযুক্তা।

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যমুখে কহিলেন—"চিত্রা তো আমার হস্তাগ্রে, এ আর অতি দুর্ল্লভা নয়!"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-বৈদগ্ধ্যময়ী দৃষ্টিতে চিত্রার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

॥ ১ ॥

দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা চাতুর্য্য দর্শন জন্য মাধবী মণ্ডপের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছেন। দেখিতেছেন শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমোৎকণ্ঠা চরম সীমায় উঠিয়াছে। প্রাণে প্রাণে—নয়নে নয়নে মিলনাকাঙ্ক্ষা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া, তাঁহাদের বিরহ-ক্লিষ্টহৃদয়ে সম্ভোগানন্দের মকরন্দধারা প্রবাহিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তখন তিনি ধীর পদসঞ্চারে সহসা তথায় উপস্থিত হইয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"নাগর রাজ! তুমি যাহার প্রতি মহতী আশা নিবদ্ধ করিয়াছ তাহাকে পরার্দ্ধ মূল্যেও লাভ করিতে পারিবে না, নিশ্চয় তাহাকে অমূল্যা বলিয়া জানিও।"

সহসা ভগবতীর আগমনে, শ্রীকৃষ্ণ বড়ই লজ্জিত হইলেন। বিনীত ভাবে দেবীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"ভগবতি! কেবল শুল্কবিত্ত প্রাপ্তির নিমিত্তই এরূপ আগ্রহ করিতেছি, আপনার পঞ্চ-বরাটক-মূল্যা গোপীদের জন্য নহে।

শ্রীরাধা ভগবতীকে সানুনয়ে কহিলেন,—"দেবি! আমরা এক্ষণে বিপদসাগরের পার দেখিতে পাইলাম; যেহেতু আপনি স্বয়ং এখানে আসিয়াছেন। পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার শিরশ্চুম্বন করিয়া অভয়াশীষ দানে সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন,—"বৎস্যে!

অটবীমণ্ডল পতি ব্রজেন্দ্র কুমার,—
দানীন্দ্রের দান লীলা ভুবনে প্রচার।
সে বিশ্ব প্রকাশ দান, নাহি করি সমাধান
উদ্ধত হইলে সবে—না করি বিচার।
আপন গরবে ফুলি, কলহ-লহরী তুলি
পরিচয় দিলে ভাল আত্ম-গরিমার।
কৃশোদরি! তোমাদের হেন ব্যবহারে।
কেন না পতন হবে বিড়ম্ব-পাথারে?" * *

যোগমায়া দেবীর এই মৃদু অনুযোগে শ্রীরাধা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া নতমুখী হইলেন। ললিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিজেদের দোষ কাটাইবার অভিলাষে বলিলেন,—"ভগবতি! দেখুন, আমরা দুর্ল্লভ মুক্তা মালা অর্পণ করিয়াছি—তথাপি আমাদিগকে মুক্ত করিতেছেন না।

পৌর্ণ। ললিতে! দেখ, শিখণ্ডচূড় শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃশুদ্ধ চিত্ত-দুকূল সম্প্রতি তোমাদের কলহ কুটকষায়ে রক্তবর্ণ হওয়ায় প্রতিকূলের ন্যায় হইয়াছেন, সুতরাং প্রিয়োপহার ভিন্ন এ ধীর জনের ক্রোধ শান্তি হইবে না।

নান্দী। ভগবতি! আজ্ঞা করুন, ইহাদের মধ্যে কে এভার বহন করিতে পারিবে।

পৌর্ণমাসী দেবী মহানন্দে পুলকিতা হইয়া ভাব গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন—

"এই পঞ্চ সিমন্তিনী, এর মধ্যে যেই ধনী,
পঙ্কজ-নয়নী বিনোদিনী।

পরম আরাধ্যা ধন্যা, ত্রিভুবনে অগ্রগণ্যা,
মনমথ-সুখ বিধায়িনী॥
হেন ধীরা নারী যেই. এ ভার বহনে সেই,
সমর্থা হইবে সুনিশ্চয়।
উপহার দাও তায়, ঘুচুক সকল দায়,
তুষ্ট হোক ব্রজেন্দ্র-তনয়॥" * *

ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীরাধার দিকে চাহিয়া নয়ন সঙ্কেতে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। শ্রীরাধা বিরহের অত্যুৎকণ্ঠার পর বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবার প্রাণকান্তের সহিত মিলনানন্দ উপভোগের শুভ সুযোগ দেখিলেন। আশা-লতা মুকুলিতা হইল; চিত্ত উল্লাস স্ফূর্ত্তিতে ডুবিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে যেন সহসা একটা অমিয় রসের প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। তথাপি বাহিরে যেন কিঞ্চিৎ চিন্তার ভাব প্রকাশ করিয়া বৃন্দার কর্ণমূলে বদন সংলগ্ন করিলেন। বৃন্দা কহিলেন,—"ভগবতি! শ্রীরাধা নিবেদন করিতেছেন যে, ললিতা চারু চাতুরী-চমৎকৃতি প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু এই মহাশঙ্কটে ললিতাই সখীমণ্ডল কর্ত্তৃক শুল্করূপে নির্ণীত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষায় সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"হৃদয়-রত্নের বিক্রয় আরম্ভ হইলে কপট-রঙ্গ রক্ষার চেষ্টা বৃথা। অতএব সখি! আর চাতুরী খেলার আবশ্যক নাই।"

পৌর্ণমাসী দেবী ললিতার কথার পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"ললিতা অন্যায় কথা বলে নাই।"

শ্রীরাধা বিপুল হর্ষভরে বিহ্বলা হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিলেন— "ভগবতি! এই দুরন্ত বিপদে কঠোর ঘট্টপালের হস্তে কাতর না হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন এক সরল-প্রকৃতি জনকে শুল্কার্থ অর্পণ করুন। কেন না,—

এ গিরি কন্দরে, ওই যে বিহরে,
কৃষ্ণ-ভুজঙ্গম বর।
ও যারে পরশে, সে বিষম বিষে,
হয় সদা জর জর॥

কি কহিব দারুণ দশা তার।
ভাল মন্দ আমি, কিছু নাহি জানি,
দুঃখ সহি অনিবার ॥
নয়নের কোণে, ক্ষণ দরশনে,
হইয়াছি মৃত প্রায়।
তথাপি আমারে, সঁপিতে বাসনা,
করিছ শুল্কের দায় ॥" * *

এই বলিয়া শ্রীরাধা কপট রোদনের ছলে ছল ছল-নয়না হইয়া ভগবতীর পাদসমীপে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পৌর্ণমাসী দেবী "বৎসে! কেঁদোনা কেঁদোনা, এ সকল ভবিষ্যতে তোমার সুখপ্রদ হইবে।" এই বলিয়া স্নেহ ভরে শ্রীরাধার মুখচুম্বন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্নেহাতিশয্যে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে এক্ষণে উল্লাস মাধুরী উথলিয়া পড়িতেছে,—আশালতা ফলবতী হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—"ভগবতি! আমার পরম সৌভাগ্য! যে হেতু আপনি উপযুক্ত সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ জন্য আমি নিজেকে প্রাপ্ত-শুল্ক মনে করিলাম।

পৌর্ণ। রমণীয় নিধির রমণী মণি যখন তোমার উপকণ্ঠ স্থল শোভিনী হইয়াছেন তখন অন্য তুচ্ছ শুল্কে প্রয়োজন কি?

শ্রীকৃষ্ণ ভগবতীর অনুকূল ভাব দর্শনে আনন্দে বিমোহিত হইয়া মনে মনে বলিলেন,—"দেবী আমার ইচ্ছানুরূপ শ্রীরাধাকেই শুল্ককৃতা করিয়াছেন, ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"ভগবতি! আপনার অনুমতি ভিন্ন এই স্নিগ্ধারুণ-কৌমুদী-কদম্ব-করম্বিত রমণী রত্ন লাভের পক্ষে আর অন্য উপায় নাই।"

পৌর্ণমাসী দেবী পরিহাসের সহিত হাস্য করিয়া কহিলেন,—"নাগরেন্দ্র! আমি ইহাকে চিন্তামণি রূপে প্রস্তুত করিয়াছি,—রাধা বলিয়া তো স্থির করি নাই। তুমি ইহাকে কান্তামণি রূপে গ্রহণ কর।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রীড়ানম্র বদন খানি ঈষৎ অবনত করিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কহিলেন,—"দেবি! এই পর্য্যন্তই আমার কথার শেষ। যে হেতু, এই ললনা-ললাম রমণী রত্নের সঙ্গলাভে আপনার পারিষদ নান্দীমুখীর মন্ত্রনাই কারণ হইয়াছে।"

পৌর্ণ। ওহে চাতুরী বিদ্যাবিশারদ! তোমার ওরূপ বিস্ময়ভাব প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। চিন্তামণি লাভেই অবশ্য কান্তামণি লাভের কারণ হইয়া থাকে। যখন ইহার হার পাইয়াছিলে তখনই ইহাঁর প্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রভাতী শোভার উদয় হইলে সূর্য্য-সম্বন্ধিনী শোভা কখন আকাশ মণ্ডলের সেবায় ব্যভিচারিতা ঘটায় না। সুতরাং ভানুরাজ নন্দিনী শ্রীরাধার শোভা তোমার পাদ সেবায় বিরত থাকিবে কেন? অতএব তুমি অদ্য পূর্ণ হইয়াছ।

বৃন্দা পৌর্ণমাসীর বাক্য সমর্থণ করিয়া কহিলেন,—"পূর্ণিমা উপস্থিত হইলে কলানিধি চন্দ্রের পূর্ণতা প্রকাশ না হইবে কেন?"

পৌর্ণমাসী দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বৃন্দে! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশাখার অনুরোধে শ্রীরাধা সহযোগে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই মাধবী পৌর্ণমাসীকে মাধুর্য্য শালিনী করিয়াছেন।

বৃন্দাও হাসিয়া বলিলেন,—"পূর্ণিমা বিশাখা সখী দ্বারা পূর্ণকে যোজনা করুন।"

এই কথা শুনিয়া সখীগণ সকলেই প্রফুল্লান্তরে শ্রীরাধামাধবের নিভৃত মিলনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পৌর্ণমাসী দেবীর বলে বলবতী হইয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণকে নিভৃত কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করাইলেন। প্রেমিক পাঠক! প্রেম বিস্ফারিত নয়নে এই প্রেমময়ের প্রেমলীলা সন্দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন। অসঞ্জাত-রাগ অপ্রেমিক! অনুগ্রহ করিয়া এই খানেই নিরস্ত হউন, ইহাই অনুরোধ।

॥ ৩ ॥

বনদেবী বৃন্দার আদেশে মঞ্জু-কুঞ্জ-মাধুরী উথলিয়া উঠিল, ঝুর ঝুর করিয়া মলয়ানিল বহিল, কুসুম-কিরীটিনী মাধবীলতা ধীরে ধীরে নাচিয়া উঠিল, কোকিল পাপিয়া দোয়েল প্রভৃতি সুস্বর-বিহগকুল কল-কাকলীতে কুঞ্জভূমি মুখরিত করিল। উল্লাসে উথলিয়া ভ্রমর গুলিও পাখা নাড়িয়া মধুর ঝঙ্কার দিল। সমগ্র কানন খানি আনন্দ রাশির উদ্দাম উৎসে ভরিয়া গেল।

শ্রীরাধা কুসুমাভরণে সাজিয়া মূর্ত্তিমতি প্রীতির ন্যায় কুঞ্জ-বদিকায় গিয়া উপবেশন করিলেন। সখীগণ প্রেম-বৈভব দর্শন করিবার নিমিত্ত অদূরে কুঞ্জান্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধা-প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর চরণতলে লুটাইয়া সাত্ত্বিক-বিকার-বিকম্পিত-করে অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত শ্রীচরণ-সরোজ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—

"বিনোদিনি! জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি, পথে আনি দিল বিধি,
আনন্দের কি কহিব ওর॥
রবির কিরণ পাইছে, চাঁদমুখ ঘামিয়াছে,
মুখর মঞ্জীর দু'টী পায়।
হিয়ার উপর রাখি, জুড়াও সে মোর আঁখি,
চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥" পঃ কঃ

প্রিয়তমের সোহাগ মাখা প্রেম সম্ভাষণে এবং এতাদৃশ দৈন্য আচরণে শ্রীমতী বিপুল হর্ষভরে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। ব্রীড়া বিনম্রস্বরে "ছি! ও কি কর!" বলিয়া শ্রীচরণ-কমল সরাইয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধাকে নিবীড় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীমতী কপট বাম্যভাব প্রকাশ করিয়া হস্ত সরাইবার চেষ্টা করিলেন—হস্ত অবশ। অসম্মতি প্রকাশ করিবারও সাধ্য নাই—হর্ষবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ। শ্রীমতীর প্রেম-পুলকিতাঙ্গ কান্ত-পরশে যেন এলাইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। এবং চিবুক ধরিয়া সাদরে কহিলেন,—"প্রিয়তমে!

তোমার বদন, আমার জীবন,
সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে, খুঁজিতে খুঁজিতে,
আসিয়া পেলাম আমি॥
রাই হে! কি মোর করম ভাগি!
ব্রজের জীবন, সবাকার ধন,
আসিয়া পেলাম লাগি॥
দারিদ্রের মত, ফিরিয়ে জগত,
চণক মুঠির আশে।

তার মাঝে যেন, হেম বরিষণ,
বিধি মিলাওল পাশে ॥" পঃ কঃ

শ্রীরাধার নয়নে অশ্রুধারা বহিল। আহা! যাঁহার পলক-অদর্শন কোটিযুগ বলিয়া মনে হয়—যাঁহার বিরহোৎকণ্ঠায় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিতা নহেন সে হেন হৃদয়-সর্ব্বস্ব কান্তের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া এরূপ হৃদয়-ভরা আদর লাভ চূড়ান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বই কি? তাই শ্রীমতীর প্রাণের উদ্দাম আনন্দোৎস, নয়নে অশ্রুধারা রূপে উথলিয়া উঠিল। শ্রীরাধা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দুই হস্তে প্রাণকান্তের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—
"হৃদয়-বল্লভ!

তুমি জল আমি মীন, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে কাঁদে কেনে, আকুলিত তোমা বিনে,
আপন ভরম সম বাসি ॥
সরলা সারিকা হাম, পিঞ্জর তোমার প্রেম,
তাহে বন্দি হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম, সদাই বিয়োগী হে,
তেজিঞা আনি দধির পসারি ॥
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে, তিলাঞ্জলী দিলাম লাজে,
তুয়াগুণে বাজয়া নিশান।
হের দেখ ওহে শ্যাম, দু'বাহুতে তোমার নাম,
দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ ॥ পঃ কঃ।

এই বলিয়া শ্রীরাধা ললিতাপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—নয়নে নয়নে সঙ্গতি—নয়নে নয়নে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ! আহা! কি মধুর!—

"দুহেঁ দোহাঁ দরশই নয়ন বিভঙ্গ।
পুলকে পুরিল তনু জর জর অঙ্গ ॥
দুহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলন জনু লুবধ-চকোর ॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস ॥" পঃ কঃ।

শ্রীকৃষ্ণের অবাধ্য মধুর অধর শ্রীরাধার বিম্বাধরের সহিত মিলিত হইল—

অধরে অধরে না জানি কি ; অনন্ত সুখ শান্তি ভরা অমৃত রাশি ঢালিল--কি জানি কি অনন্ত প্রেম মাদকে নয়ন পাতা নিমীলিত হইয়া আসিল। তখন—

"ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হইল "মিলন"॥
দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রসদান॥
মিলন দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে নেহারই গোবিন্দ দাস॥" পঃ কঃ।

আহা! হৃদয়ে আনন্দ নির্ঝর, নয়নে আনন্দ নির্ঝর, অধর পুটে আধ-লুকান হাসিতেও আনন্দ নির্ঝর যেন উছলিয়া পড়িতেছে। যেন পবিত্র-প্রেম-সরোবরে প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয়—মরি! মরি! যেন একবৃন্তে নীলকমল ও স্বর্ণ কমল দুইটী, উল্লাস-তরঙ্গে ঢলঢল করিতেছে। প্রেমের প্রেমত্ব এই খানেই পর্য্যবসিত। ধন্য! ধন্য! যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের এই নিভৃত লীলাবিলাস দর্শনে নিত্য বিভোর, সেই প্রেমিক ভক্তগনই ধন্য! আমরা তাঁহাদের চরণ-রেণুর কণামাত্র পাইলেও কৃতার্থ।

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শিলাপাটে উপবেশন করিয়া বিহার-বিগলিতবেশা বিনোদিনী শ্রীরাধার অবিন্যস্ত বেশভূষা যে অঙ্গে যেরূপ শোভনীয় ছিল সেইরূপ ভাবে সাজাইলেন। ব্রীড়াবনতমুখী শ্রীমতীও স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রাণকান্তের ঘর্ম্ম-নিষিক্ত মুখকমল মুছাইয়া দিয়া স্খলিত শিখি-পাখা গুলি চূড়ায় পরাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বেশ বিন্যাস সমাধা করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীমতীর কর-পল্লব ধারণ করিয়া কুঞ্জ মন্দির হইতে বাহির হইলেন। তদ্দর্শনে পৌর্ণমাসী দেবী পুলক কণ্টকিত দেহে স্নেহ-তরলিত-কণ্ঠে কহিলেন,— "বিদগ্ধ চন্দ্র! এস্থলে উত্তম প্রতিনিধি মিলিয়াছে, আমিই সায়ংকালে তোমার অভিলষিত শুল্ক প্রদান করিব। অতএব অনুমতি কর, ইহারা এক্ষণে যজ্ঞ বেদিকার শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত গমন করুক।"

শ্রীকৃষ্ণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া লজ্জায় নতবদন হইলেন। দেবী আবার বলিলেন,—"মূর্ত্তানন্দ! যদিও তোমার এই মনোহর লীলাবিলাসে কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে কহিলেন,—"ভগবতি! শীঘ্র আজ্ঞা করুন। আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

পৌর্ণমাসী দেবীর নয়নে আনন্দাশ্রু বহিল। বলিলেন,—"হে অনিন্দ্য-কেলি-মাধুরী-সুধা-সিন্ধো! কোন ভাল-প্রসঙ্গে প্রার্থনা করা হইলে অবশ্য তাহা ফলগর্ব্বিনী হইয়া থাকে। এখন আমার প্রার্থনা এই—

"সহচরী কুল সঙ্কুলয়া গুণৈরধিকয়া সহ রাধিকয়ানয়া।
ত্বমিহ নর্ম্ম সুহৃন্মিলিতঃ সদা ঘটয় মাধব ঘট্টবিলাসিতাং॥

রম্য কেলি কুঞ্জবনে, মিলি সহচরীগণে,
গুণাধিকা শ্রীরাধার সহ।
হেন ঘট্ট লীলা রঙ্গে, নর্ম্ম সখাগণ সঙ্গে,
বিহর মাধব! অহরহ॥

আর একটী আমার প্রার্থনা এই—

রাধাকুণ্ডতটী কুটীর বসতিস্ত্যক্ত্বান্যকর্ম্মাজনঃ,
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়ের্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্য সমৃদ্ধি দোহদপদ ক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতে,
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী ভূর্ণং বিধেয়স্ত্বয়া।

অপর সকল কর্ম্ম ত্যজি যেই জন,
মনোহর রাধাকুণ্ড তট সুশোভন—
কুটীর মাঝারে বসি, উৎকণ্ঠিত দিবানিশি,
হইবেক তোমাদের সেবার কারণ।—
বৃন্দাবন বাসীজনে, ক্রীড়াপাঙ্গ নিক্ষেপনে,
যেমতি তাঁদের কর অভীষ্ট পূরণ—
মনোরথ-তরু তার ওহে বনমালি!
তেমতি করিও তুমি শীঘ্র ফলশালী॥"

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন,—"ভগবতি!
"তথাস্তু।"

আর বৃথা কাল বিলম্ব অনাবশ্যক ভাবিয়া তখন সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

ইতি শ্রীব্রজলীলামৃত সম্পূর্ণ।